কবি-কাহিনী।

—.০:০:০:—

(প্রাচীন কবিদিগের সাময়িক-চিন্তা-
প্রসূত বিচিত্র শ্লোকাবলী।)

বিদ্বৎসু সৎকবি বচো লভতে প্রকাশং
ছাত্রেষু কুট্মলসমং তৃণবজ্জড়েষু।
স্বাত্যম্বু শুক্তিকুহরে পতদেব মুক্তা
মুক্তেব পঙ্কজদলে রজসা ন কিঞ্চিৎ॥

শ্রীদুর্গাপ্রসন্ন সেন গুপ্ত সঙ্কলিত
ও
পদ্যে অনুবাদিত।

কলিকাতা।
১০৩ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কহিনুর প্রেসে আর, ডি, সরকার-
কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীহেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী-
দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩০২ সাল।

☞ এই গ্রন্থ কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে এবং ভবানীপুর ৬৪ নং ষ্ট্রীণ্ড রোড, গ্রন্থকারের নিকটে পাওয়া যাইবে।

ভূমিকা।

উদ্ভট কবিতামালা সর্ব্বদা সংস্কৃত ভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর মুখেই শ্রুত হওয়া যায়। বাল্মীকি,ব্যাস, কালিদাস,ভবভূতি,শ্রীহর্ষ, ভারবী, মাঘপ্রভৃতি মহাকবিগণ যে সকল মহাকাব্য,খণ্ডকাব্য এবং নাটকাদি রচনা করিয়া সমস্ত সভ্য জগতের লোকদিগকে মোহিত করিয়া গিয়াছেন উদ্ভট কবিতাকলাপও উল্লিখিত মহাকবি-দিগের এবং তাদৃশ প্রতিভাশালী মহাত্মাদিগের মানস-সমুদ্র-প্রসূত উজ্জ্বল রত্নরাজিস্বরূপ। এই সকল অপূর্ব্ব কবিতাসমূহের কোন্‌টী কোন্ সময়ে কোন্ কবিকর্ত্তৃক বিরচিত হইয়াছিল, তাহা অধুনা অবধারণ করা সুদূরপরাহত। কারণ, উদ্ভট কবিতামালার কোন নির্দ্দিষ্ট গ্রন্থ নাই এবং ভারতীয় আর্য্যজাতির ও বিশ্বাস-যোগ্য প্রাচীন ইতিহাস নাই। গ্রন্থোক্ত কবিতাকলাপের মধ্যে যে যে কবিতা সম্বন্ধে রচয়িতার নাম ও যেরূপ কিংবদন্তিমূলক প্রস্তাব প্রাচীন কাল হইতে শ্রুতিপরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে, তাহা শ্লোকের সঙ্গে সঙ্গেই টীকায় সন্নিবেশিত হইল। এই গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে উৎকৃষ্ট নীতিবিষয়িণী কবিতা-গুলি সন্নিবেশিত হইয়াছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে আদিরসাত্মক কবিতা, এবং চতুর্থ পরিচ্ছেদে তত্ত্বজ্ঞানসম্বন্ধীয় উৎকৃষ্ট উদ্ভট-কবিতামালা, মোহমুদ্গর, যতিপঞ্চক শিহ্লন মিশ্র প্রণীত শান্তি-শতক হইতে কতিপয় শ্লোক সংগৃহীত হইয়াছে। আবশ্যকমতে শ্লোকের পাঠান্তর উল্লেখ করিয়াছি।

উদ্ভট কবিতা আমাদিগকে কি শিক্ষা প্রদান করে? যখন আমরা বাল্যকালে সংসারের সরল বর্ত্মে অগ্রসর হইতে থাকি, স্নেহময়ী মাতার ন্যায় উদ্ভট কবিতামালা আমাদিগকে পথ প্রদর্শন করিয়া থাকে; যখন আমরা যৌবনে আশা, উদ্যম এবং উৎসাহ লইয়া সংসারে প্রথম পদার্পণ করি, আশারূপ কাচ-ফলকের মধ্য দিয়া সংসারক্ষেত্রকে চিরবসন্ত-বিরাজিত নন্দন-কাননের ন্যায় দর্শন করি, তখন উদ্ভট কবিতামালা আমাদিগকে ধর্ম্মনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি নানা বিষয়ে চির-পরিচিত সুহৃদের ন্যায় উপদেশ প্রদান করে; যখন আমরা সংসারের অবশ্যম্ভাবী ঘটনা-স্রোতে পড়িয়া পদে পদে লাঞ্ছিত ও বিড়ম্বিত হই, আমাদের মন অবসন্ন ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে তখন এই সকল কবিতা আমাদিগকে অভ্রভেদী পর্ব্বতের ন্যায় অটল পুরুষকার এবং স্বাবলম্বনের আশ্রয় লইতে উপদেশ দিয়া, আমাদের দুর্দ্দশাগ্রস্ত জীবনকে রক্ষা করিয়া থাকে। পক্ষান্তরে যখন সংসার-স্রোতের প্রতিকূলে আমাদের আশা ও উদ্যম, যত্ন ও চেষ্টা, সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়, তখন এসকল কবিতা, দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া দৈবের শান্তি ক্রোড়ে আমাদিগকে আশ্রয় দিয়া থাকে। যাঁহারা দৈব মানেন না, তাঁহারা এই গ্রন্থের অনেক কবিতায় পুরুষকারের জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখিয়া মোহিত হইবেন। ফলতঃ এ সকল কবিতার ভাব যেমন মনোহর ভাষা তেমন সরল ও শ্রুতিসুখাবহ। যাঁহারা কিছুমাত্র সংস্কৃত জানেন না, তাঁহারাও এ সকলের মধ্যে অনেক কবিতার তাৎপর্য্য সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদে আদিরসাত্মক কবিতামালা সঙ্কলিত হইয়াছে। আদি রসাত্মক কবিতা সম্বন্ধে মত দ্বৈধ থাকিলেও

এ সকল অপরিহার্য্য। বস্তুতঃ ঐ সকল আদিরসময়ী কবিতার মধ্যে ও ধর্ম্ম এবং নৈতিক উপদেশ যথেষ্ট পাওয়া যায়। প্রোষিত-ভর্তৃকার সুদীর্ঘ বিরহ, বিরহিনীর আক্ষেপ, দম্পতির ভক্তি মিশ্রিত প্রগাঢ়প্রেম, যদি এসকলের প্রতি ও উপেক্ষা প্রদর্শন কর,এবং অশ্লীলতা দোষে দূষিত মনে কর, তাহা হইলে কালিদাস ও জয়দেব, বিদ্যাপতি ও ভারতচন্দ্র প্রভৃতি কবিদিগের বিরচিত গ্রন্থগুলিকে অচিরে দগ্ধ করিয়া ফেলিতে হয়। *

চতুর্থ পরিচ্ছেদে যে সকল কবিতা সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে পার্থিব বস্তু ও মানব জীবনের ক্ষণভঙ্গুরতা এবং মনে স্বতঃপরতই তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে। এই সকল শ্লোক পাঠ করিলেই বিজ্ঞ পাঠকগণ বিস্তারিত বুঝিতে পারিবেন। এই পরিচ্ছেদের শেষভাগে কতিপয় উৎকৃষ্ট নীতিবিষয়িণী কবিতাও সঙ্কলিত হইয়াছে।

গদ্য অপেক্ষা পদ্য সহজে লোকের চিত্তাকর্ষণ করিতে পারে, পদ্য বালক বালিকাগণ সহজেই কণ্ঠস্থ করিতে পারে,এই জন্যই যাবতীয় কবিতাগুলি পদ্যে অনুবাদিত হইল। এই সকল উৎকৃষ্ট কবিতা মহাকবিদিগের অমৃতময়ী লেখনী প্রসূত। ইহার গুণ-গরিমা সমস্ত তাঁহাদিগেরই ;—ইহাতে আমার কিছুমাত্র কৃতিত্ব নাই। আমি অনুবাদ কার্য্যে কত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিতে পারি না। এই অনুবাদ পাঠ করিয়া, যদ্যাপি সহৃদয় পাঠকগণ কথঞ্চিৎ সন্তুষ্ট হন, তাহা হইলে পরিশ্রম সার্থক বোধ করিব।

এইক্ষণে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, জেলা

* ছাত্র ও ছাত্রীদিগের পাঠোপযোগী করিবার উদ্দেশ্যে তৃতীয় পরিচ্ছেদের সম্পূর্ণ আদিরসময়ী কবিতাগুলি পরিত্যক্ত হইয়াছে। এবং চতুর্থ পরিচ্ছেদ তৃতীয় পরিচ্ছেদের স্থানে সংযোজিত হইয়াছে।

ফরিদপুরের অন্তঃর্গত, কুড়াশুটি মধ্য বাঙ্গালা স্কুলের সুযোগ্য প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু রজনীকান্ত মুখোট মহাশয় এই গ্রন্থ সঙ্কলনে কবিতা সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন, এবং দুরূহ স্থলের ব্যাখ্যা এবং সময়ে সময়ে অনুবাদের সাহায্য করিয়াছেন। পণ্ডিতবর চন্দ্রমোহন তর্করত্ন সঙ্কলিত উদ্ভটচন্দ্রিকা হইতে ও কতিপয় শ্লোক সংগ্রহ করিয়াছি এবং তর্করত্ন মহোদয়ের সংস্কৃত ব্যাখ্যা ও অনুবাদ পাঠ করিয়াও উপকৃত হইয়াছি। কবিরাজ শ্রীযুক্ত বাবু মণিমোহন সেন মহাশয় এই গ্রন্থ সমস্ত পাঠ করিয়া, আবশ্যকমতে সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। এই সকল ব্যক্তিগণ আমার বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

পরিশেষে বিজ্ঞ পাঠকগণ সমীপে নিবেদন এই, যদি এই গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে, কোথাও ভ্রম প্রমাদ লক্ষিত হয়, অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে জানাইলে নিরতিশয় বাধিত হইব এবং দ্বিতীয় সংস্করণে সংশোধন করিব।

কলিকাতা।
সন ১৩০২ সাল,
তারিখ ১লা ভাদ্র।

শ্রীদুর্গাপ্রসন্ন সেনগুপ্ত।

কবি-কাহিনী।

—.০:০:০:—

প্রথম পরিচ্ছেদ।

১

সিংহক্ষুণ্ণকরীন্দ্রকুম্ভপতিতং রক্তাক্তমুক্তাফলং
কান্তারে বদরীভ্রমাদ্দ্রুতমগাদ্ভিল্লস্য পত্নীমুদা।
পাণিভ্যামবগৃহ্য শুক্লকঠিনং তদ্বীক্ষ্য দূরে জহৌ
অস্থানে পততামতীব মহতামেতাদৃশী দুর্গতিঃ॥*

কেশরিনখরভিন্ন গজকুম্ভ হ'তে,
রক্তমাখা মুক্তা এক পড়ে অবনীতে,
অতীব দুর্গম বনে, বদরী ভাবিয়া,
আনন্দে ব্যাধের পত্নী লইল তুলিয়া;
শ্বেতবর্ণ কঠিন করিয়া নিরীক্ষণ,
দূর দূর করি, দূরে নিক্ষেপে তখন।
অস্থানে পতিত হ'লে মহামতিগণ,
পদে পদে ঘটে থাকে দুর্গতি এমন।

---

* এই শ্লোকটীর দ্বিতীয় চরণে "ভিল্লস্য পত্নী" স্থলে "দুন্দীরপত্নী" পাঠ শুনিতে পাওয়া যায়। পণ্ডিতবর চন্দ্রমোহন তর্করত্ন মহোদয়ের সঙ্কলিত উদ্ভট চন্দ্রিকায় ভিল্লস্যপত্নী স্থলে, "দুল্লীরপত্নী" পাঠ এবং তৃতীয় চরণের "তদ্বীক্ষ্য দূরে" স্থলে "বৃক্ষ দূরে" পাঠ দৃষ্ট হইল। শব্দসার, শব্দার্থমুক্তাবলী এবং শব্দ কল্পদ্রুম প্রভৃতি প্রধান প্রধান অভিধান খুঁজিয়াও আমরা দুন্দীর এবং দুল্লীর শব্দ পাইলাম না। তর্করত্ন মহোদয় 'দুল্লীরপত্নী ধীবরবিশেষস্য ভার্য্যা" এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 'বৃক্ষ দূরে' এই পাঠান্তর অনেকের মতেই ভ্রমসঙ্কুল। যাঁহারা "দুন্দীরপত্নী" পাঠ আবৃত্তি করেন, তাঁহারাও ব্যাধপত্নী অর্থ করেন।

২

বরং বনং ব্যাঘ্রমৃগেন্দ্রসেবিতং,
দ্রুমালয়ং পত্রফলাম্বুভোজনম্।
তৃণানি শয্যা বসনঞ্চ বল্কলং,
ন বন্ধুমধ্যে ধনহীনজীবনং॥

বরঞ্চ মৃগেন্দ্রব্যাঘ্রনিসেবিত বনে,
চিরকাল বাস করা হইবে নির্জনে,
তরুমূল গৃহ, খাদ্য পত্রফলজল,
তৃণরাশি শয্যা হবে, বসন বল্কল,
ধনহীন হয়ে বন্ধুমাঝে কদাচন,
ম্রিয়মাণ ভাবে যেন না যায় জীবন।

৩

মাতা নিন্দতি নাভিনন্দতি পিতা ভ্রাতা ন সম্ভাষতে,
ভৃত্যঃ কুপ্যতি নানুগচ্ছতি সুতঃ কান্তা চ নালিঙ্গতে।
অর্থপ্রার্থনশঙ্কয়া নকুরুতেঽপ্যালাপমাত্রং সুহৃৎ,
তস্মাদর্থমুপার্জ্জয় শৃণু সখে চার্থেষু সর্ব্বে বশাঃ॥

মাতা সদা নিন্দা করে, পিতা তারে না আদরে,
ভ্রাতা নাহি করে সম্ভাষণ;
কোপ করে ভৃত্যগণে, পুত্র নাহি বাক্য শুনে,
কান্তাও না করে আলিঙ্গন;
দেখিলে চাহিবে ধন, এ ভয়ে সুহৃদজন,
আলাপও না করে তার সনে,
সে হেতু হে সখাবর, অর্থ উপার্জ্জন কর,
অর্থে সব বশ এ ভুবনে।

৪

দরিদ্রো হ্রিয়মেতি হ্রীপরিগতঃ প্রভ্রশ্যতে তেজসো
নিস্তেজাঃ পরিভূয়তে পরিভবান্নির্ব্বেদমাপদ্যতে।
নির্ব্বিন্নঃ শুচমেতি শোকপিহিতো বুদ্ধ্যা পরিত্যজ্যতে
নির্ব্বুদ্ধিঃ ক্ষয়মেত্যহো নির্ধনতা সর্ব্বাপদমাস্পদম্॥

দরিদ্র হইলে লজ্জা পায় অবিরত,
লজ্জিত হইলে পুনঃ হয় তেজহত,
নিস্তেজ পরাস্ত হয়ে, হয় হতমান,
মানহীন লোক শোক অচিরেই পান,
শোকাচ্ছন্ন হ'লে পরে হয় বুদ্ধিনাশ,
বুদ্ধিলোপে মনুষ্যের অবশ্য বিনাশ।
অতএব দেখিলাম চিন্তি সমুদয়,
সর্ব্ব আপদের মূল নির্ধনতা হয়।

৫

স শ্লোকঃ শ্লোকতাং যাতি পঠ্যতে চেৎ বিদাংপুরঃ
অবিজ্ঞাতরি বিজ্ঞাতে লোনং ভবতি কেবলং॥

বিদ্বানের স্থানে শ্লোক করিলে পঠন,
শ্লোকের স্বার্থক হয়, তুষ্ট করে মন;
অবিজ্ঞের স্থানে হলে, লকার-লোপেতে,
যে পদ উদ্ভব হয়, ঘটে তাইচিতে।

৬

একোহি দোষো গুণসন্নিপাতে
নিমজ্জতীন্দোরিব যোবভাষে।
নূনং ন দৃষ্টং কবিনাপি তেন
দারিদ্র্যমেকং গুণরাশিনাশি ॥*

কুমুদবান্ধব চন্দ্র এক দোষ ধরে,
কিন্তু বহু গুণ সত্ত্বে না ধরি তাহারে,
সর্ব্বস্থলে এইরূপ, বলে কবি যেই—
কিছুমাত্র ঈক্ষণ না করিয়াছে সেই।
একমাত্র নির্ধনতা দোষ যদি হয়,
বহুবিধ গুণরাশি করে থাকে ক্ষয়।

৭

অবিজ্ঞা বৈজ্ঞাজ্ঞা পরিতপতি নোচ্চৈরপি বুধৈঃ,
সতাং সল্পাসাভিঃ প্রতলয়তিস্ত্রীসাগরতলে।
হরেঃ পাদাঘাতং ভজতি নলিনী কৈরবচয়ে,
সুধাং তুল্যং যচ্ছেদমৃতকিরণো মুদ্রিতমতঃ ॥

অবিজ্ঞে অবাজ্ঞা করে, বিজ্ঞে তাহা তুচ্ছ করে,
সহ্য করে হয়ে অকাতর;
সতের সে অল্প দোষে. অমনি অন্তর রোষে
জ্ঞান হয় পশিতে সাগর;
তাহার দৃষ্টান্ত দেখ, পদ্মে পদাঘাতে ভেক,
কিন্তু তাহে নাহি দুঃখজ্ঞান;
কমল কুমুদ পরে, সমভাবে দ্যোতি করে,
কুমুদবান্ধব মতিমান;

---

* পাঠান্তর যথাঃ—
অকস্য দোষ গুণসন্নিপাতে নিমজ্জতীন্দোরিত যোবভাষে।
নূনং ন দৃষ্টং কবিনাপি তেন, দারিদ্র্যদোষা, গুণরাশিনাশী।

এই হেতু ক্রোধভরে, চন্দ্রে হেরে নভঃপরে
কমলিনী মুদে নিজ নেত্র,
ভেক ক্ষুদ্র চন্দ্রবর, কেন তবে বল তাঁর
বিবেচনা নাহি কিছুমাত্র!

৮

চ্ছেদশ্চন্দনচূত চম্পকতরৌ রক্ষা চ শাখোটকে,
হিংসা হংসময়ূরকোকিলগণৈঃ কাকে চ নিত্যাদরঃ।
মাতঙ্গেন সহ খরস্য তুলনা কর্পূরকার্পাসয়ো
রেষা যত্র বিবেচনা গুনিগনৈর্দেশায় তস্মৈনমঃ॥

চন্দনচম্পকআম্র তরুকে কাটিয়া,
মন্দারের বৃক্ষ রাখে যতন করিয়া,
ময়ূর কোকিল হংসে হিংসি অনিবার,
কাককুলে সমাদর করে বারবার;
মাতঙ্গের সহ করে গর্দ্দভে তুলনা,
কর্পূরে কার্পাসে ভেদ নাই বিবেচনা;
যে দেশের গুনিগণে এরূপ বিচার,
সে দেশেরে দূরে থেকে করি নমস্কার।

৯

খলে খলে দৃঢ়া প্রীতির্ন প্রীতিঃ সুজনে খলে।
শনৌ রিক্তা সিদ্ধিদাতা শনৌ পূর্ণাচ পাপদা॥

খল সহ খলের প্রণয় অতিশয়,
সুজনে খলেতে মিল কখন না হয়;
শনিবারে রিক্তা হলে সিদ্ধিযোগ কয়,
পূর্ণা হলে শনিবারে পাপযোগ হয়।

১০

খল প্রীতির্জলে রেখা অর্দ্ধবারিঘটো যথা ।
শিরসা ধার্য্যমানোঽপি খলঃ খলখলায়তে ॥

খলের প্রণয় যেন সলিলের রেখা,
ক্ষণকাল পরে আর না পাইবে দেখা ;
কিম্বা খলপ্রীতি যথা অর্দ্ধঘট জল,
মস্তকেতে নিলেও সে করে খলখল।

১১

সুদিনে বহুমিত্রানি দুর্দ্দিনে মিত্রশত্রুবৎ ।
বারিশূন্যং যথা পদ্মং ভানুর্দহতি তৎক্ষণাৎ ॥

সুদিনে বহুল মিত্র ঘটে মহাশয়,
দুর্দ্দিনে সে মিত্রগণ শত্রুতুল্য হয় ;
জলপূর্ণকালে ভানু পদ্মবন্ধু বটে
জলশূন্যকালে তারে দহে অকপটে।

১২

খলস্য বচনে কাস্থা কচিৎ সত্যং কচিৎ মৃষা ।
কচিদ্রৌদ্রং কচিদ্বৃষ্টিঃ শ্রাবণস্য দিনং যথা ॥

খলের বচনে বল বিশ্বাস কি আছে,
একবার সত্য বলি মিথ্যা বলে পাছে।
শ্রাবণের দিনে যথা ক্ষণে বরিষণ,
ক্ষণে দিনকরকরে উজলে ভুবন।

১৩

ধনিজনকটুবাক্যং শক্যতে কিন্তু সোঢ়ুং।
পরধনধনী বাণী নৈব সহ্যা কদাপি ॥
দিনকরকরতাপং শক্যতে কিন্তু সোঢ়ু।
নহিহি গমনসহ্যং বালুকা তেন তপ্তা ॥

বরঞ্চ ধনীর বাক্য সহ্য করা হয়,
পরধনে ধনী বাক্য সহনীয় নয়;
দিনকরকরতাপ পারে সহিবারে
তাহে তপ্তবালুরাশি কে সহিতে পারে?

১৪

নমন্তি ফলিনো বৃক্ষাঃ নমন্তি গুণিনো জনাঃ।
শুষ্ককাষ্ঠঞ্চ মূর্খশ্চ ভিদ্যতে ন চ নম্যতে ॥

ফলবান তরু আর গুণবান নর,
উভয়েই অবনত থাকে নিরন্তর।
কিন্তু শুষ্ক কাষ্ঠ আর বিদ্যাহীন জন,
ভেদ হবে তবু নত না হবে কখন।

১৫

বাহ্যজ্ঞানবিহীনানাং মূঢ়ানাং মতিরীদৃশী।
শ্রেষ্ঠোঽহং সর্ব্বভূতানাং পণ্ডিতঃ পরমোমতঃ ॥

বাহ্যজ্ঞানশূন্য মূর্খ করয়ে চিন্তন,
আমিই পৃথিবী মধ্যে শ্রেষ্ঠ একজন।

১৬

কণ্টকাবরণং যাদৃক্ ফলিতস্য ফলাপ্তয়ে।
তাদৃগ্দুর্জ্জনসঙ্গোঽপি সাধুসঙ্গায় বাধতে॥

কণ্টকের বেড়া যথা আবরণ হয়ে,
ফল বৃক্ষ হতে ফলে রাখে বাঁধা দিয়ে,
সেইরূপ দুর্জ্জনের সঙ্গ ভয়ঙ্কর,
সাধু সঙ্গে বাঁধা দিয়ে রাখে নিরন্তর।

১৭

আবিষ্কৃতান্ পরগুণান্ কলয়ন্তি তূষ্ণীং।
দুশ্চেতসো বত বিদূষয়িতুং ন রাগাৎ।
আকর্ণয়ন্তি কিল কোকিলকূজিতানি
সন্ধাতুমেব নিজসপ্তনলীং কিরাতাঃ॥

অন্য মুখে পরগুণ শুনি দুষ্টজন,
দোষ অনুসন্ধানার্থে মৌন হয়ে রন,
অনুরাগে মৌনভাব কখন না হয়;
কোকিলকূজন শুনে ব্যাধ যথা রয়,—
মিষ্টস্বরে মুগ্ধ হয়ে মৌনভাব নহে,
সপ্তনলীসন্ধানার্থে এইরূপে রহে।

১৮

জনয়ন্তি সুতান্ সর্পঃ স্বাকৃতীন্ সকলানপি।
পিশুনস্যাকরে জন্ম সাধুনাং কুত্র সম্ভবেৎ॥

সর্পের সন্তান যথা সবে সর্প হয়,
খলের আকরে তথা সাধু না জন্মায়।

১৯

বিষমাংহি দশাং প্রাপ্য দৈবং গর্হয়তে নরঃ।
আত্মনঃ কর্ম্মদোষঞ্চ নৈব জানাত্যপণ্ডিতঃ॥

মানব দুর্দ্দশাপন্ন হইয়া সংসারে,
স্বীয় অদৃষ্টের নিন্দা পুনঃ পুনঃ করে;
মূর্খের চিন্তাতে ইহা কদাচ না আসে,
ঘটেছে যে সব তার নিজ কর্ম্ম দোষে!

২০

শর্করাশতভারেণ নিম্ববৃক্ষ উপার্জ্জিতঃ।
পয়সা সিঞ্চিতো নিত্যং ন নিম্বো মধুরায়তে॥

শতভার শর্করাতে করিয়া রোপণ,
নিরন্তর দুগ্ধ তাহে করিলে সিঞ্চন;
তথাপিও এই কথা নিশ্চয় জানিবে,
নিম্ববৃক্ষ কদাচও মধুর না হবে।

২১

অহিতহিতবিচারৈঃ শূন্যবুদ্ধের্নরস্য
শ্রুতিবিষয়বিরামা প্রীতিঃ সর্ব্বক্ষণস্য।
উদরভরণ মাত্রং কেবলং নান্য কর্ম্ম
ইতি মনুজপশোর্ব্বা কোবিশেষঃ পশোশ্চ॥

হিতাহিত বিবেচনা বিহীন যে নর,
শ্রুতিসুখকর কার্য্যে প্রীতি নিরন্তর,
উদর ভরণ ভিন্ন কার্য্য নাহি আর,
পশু হতে বিশেষ কি আছে বল তার

২২

উৎসাহসম্পন্নমদীর্ঘসূত্রং
ক্রিয়াবিধিজ্ঞং ব্যসনেষ্বসক্তং।
শূরং কৃতজ্ঞং দৃঢ় সৌহৃদঞ্চ
লক্ষ্মীঃ স্বয়ং যাতি বিলাস হেতোঃ ॥

যে জন উৎসাহী, শূর, ব্যসন বিহীন,
ক্রিয়াবান, বন্ধুভাবাপন্ন প্রতি দিন,
দীর্ঘসূত্রী নহে, আর কৃতজ্ঞ অন্তর,
লক্ষ্মী তারে আশ্রয় করেন নিরন্তর।

২৩

ধনং পর্ব্বতাভং বচশ্চিত্ররূপং
বপুঃ কর্ম্মদক্ষং কুশাগ্রীয়বুদ্ধিঃ।
ন দানং ন পাঠঃ ন ধর্ম্মো ন কীর্ত্তি
স্ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ॥

পর্ব্বত প্রমাণ ধন নাহি তাহে দান,
বিচিত্র বচনে পটু নাহি শাস্ত্র জ্ঞান,
কার্য্যক্ষম দেহ, কিন্তু ধর্ম্মকার্য্যে নহে,
কুশাগ্রীয় বুদ্ধি, নাহি কীর্ত্তি বাঞ্ছা তাহে,
তবে এই সমুদায় থাকিয়া কি ফল,
যাহা হতে নাহি হয় বসুধা-মঙ্গল।

২৪

জানামি রে সর্প তব প্রতাপং
কণ্ঠস্থিতো গর্জ্জসি শঙ্করস্য।
স্থানং প্রধানং ন বলং প্রধানং
স্থানস্থিতঃ কাপুরুষঽপি সিংহঃ ॥*

জানি সর্প আমি তব অমোঘ প্রতাপ,
শঙ্করের কণ্ঠে থাকি করিতেছ দাপ,
বলের প্রধান্য নহে,—স্থানই প্রধান,
স্থানগুণে কাপুরুষ সিংহের সমান।

২৫

বিদ্বৎসু সৎকবি বচো লভতে প্রকাশং
ছাত্রেষু কুট্মলিসমং তৃণবজ্জড়েষু।
সাত্যন্থু শুক্তিকুহরে পতদেব মুক্তা
মুক্তেব পঙ্কজদলে রজসা ন কিঞ্চিৎ ॥

বিদ্যানের স্থানে শ্রেষ্ঠ কবির বচন,
পুষ্প সম প্রস্ফুটিত হয় অনুক্ষণ,
ছাত্রের নিকটে তাহা কলিকার মত,
মূর্খের নিকটে হলে, হয় তৃণবত।

---

* কথিত আছে, গরুড় কৈলাসে মহাদেব সমীপে উপস্থিত হইলে, শিব
স্থ সর্পকুল গর্জ্জন করিয়া উঠিল। তদ্দর্শনে গরুড় এবংবিধ উক্তি করিয়া-
লেন। এই শ্লোকটীর পাঠ ব্যত্যয় ও দেখিতে পাওয়া যায়। যথা;
নং প্রধানং ন বলং প্রধানং, স্থানস্থিতঃ কাপুরুষোঽপি সিংহঃ। জানামি
গেন্দ্র তব প্রভাবং, কণ্ঠস্থিতো গর্জ্জসি শঙ্করস্য ॥

সাতী নক্ষত্রের বৃষ্টি শুক্তিগর্ভে পৈলে,
মুক্তার উৎপত্তি করে সেই বৃষ্টি জলে,
পঙ্কজের পত্রে হয় মুক্তার আকার,
ধূলীতে পড়িলে কিছু নাহি হয় আর।

২৬

নির্ব্বাণদীপে কিমু তৈল দানং
চৌরেগতে বা কিমু সাবধানং।
বয়োগতে কিং বনিতাবিলাসঃ
পয়োগতে কিং খলু সেতুবন্ধঃ॥

কিবাফল নির্ব্বাণ প্রদীপে তৈলদানে?
গৃহ হতে চোর গেলে, কিবা সাবধানে?
স্ত্রীবিলাস বৃথা, গত হইলে যৌবন,
পয়োগতে সেতুবন্ধে কিবা প্রয়োজন?

২৭

বাপীতলেহি রবিনাকুলিতং যদম্ভ
স্তৎ কেবলং শফরিকাকুলজীবনায়।
তৃষ্ণাতুরেণ করিণা পরিপীয়তে চেৎ
নৈবাস্য তৃপ্তির্ব্বরমস্য ভবেদ্বিনাশঃ।

বাপীতলে সূর্য্যকরে তাপিত জীবন,
নিরন্তর রক্ষা করে শফরিজীবন;
তৃষাতুর হস্তী তাহা করে যদি পান,
না হয় করীর তৃপ্তি, নাশে পুঁটী প্রাণ।

২৮

কাকস্য চঞ্চুর্যদি স্বর্ণযুক্তা
মাণিক্যযুক্তৌ চরণৌ চ তস্য।
একৈক পক্ষে গজরাজ মুক্তা
তথাপি কাকো ন চ রাজহংসঃ॥

কাক চঞ্চু যদি কভু সুবর্ণে মণ্ডিত,
চরণযুগল হয় মাণিক্যে খচিত,
এক এক গজ মুক্তা প্রতিপক্ষে রহে,
তথাপি সে কাক কভু রাজহংস নহে।

২৯

মিত্রং শুশ্রূষয়া রিপুং নয়বলৈর্লুব্ধং ধনৈরীশ্বরং
কার্য্যেণ দ্বিজমাদরেণ যুবতীং প্রেম্ণা সমৈর্বান্ধবান্।
অত্যুগ্রং স্তুতিভির্গুরুং প্রণতিভির্মূর্খং কথাভির্ব্বুধং
বিদ্যাভীরসিকং রসেন সকলং শীলেন কুর্য্যাদ্বশং॥

শুশ্রূষাতে মিত্রজনে, নীতিবলে শত্রুগণে
কার্য্যে প্রভু, ধনেতে লুব্ধকে—
সমাদরে দ্বিজগণে, প্রণয়ে যুবতীজনে,
সাম্যে বশ করিবে বন্ধুকে।
উগ্রজনে স্তুতি করি, গুরুকে প্রণতি করি,
মূর্খে তোষিবেক মিষ্টভাষে,
বিদ্যাতে পণ্ডিতবরে, রসবাক্যে রসিকেরে,
শীলতাতে সবে রাখ বশে।

৩০

প্রায়ঃ সমস্তানি সুখীকরোতি
পদ্মং বিনা নির্ম্মল এষ চন্দ্রঃ।
ন তস্য দোষোঽয়মপারকীর্ত্তে
রদৃষ্টমেতৎ সরসীরুহস্য ॥

এই যে নির্ম্মল চন্দ্র রজত কিরণে
পদ্মভিন্ন তোষে প্রায় সমস্ত ভুবনে,
নাহি দোষ সে অপারকীর্ত্তি চন্দ্রমার,
পদ্মিনীর ভাগ্য দোষে ঘটে এপ্রকার।

৩১

ভেকো বক্তি বিলঙ্ঘ্য কূপসলিলং কোমে হনূমান্ পুরো
গন্ধর্ব্বং হসতি স্বরং খরতরং কৃত্বা জগদ্‌গর্দ্দভঃ।
খদ্যোতঃ প্রতিপদ্য দীধিতিলবং চন্দ্রপ্রভাং নিন্দতি
ক্ষুদ্রঃ পশ্যতি নাত্মনীচত্তমতাং মিথ্যাভিমানান্বিতঃ ॥

কূপোদক লঙ্ঘি ভেক করে অভিমান
আমা হতে কীর্ত্তিমান কিসে হনূমান?
রাসভ কর্কশকণ্ঠে করিয়া চিৎকার,
সুকণ্ঠ গন্ধর্ব্বগণে নিন্দে বার বার,
অতি ক্ষীণ প্রভা লভি খদ্যোতের মালা,
নিন্দা করে চন্দ্রমার কৌমদী অমলা,
অতএব অভিমানী লোক নীচমনা,—
কিছুতেই নিজ দোষ বুঝিতে পারে না!

৩২

তৃণাদপি লঘুস্তূলস্তূলাদপি চ যাচকাঃ।
বায়ুনা কিং ন নীয়ন্তে অর্থপ্রার্থনশঙ্কয়া॥

তৃণ অপেক্ষাও লঘু তূলা অতিশয়,
যাচকেরা তদপেক্ষা লঘুতর হয়;
তবে কেন বায়ুবেগে না হয় চালন?
অর্থ প্রার্থনার ভয় তাহারি কারণ।

৩৩

বিদ্বানেব হি জানাতি বিদ্যার্জ্জন পরিশ্রমং।
নহি বন্ধ্যা বিজানীয়াৎ গুর্ব্বীং প্রসববেদনাং॥

বিদ্বান সে জানে, বিদ্যালাভে শ্রম যত
বন্ধ্যা কি জানিবে প্রসবের ব্যাথা কত?

৩৪

কাচঃ কাঞ্চনসংসর্গাৎ ধর্ত্তে মারকতদ্যোতিং।
তথা সজ্জনসংসর্গাৎ মূর্খোর্ভবতি পণ্ডিতঃ॥

কাঞ্চনের সঙ্গে কাচ করি অবস্থিতি,
শোভায় ধারণ করে মরকত দ্যোতি;
সেরূপ সাধুর সঙ্গে থাকি নিরন্তর,
পণ্ডিত বলিয়া গণ্য হয় মূর্খ নর।

৩৫

কো ন যাতি বংশ লোকে মুখে পিণ্ডেন পুরিতঃ।
মৃদঙ্গ মুখলেপেন করোতি মধুরধ্বনিং॥

কে না বশীভূত হয় মুখে পিণ্ডদানে?
মুখলেপে মৃদঙ্গও তোষে মিষ্ট তানে।

৩৬

গৃহ্লাতি সাধুরপরস্য গুণং ন দোষং
দোষান্বিতো গুণিগুণং পরিহায় দোষং।
বালস্তনাৎ পিবতি দুগ্ধমস্থক বিহায়
ত্যক্ত্বা পয়ো রুধিরমেব পিবেজ্জলৌকা॥

দোষ ছাড়ি গুণ সাধু করয়ে গ্রহণ,
গুণ ছাড়ি দোষ লয় অসাধু যে জন;
বালক শোণিত ত্যজি দুগ্ধ পান করে,
দুগ্ধ ত্যজি রক্ত খায় জলৌকানিকরে।

৩৭

পয়ঃপানং ভুজঙ্গানাং কেবলং বিষবর্দ্ধনং।
উপদেশোহি মূর্খাণাং প্রকোপায় ন শান্তয়ে।

ভুজঙ্গেরে দুগ্ধাহার করাইলে, যথা তাব,
হয় সুধু বিষের বর্দ্ধন।
সেরূপ মূর্খের প্রতি, উপদেশে ক্রোধ অতি,—
বৃদ্ধি পায়, না হয় দমন।

৩৮

শত্রুণা নহি সন্দধ্যাৎ সুশ্লিষ্টেনাপি সন্ধিনা।
সুতপ্তমপি পানীয়ং সময়ত্যেব পাবকং॥

দৃঢ় সন্ধিবন্ধনেও অরাতির সহ,
সন্ধিবদ্ধ কদাপিও না হইবে কেহ,
অতিশয় সন্তাপিত হয় যদি জল,
তথাপিও নির্ব্বাপিত করিবে অনল।

৩৯

ক্ষণে রুষ্টঃ ক্ষণে তুষ্টঃ রুষ্টস্তুষ্টঃ ক্ষণে ক্ষণে।
অব্যবস্থিত চিত্তস্য প্রসাদোপি ভয়ঙ্করঃ॥

এইক্ষণে হয় রুষ্ট, পরক্ষণে হয় তুষ্ট,
তুষ্টরুষ্ট হয় ক্ষণে ক্ষণে,
এরূপ অস্থির মন, অনুগ্রহ বিতবণ
করিলেও ভয় হয় মনে।

৪০

নবীনদীনভাবস্য যাচমানস্য মানিনঃ।
বচো জীবিতয়োরাসীৎ পুরো নিঃসরণে রণঃ॥

নবীন দীনতাগ্রস্ত মাননীয় জন,
যাচ্ঞা করিতে হ'লে উদ্যত কখন.
বাক্যে ও জীবনে ঘটে ঘোরতর রণ,
এ দু'য়ের কে করিবে সর্ব্বাগ্রে গমন।

৪১

দুর্জ্জনদূষিতমনসঃ সুজনেষ্বপি কোঽপি নাস্তি বিশ্বাসঃ।
বালঃ পায়সদগ্ধো দধ্যপি ফুৎকৃত্য ভুঞ্জীত॥

দুর্জ্জনের দ্বারা যারা প্রতা[illegible],
সুজনের প্রতি আর [illegible];
রসনা হইলে দগ্ধ [illegible],
ফুৎকারিয়া খায় শিশু দ[illegible]সে।

৪২

স্বভাবো যাদৃশো যস্য ন জহাতি কদাচন।
অঙ্গারঃ শতধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি॥

কথন না ত্যজে কেহ যে স্বভাব যার,
শত ধৌতে মলিনত্ব না ছাড়ে অঙ্গার।

৪৩

অগাধ জল সঞ্চারী বিকারী ন চ রোহিতঃ।
গণ্ডুষ জলমাত্রেণ শফরিঃ ফর্ফরায়তে॥

রোহিত রহিত দর্প সুগভীর নীরে,
গণ্ডুষ প্রমাণ জলে পুঁটী নৃত্য করে!

৪৪

উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে দরিদ্রাণাং মনোরথাঃ।
বালবৈধব্যদগ্ধানাং কুলস্ত্রীণাং কুচাবিব॥

দরিদ্রের মনোরথ হৃদয়ে উঠিয়ে,
অচিরে হৃদয় মাঝে যায় লীন হয়ে;
যেমন বৈধব্য দগ্ধ কুলবালাস্তন,
হৃদয়ে উঠিয়ে হয় হৃদয়ে মিলন।

৪৫

বিদ্যাবিবাদায় ধনং মদায়,
শক্তিঃপরেষাং পরিপীড়নায়।
খলস্যসাধোর্বিপরীত মেতৎ,
জ্ঞানায় দানায় চ রক্ষণায়॥

খলের হইলে বিদ্যা করয়ে বিবাদ,
ধন হলে মত্ত হয়ে সাধে পরমাদ,

শক্তি হ'লে পরের পীড়নে কাটেকাল,
ধন, বিদ্যা, শক্তি সব অনর্থের জাল!
কিন্তু যদি সাধুর এ সমুদয় হয়,
জ্ঞানে, দানে, রক্ষণেতে করে সব ব্যয়,—
বিদ্যায় লভয়ে জ্ঞান, দান করে ধন,
স্বশক্তিতে বিপন্নেরে করেয়ে রক্ষণ।

৪৬

বরং রাম-শরংসহ্যং ন চ বৈভীষণং বচঃ।
অসহ্যং জ্ঞাতি দুর্ব্বাক্যং মেঘান্তরিতরৌদ্রবৎ॥

বরঞ্চ সহিতে পারি শ্রীরামের শর,
বিভীষণ বাক্য সহা বড়ই দুষ্কর,
মেঘ অন্তরিত রৌদ্র প্রখর যেমন,
জ্ঞাতির দুর্ব্বাক্য সহ্য কঠিন তেমন!

৪৭

উদয়তি যদি ভানুঃ পশ্চিমে দিগ্বিভাগে
প্রচলিতো যদি মেরুঃ শীততাং যাতি বহ্নিঃ।
বিকসিতো যদি পদ্মঃ পর্ব্বতানাং শিখাগ্রে
ন চলতি খলুবাক্যং সজ্জনানাং কদাপি॥

পশ্চিমে যদ্যপি হয় ভানুর উদয়,
সুমেরু পর্ব্বত যদি বিচলিত হয়,
শীতলতা পায় যদি কখন অনল,
শিখরি-শিখরে যদি বিকাসে কমল,
তথাপিও এই কথা জানিবে নিশ্চয়,
সজ্জনের বাক্য কভু অন্যথা না হয়।

৪৮

নিরক্ষরেবীক্ষ্য মহাধনিত্বং
বিদ্যানবদ্যা কৃতিভির্নত্যজ্যা।
রত্নাদিযুক্তাং কুলটাং সমীক্ষ্য
কিমার্য্যনার্য্যঃ কুলটাভবন্তি॥

মূর্খের হেরিয়া ধন, জ্ঞানবান নবগণ,
বিদ্যা না করিবে পরিহার,
রত্নযুতা বেশ্যা হেরি, কথন কি আর্য্যনারী,
বেশ্যাবৃত্তি করে অঙ্গীকার!

৪৯

ন শোভতে রাজ সভাং বিনা গুণী
তমন্তরে বাপি ন শোভতে চ সা।
যথা শশাঙ্কেন বিনা নিশিথিনী
নিশিথিনীঞ্চাপি বিনা নিশাকরঃ॥

রাজ সভা ভিন্ন গুণী নাহি পায় শোভা,
গুণী ভিন্ন পুনঃ নাহি শোভে রাজসভা;
শশাঙ্ক-বিহীনা-নিশি শোভা নাহি হয়,
নিশি ভিন্ন শশাঙ্কের শোভা কোথা রয়?

৫০

তেতে সৎপুরুষাঃ পরার্থঘটকাঃ স্বার্থস্যবাধেন যে
মধ্যস্থাঃ পরকীয়-কার্য্যকুশলাঃ স্বার্থাবিরোধেন যে।
তেঽমী মানুষরাক্ষসাঃ পরহিতং যৈঃ স্বার্থতোহন্যতে
যে তদ্‌ঘ্নন্তি নিরর্থকং পরহিতং তে কে নজানীমহে॥

স্বীয় স্বার্থ নাশি, করে পরে উপকৃত
ভূমণ্ডলে সাধু নামে তাঁরা পরিচিত।
স্বার্থ রক্ষি পর কার্য্যে হন তৎপর,
মধ্যম বলিয়া তাঁরা খ্যাত নিরন্তর।
নিজ স্বার্থ হেতু করে পর অপকার,
মানুষ-রাক্ষস তারা, জগতে প্রচার।
নিরর্থক যায় মন পরের পীড়নে,
নাহি সাধ্য পরিচয় দিতে হেন জনে

৫১

চিতাচিন্তাদ্বয়োর্মধ্যে চিন্তানামগরীয়সী।
চিতাদহতিনির্জ্জীবং চিন্তা প্রাণসমং বপুঃ।

চিতা আর চিন্তা মধ্যে চিন্তাই প্রধান,
চিতা মৃতদহে, চিন্তা দহে দেহ প্রাণ।

৫২

ৰগুনো নির্গুণোবাপি সহায়ো বলবত্তরঃ,
তুষেণাপি পরিভ্রষ্ট স্তণ্ডুলোনাঙ্কুরায়তে॥

গুণবান্ হ'ক্ কিম্বা হ'ক্ গুণহীন,
সহায় থাকিলে বল ধরয়ে প্রবীণ;
তণ্ডুল তুষের সঙ্গে যুক্ত না থাকিলে,
অঙ্কুর উদ্গম নাহি হয় কোন কালে।

৫৩

বলী বলং বেত্তি ন বেত্তি দুর্ব্বলঃ
গুণী গুণং বেত্তি ন বেত্তি নির্গুণঃ।
করীমৃগেন্দ্রস্য বলং ন মূষিকঃ,
পিকোবসন্তস্য গুণং ন বায়সঃ॥

বলবান জানে মাত্র বলবান-বল,
সে বলের মর্ম্ম কিছু বুঝে না দুর্ব্বল।
গুণী যে, গুণীর গুণ পারে বুঝিবারে,
নির্গুণ কখন তাহা বুঝিতে না পারে।
মাতঙ্গ বুঝিতে পারে মৃগেন্দ্রের বল,
বুঝিতে না পারে তাহা মূষিক দুর্ব্বল।
বসন্ত ঋতুর গুণ জানে পিকবর,
বুঝিতে অক্ষম তাহা বায়সনিকর।

৫৪

অদ্যাপি নোজঝতি হরঃ কিল কালকূটং
কূর্ম্মো বিভর্ত্তি ধরণীং খলু পৃষ্ঠকেন।
অম্ভোনিধির্ব্বহতি দুঃসহবাড়বাগ্নিং
অঙ্গীকৃতং সুকৃতিনঃ পরিপালয়ন্তি॥

অদ্যাপিও নীলকণ্ঠ কণ্ঠে হলাহল,
কূর্ম্ম রেখেছেন পৃষ্ঠে অবনীমণ্ডল,
অম্বুনিধি বাড়বাগ্নি করেন বহন.
প্রতিজ্ঞা রক্ষণে সাধু বিমুখ না হন।

৫৫

বনানি দহতো বহ্নেঃ সখা ভবতি মারুতঃ
সএব দীপনাশায় ক্ষীণে কস্যাস্তি গৌরবং।

যখন দহয়ে বন, দাবদাহে হুতাশন,
সমীরণ সখা তার হয়;
সে সমীর দীপনাশে. শত্রুরীতি পরকাশে,
ক্ষীণের গৌরব কোথা রয়!

৫৬

নূনং নীচজনৈঃসঙ্গো হানয়ে স্বরসেবিতা,
দাসযোগেন সা কালী দৃশ্যতে হ্রস্বতাং গতা॥

নীচ সঙ্গে হ্রস্বতা ঘটায় অনিবার,
দাস শব্দযোগে কালী হ্রস্ব যে প্রকার। *

৫৭

লঘুসঙ্গেন রাজেন্দ্র লঘুতামেতি নিশ্চিতং
যথাতুম্বীফলালম্বী লোহোঽপি প্লবতে জলে॥

হে রাজেন্দ্র! লঘুসঙ্গে করিলে বসতি,
নিশ্চয় লোকের ঘটে থাকে অবনতি।
গুরুভার-লৌহযুক্ত হ'লে তুম্বীফলে,
অনায়াসে সেই লৌহ ভেসে থাকে জলে।

---

* অর্থাৎ কালিদাস।

৫৮

মাতাপ্যেকা পিতাপ্যেকো মমতস্য চ পক্ষিণঃ।
অহং মুনিভিরানীতঃ স চানীতো গবাশনৈঃ ॥ ১ ॥
অহং মুনীনাং বচনং শৃণোমি
গবাশনানাং বচনং শৃণোতি সঃ।
নতস্য দোষো ন চ মে গুণোবা,
সংসর্গজা দোষা গুণাভবন্তি ॥ ২ ॥*

শুনহে ব্রাহ্মণধীর! মম আর সে পক্ষীর
ছিল বটে এক মাতা পিতা,
মুনিরা এনেছে মোরে, চণ্ডালে নিয়াছে তারে,
শুনি দোহে দুইরূপ কথা।

---

* এইরূপ কথিত আছে:—গোদাবরীতীরস্থ শাল্মলীতরু-কোটর হইতে ভূপতিত দুইটী শুকশাবকের একটী চণ্ডাল কর্ত্তৃক নীত হইয়া প্রতিপালিত হয় এবং অন্য শাবকটী কোন মুনিকর্ত্তৃক নীত হইয়া যত্নে রক্ষিত হয়। একদা কোন ব্রাহ্মণ গোদাবরীতীরে ভ্রমণ করিতে করিতে, ক্ষুৎ-পিপাসায় নিতান্ত কাতর হইয়া পূর্ব্বোক্ত চণ্ডালের বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করিবার জন্য উপস্থিত হইলেন। তদ্দর্শনে শুকশাবক নিরতিশয় ক্রোধপরবশ হইয়া বলিতে লাগিল, "কে আছ এখানে, শীঘ্র শীঘ্র এই পাষণ্ড ব্রাহ্মণকে দূর করিয়া দাও"। শুকশাবকের এবংবিধ উক্তি শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণ ভাবিলেন, সামান্য প্রাণী শুকই যখন এরূপ দুর্ব্বাক্য বলিতে পারিয়াছে, জানি না কর্ত্তা আসিলে আমার কি দশা ঘটিবে; অতএব এস্থান হইতে অন্যত্র যাওয়াই ভাল। ব্রাহ্মণ স্থানান্তরে আতিথ্যগ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া, কিয়ৎক্ষণ পরে এক মুনির আশ্রমে উপস্থিত হইলেন, এবং সেখানেও পিঞ্জরাভ্যন্তরে একটী শুকশিশু দেখিতে পাইলেন। শুকশাবক ব্রাহ্মণকে দেখিতে পাইয়া, অতি সজ্জনের ন্যায় বলিতে লাগিল, "কে আছ এখানে, সত্বর অভ্যাগত অতিথিকে পাদ্য অর্ঘ্য দাও এবং সেবায় রত হও।" ব্রাহ্মণ শুকশিশুর এইরূপ সজ্জনোচিত সম্ভাষণ শ্রবণ করিয়া, পূর্ব্বোক্ত শুকের বিবরণ উল্লেখপূর্ব্বক কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। শুকশাবকের উত্তর শ্লোক পাঠে জ্ঞাতব্য।

আমি শুনি মুনি বাক্য, সে শুনে চণ্ডাল বাক্য,
বিচার করিলে এ সকল
তারো কোন দোষ নাই, আমাতে না গুণ পাই,
দোষগুণ সংসর্গের ফল।

৫৯

আজগাম যদা লক্ষ্মীর্নারিকেলফলাম্বুবৎ।
নির্জগাম যদা লক্ষ্মীর্গজভুক্ত কপিত্থবৎ॥

নারিকেলে হয় যথা জলের সঞ্চার,
তথা লক্ষ্মী আগমন, অদৃশ্য সবার;
কিন্তু লক্ষ্মী গমন করিবে যে সময়,
গজ ভুক্ত কপিত্থের তুল্য বোধ হয়।

৬০

অজরামরবৎ প্রাজ্ঞো, বিদ্যামর্থঞ্চচিন্তয়েৎ।
গৃহীতইবকেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেৎ॥

অজর অমর আমি করি এই জ্ঞান,
বিদ্যা আর অর্থ চিন্তিবেক মতিমান,
মৃত্যু আসি কেশে মোর করেছে ধারণ,
এরূপ ভাবিয়া ধর্ম্ম করিবে অর্জ্জন।

৬১

পাতোদুস্তরবারিরাশিতরণে দীপোঽন্ধকারাগমে
নির্ব্বাতে ব্যজনং মদান্ধকরিণাং দর্পোপশান্ত্যৈ সৃণিঃ।
ত্থং তদ্ভুবি নাস্তি যস্য বিধিনানোপায়চিন্তা কৃতা
মন্যে দুর্জ্জন চিত্তবৃত্তি হরণে ধাতাপি ভগ্নোদ্যমঃ॥

প

মহাপারাবার, হইবারে পার,
হয়েছে অর্ণবযান ;
নাশি অন্ধকার, আলোর প্রচার—
করে দীপ দীপ্তিমান ;
বাতশূন্য স্থানে, বায়ু সঞ্চালনে,
তাল বৃন্ত বিনির্ম্মিত ;
মদমত্ত করী, তার দর্পহারী
হয় অঙ্কুশ নিশ্চিত ;
নাহি হেন, যার নাহি প্রতিকার,
কিন্তু দুর্জ্জনের মন—
করিতে দমন, বিধাতাও হন,
ভগ্নোদ্যম অনুক্ষণ।

৬২

পরৈর্গতো যঃ শিরসা বিধার্য্যতে
সমাগতে সদ্মনি যাতি নম্রতাং।
গুণৈঃ পরেষাং দ্বিগুণত্বমীহতে
রেফেণ তুল্যা প্রকৃতির্মহাত্মনাং॥

পর গৃহে গেলে যে মস্তকে স্থান পায়,
স্বগৃহে অতিথি এলে নিম্নে তার যায়,
দ্বিগুণ বাড়ায় তারে যার সঙ্গ করে,
রেফ তুল্য মহতের প্রকৃতি সংসার।

৬৩

অল্পানামপি বস্তূনাং সংহতিঃ কার্য্যসাধিকা।
তৃণৈর্গুণত্বমাপন্নৈর্বধ্যন্তে মত্তদন্তিনঃ॥

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুও একত্র যদি হয়,
একতার বলে কার্য্য সাধে অতিশয়,
একত্রিত-তৃণরাশি রজ্জু পাকাইয়া,
মত্ত মাতঙ্গেরে বদ্ধ করে তাহা দিয়া।

৬৪

নাকালে ম্রিয়তে কশ্চিৎ বিদ্ধঃশতশরৈরপি।
ছিন্ন-কুশাগ্র-মাত্রেণ প্রাপ্তে কালে ন জীবতি॥

শত শত শরবিদ্ধ হইলে কখন
অকালেতে কোন জন না ত্যজে জীবন ;
কাল প্রাপ্ত হলে পরে, কুশাগ্রের ঘায়,
জীবন ত্যজিয়া নর যমালয়ে যায়।

৬৫

চলচ্চিত্তং চলদ্বিত্তং চলজ্জীবনযৌবনং
চলাচলমিদং সর্ব্বং কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি॥

সুচঞ্চল চিত্ত বিত্ত জীবন যৌবন,
পৃথিবীতে স্থির কিছু না থাকে কখন,
এক মাত্র কীর্ত্তি চিহ্ন বিদ্যমান থাকে,
কীর্ত্তি যাঁর আছে সেই জীবিত এলোকে।

৬৬

সাধ্বীস্ত্রীণাং দয়িত বিরহে মানিনাং মানভঙ্গে,
সল্লোকানামপি জনরবে নিগ্রহে পণ্ডিতানাং।
অন্যোদ্রেকে কুটিল মনসো নির্গুণানাং বিদেশে
ভৃত্যাভাবে ভবতি মরণং কিন্তু সম্ভাবিতানাং॥

স্বামীর বিরহে ঘটে সতীর মরণ,
মান ভঙ্গে মৃত্যু বোধ করে মানী জন,
মিথ্যা জনরবে মৃত্যু সাধুজন পায়.
অনাদরে পণ্ডিতের মৃত্যু যেন হয়,
অন্যের শ্রীবৃদ্ধি হেরি কুটিলের নাশ,
বিদেশেতে নির্গুণের জীবন বিনাশ,
কিন্তু যদি ধনী লোক ভৃত্যহীন হন,
সে সময়ে যেন তার নিশ্চয় মরণ।

৬৭

আপদর্থে ধনং রক্ষেৎ, শ্রীমতঃ কথমাপদঃ।
কদাচিৎ কুপ্যতে লক্ষ্মীঃ, সঞ্চিদ্ধন বিনশ্যতি ॥*

আপদের জন্য ধন করিবে রক্ষণ,
শ্রীমন্ত জনের বিঘ্ন হবে কি কারণ ?
কদাচিৎ যদি লক্ষ্মী করে থাকে কোপ ?
সঞ্চিত অর্থের তবে হইবেক লোপ !

৬৮

উচ্চৈরেষ তরুঃ ফলঞ্চ বিপুলং দৃষ্ট্বৈব হৃষ্টঃ শুকঃ
পক্কং শালিবনং বিহায় জড়ধীস্তন্নারিকেলং গতঃ।
গত্বা তত্র বুভুক্ষিতেন মনসা যত্নঃ কৃতো ভেদনে
আশা তত্র নকেবলং বিগলিতা চঞ্চুর্গতা চূর্ণতাং ॥

অতি উচ্চ এই তরু, ফলগুলি অতি গুরু
দেখি শুক আনন্দিত মন,
সুপক্ক শালির বন, ত্যাগ করি সেই ক্ষণ
নারিকেলে হইল পতন।

* কোন ব্যয়শীল রাজার সঙ্গে মন্ত্রীর অর্থ সম্বন্ধে আলাপ।

ক্ষুধায় কাতর অতি, হয়ে সেই মূঢ়মতি
ভেদিবারে যতন করিল,
অতি উচ্চ অভিলাষ, সকলি হইল নাশ,
অতি লোভে চঞ্চু চূর্ণ হল।

৬৯

স্বদেশজাতস্য জনস্য লোকে, গুণাধিকস্যাপি ভবেদবজ্ঞা
গেহাঙ্গনা যদ্যপি চারুরূপা, তথাপি পুংসাং পরদার বার্ত্তা।

স্বদেশের লোক যদি হন গুণবান,
সম্মান না করে, বরং করে হেয়জ্ঞান।
যদি নিজ গৃহে থাকে সুন্দরী ললনা,
তথাপিও পরদারে লোকের বাসনা।

৭০

দগ্ধং দগ্ধং ত্যজতি ন পুনঃ কাঞ্চনং কান্তবর্ণং,
ঘৃষ্টং ঘৃষ্টং ত্যজতি ন পুনশ্চন্দনং চারুগন্ধং।
খণ্ডং খণ্ডং ত্যজতি ন পুনঃ স্বাদুতামিক্ষুদণ্ডং,
প্রণান্তেঽপি-প্রকৃতি বিকৃতি র্জায়তে নোত্তমানাং।

পুনঃ পুনঃ দগ্ধীভূত হইলে সুবর্ণ—
স্বীয় কান্তবর্ণ ত্যজি না হয় বিবর্ণ,
চন্দনের চারু গন্ধ না যায় ঘর্ষণে,
মিষ্ট রস ইক্ষুদণ্ড না ছাড়ে খণ্ডনে,
জীবনান্তে এইরূপ সাধুর প্রকৃতি—
নিশ্চয় জানিবে কভু না ঘটে বিকৃতি।

৭১

উদ্যোগিনং পুরুষ সিংহ মুপৈতি লক্ষ্মীঃ
দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি।
দৈবং নিহত্য কুরু পৌরুষমাত্মশক্ত্যা
যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোহত্র দোষঃ॥

উদ্যোগী পুরুষ সিংহে, শ্রী আশ্রয় করে,
দৈবে দেয় এই কথা কাপুরুষ তরে।
দৈব ত্যজি স্বশক্তিতে পৌরুষ আচর,
যত্নেও না সিদ্ধ হলে সে দোষ কাহার ?

৭২ ২৩৭৬৩.

বরং পণ্ডিত-শত্রুণা ন চ মূর্খেন মিত্রতা
বানরেণ হতো রাজা বিপ্রশ্চোরেণ রক্ষিতঃ॥*

বরঞ্চ পণ্ডিত সহ শোভয়ে শত্রুতা,
মূর্খ সহ তবু শোভা না পায় মিত্রতা,
বানর হরিতেছিল ভূপতির প্রাণ,
ব্রাহ্মণ তস্কর হাতে পান পরিত্রাণ।

---

* কথিত আছে পূর্ব্বকালে কোন রাজার একটী পোষা বানর ছিল। রাজা স্নেহবশতঃ পশুটীকে সর্ব্বদা নিকটে রাখিতেন এবং উহার প্রতি করুণ ব্যবহার করিতেন। বানরও রাজার যথেষ্ট শুশ্রূষা করিত। একদা রাজা শয়নাগারে নিদ্রিত আছেন, বানরটী তাঁহার নিকটে থাকিয়া ব্যজন করিতেছে, এমন সময়ে একটী মক্ষিকা (মাছি) রাজার বক্ষঃস্থলে পতিত হইল। বানর তৎক্ষণাৎ তাহাকে তাড়াইয়া দিল। মাছি এইরূপ ২।৩ বার তাড়িত হইয়াও পুনরায় রাজার বক্ষে পতিত হইল। বানর তখন ক্রোধে অধীর হইয়া সুতীক্ষ্ণ অসি উত্তোলনপূর্ব্বক, রাজার বক্ষঃস্থ মাছিটীকে হত্যা করিতে উদ্যত হইল। একটি বিপ্রচোর চুরি করার উদ্দেশ্যে ঐ সময়ে রাজার শয়ন মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং বানরের নির্বুদ্ধিতাবশতঃ রাজার প্রাণনাশ হইতেছে দেখিয়া, (বিপ্রচোর) বানরকে সহসা হত্যা করিয়া, রাজার প্রাণ রক্ষা করিলেন; এবং শয়নকক্ষের দেয়ালে উল্লিখিত শ্লোকটী লিখিয়া রাখিয়া তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিলেন।

৭৩।

অতি সঞ্চয় সঞ্চয় পামরতা
ন দাতা ন খাতা নৈব হোতা।
কৃপণস্য ধনস্য বিচিত্র কথা
পর কারণে বর্দ্ধতে কন্যা যথা॥

পাপিষ্ঠের মত সদা করয়ে সঞ্চয়,
দান, হোম, ভক্ষণেতে নাহি কিছু ব্যয়,
কৃপণের ধনের বিচিত্র কত কথা,
পরদান হেতু তনয়ার বৃদ্ধি যথা।

৭৪।

আত্মানং পবিবঞ্চ্য যাচককুলং কুর্ব্বন্তি যে সঞ্চয়ং
তেষাং পাপজুষাং তদেব হি ধনং ভোগায় নো জায়তে।
নিত্যং সঞ্চয়তে মধূনি সরঘোদত্বানলং তন্মুখে
নীত্বা দেবপিতৄন্ সদা সুকৃতিনঃ সন্তোষয়ন্তি ধ্রুবং॥

আত্মা ও যাচকে বঞ্চি যে করে সঞ্চয়,
সেই ধন কভু তার ভোগ্য নাহি হয়;
যথা মধু আহরিয়া মধুকরগণ,
নিয়ত সঞ্চিয়া রাখে পরের কারণ;
কৃতিমান লোকে তাঁর মুখে অগ্নি দিয়া,
দেব পিতৃগণ তৃপ্তি করে তাহা দিয়া।

৭৫।

কিং জন্মনা জগতি পৈত্রগুণেন কিংবা
শক্ত্যা হি যাতি পরয়া পুরুষঃ প্রতিষ্ঠাম্।
কুম্ভো হি কূপমপি শোষয়িতুং ন শক্তঃ
কুম্ভোদ্ভবেন মুনিনাম্বুধিরেব পীতঃ॥

জন্ম কিম্বা পিতৃগুণে কি করিতে পারে,
শক্তি বলে প্রতিষ্ঠা লভয়ে এসংসারে।
কূপ শোষণেও কুম্ভ শক্তি নাহি ধরে,
কিন্তু কুম্ভযোনি* পান করে রত্নাকরে।

৭৬।

ভিনত্তি নিত্যং করিরাজকুম্ভং
বিভর্ত্তি বেগং পবনাতিরেকং।
করোতি বাসং গিরি গহ্বরেষু
তথাপি সিংহঃ পশুরেব নান্যঃ॥†

করিরাজকুম্ভ যেই করে বিদারণ,
পবন হইতে দ্রুত যাহার গমন,
পর্ব্বত গহ্বরে বাস করে অনিবার,
তবু সিংহ পশু ভিন্ন নহে কিছু আর।

---

* কুম্ভযোনি ঋষি অগস্ত্য কুম্ভ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। বিশেষ বিবরণ মহাভারত ও কাশীখণ্ড প্রভৃতি গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

† তৃতীয় চরণের শেষভাগে "গিরি গহ্বরেষু" স্থানে বটতলায় মুদ্রিত কোন পুস্তকে "গিরিরাজশৃঙ্গে" পাঠ দৃষ্ট হইল।

৭৭।

বরমসিধারা তরুতলে বাসঃ
বরং মে ভিক্ষা বরমুপবাসঃ।
বরং মে ঘোরে নরকে মরণং
ন চ ধন গর্ব্বিত বান্ধব শরণং ॥

বরং অসিধারা তরুতলে হবে বাস,
বরঞ্চ করিব ভিক্ষা কিম্বা উপবাস,
বরঞ্চ ঘোর নরকে ত্যজিব জীবন,
ধনমত্ত বান্ধবের না লব শরণ।

৭৮।

দধি মধুরং মধু মধুরং, মধুরা দ্রাক্ষাপি কিন্তু রুচিভেদাৎ।
তস্য তদেবহি মধুরং, যস্য মনো যত্র দৃঢ়লগ্নং ॥

কেহ বলে দধি মধু, কেহ বলে মধু,
কেহ বলে তদপেক্ষা দ্রাক্ষা অতি মধু;
রুচিভেদে এইরূপ কহে সর্ব্বজন,
সেই মধু, দৃঢ়লগ্ন যাহে যার মন।

৭৯

বিদ্যানাম নরস্য রূপমধিকং প্রচ্ছন্ন গুপ্তং ধনং
বিদ্যাভোগকরী যশঃ সুখকরী বিদ্যা গুরূণাং গুরুঃ।
বিদ্যাবন্ধুজনো বিদেশগমনে বিদ্যা পরং দৈবতং
বিদ্যারাজসু পূজ্যতে নহি ধনং বিদ্যাবিহীনঃ পশুঃ ॥

বিদ্যায় বাড়ায় মান বিদ্যারূপপ্রদ,
বিদ্যা লুকাইত ধন বিদ্যাই ভোগদ,

বিদ্যা যশসুখ দান করে নিরন্তর,
বিদ্যাই গুরুর গুরু খ্যাত চরাচর,
বিদেশ গমনে বিদ্যা, বন্ধুজন হয়,
বিদ্যাই প্রধান দৈব জেন সুনিশ্চয়,
রাজার নিকটে বিদ্যা মান্য দান করে,
বিদ্যাহীন পশুবলি গণ্য এসংসারে,
অবনীমণ্ডল মাঝে আছে যতধন,
সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে জেন বিধ্যাধন।

৮০

নাকৃতি গুরুতা গুরুতা বিক্রম গুরুতা গরীয়সী পুংসাং।
গিরিপরিমাণং করিণং কৃশকশরীরকেশরী হন্তি॥

আকৃতি-গুরুত্বে নর কভু শ্রেষ্ঠ নয়,
বিক্রম-গুরুত্বে শ্রেষ্ঠ জানিবে নিশ্চয়,
পর্ব্বতপ্রমাণ দেহ ধরে করীবর;
কৃশ-দেহ সিংহ তারে নাশে নিরন্তর।

৮১

একো দেবঃ কেশবো বা শিবোবা
একো বাসঃ পত্তনে বা বনে বা।
একমিত্রং ভূপতির্বা যতির্ব্বা
একাভার্য্যা সুন্দরী বা দরী বা॥

এক দেব পূজা কর কেশবে বা হরে,
এক স্থানে বাস কর বনে বা নগরে,
এক মিত্র হ'ক তব ভূপতি বা যতি,
এক ভার্য্যা কুৎসিতা বা হ'ক রূপবতী।

৮২

অনন্ত শাস্ত্রং বহুবেদিতব্যং
স্বল্পশ্চ কালো বহবশ্চ বিঘ্নাঃ।
যৎ সারভূতং তদুপাসিতব্যং
হংসো যথা ক্ষীর মিবাম্বু মিশ্রং ॥

অনন্ত শাস্ত্রের পার কভু নাহি পায়,
স্বল্প আয়ু বহু বিঘ্ন রয়েছে তাহার,
যাহা সার তাহা মাত্র করিবে গ্রহণ,
হংস যথা দুগ্ধ খায় ত্যজিয়া জীবন।

৮৩

গুণৈঃ প্রযুক্তা পরমর্ম্মভেদিনঃ
শরা ইবাবংশভবা ভবন্তি হি।
তথাবিধায়েতু বিশুদ্ধ বংশজা
ব্রজন্তি চাপাইব তেঽপি নম্রতাং ॥

পরমর্ম্ম ভেদকারী গুণযুক্ত হলে,
অবংশনির্ম্মিত শরসম হয় ফলে ;
কিন্তু যারা বিশুদ্ধ বংশেতে জন্ম ধরে,
ধনু সম নম্র হয়ে পড়ে গুণভরে।

৮৪

অল্প কিঞ্চিৎ পদং প্রাপ্য নীচোঽপি বহুমন্যতে।
কচ্চি পত্রতলে ভেকো মন্যতে ছত্রধারিণম্ ॥

অল্প কিছু পদ পেলে, নীচলোক ধরাতলে,
মনে মনে বহু জ্ঞান করে ;
কচু পত্রতলে বসি, যথা ভেক দিবানিশি,
রাজা বলি ভাবে আপনারে !

৫

৮৫

শক্যোবারয়িতুং জলেন হুতভুক্ ছত্রেণ বর্ষাতপৌ
নাগেন্দ্রং নিশিতাঙ্কুশেন চপলৌ দণ্ডেন গোগর্দ্দভৌ
ব্যাধির্ভৈষজ সংগ্রহৈশ্চ বিবিধৈর্মন্ত্রপ্রয়োগৈর্ব্বিষং
সর্ব্বস্যৌষধমস্তি শাস্ত্রবিহিতং মূর্খস্য নাস্ত্যৌষধম্॥

জলে নির্ব্বাপণ করা যায় হুতাশন,
রৌদ্র বৃষ্টি ছত্রযোগে হয় নিবারণ,
তীক্ষ্ণ অঙ্কুশেতে শান্ত করে নাগবরে,
দণ্ডাঘাতে শান্ত করে গরু গর্দ্দভেরে,
বিবিধ ঔষধে শান্তি করয়ে ব্যাধিরে,
মন্ত্রবলে নিরন্তর বিষ নষ্ট করে,
শাস্ত্রমত ঔষধ আছয়ে সবাকার,
মূর্খের ঔষধ নাহি জানিলাম সার।

৮৬

দিব্য চূতরসং পীত্বা ন গর্ব্বং যাতি কোকিলঃ।
পীত্বা কর্দ্দমপানীয়ং ভেকো মক্মকায়তে॥

দিব্য চূতরস পান করি পিকগণ,
অহঙ্কারে মত্তভাব না ধরে কখন,
নিরন্তর পান করি কর্দ্দমাক্ত জল,
গর্ব্বে মক্ মক্ করে দর্দ্দুর সকল।

---

* এই শ্লোকের প্রথম চরণের শেষভাগে "বর্ষাতপৌ" স্থলে "সূর্য্যাতপৌ এবং তৃতীয় চরণ স্থলে "ব্যাধির্বৈদক ভেষজৈরণুদিনং মন্ত্রপ্রভাবাদ্ বিষম্ এই রূপ পাঠান্তর শুনিতে পাওয়া যায়।

৮৭

ভদ্রং কৃতং কৃতং মৌনং কোকিলৈর্জলদাগমে।
দর্দ্দুরা যত্র বক্তার স্তত্র মৌনং হি শোভনং॥

ঐ দেখ বর্ষা কাল সমাগত হয়েছে,
পিককুল এসময়ে মৌনভাব ধরেছে,
মৌনভাব এসময়ে বড় শোভা পেয়েছে,
যে হেতু দর্দ্দুরকুল বক্তা হয়ে বসেছে!

৮৮

মণির্লুণ্ঠিতো পাদেন কাচঃ শিরসি ধার্য্যতে।
যথৈবাস্তু তথৈবাস্তু কাচঃ কাচো মণির্মণি॥

পদতলে বিলুণ্ঠিত কর যদি মণি,
আদরে মস্তকে যদি রাখ কাচখানি,
তথাপি সমতা প্রাপ্ত নহে কাচ মণি,
যে কাচ সে কাচ, আর যে মণি সে মণি

৮৯

অপমানং পুরস্কৃত্য মানং কৃত্বা চ পৃষ্ঠকে।
স্বকার্য্যমুদ্ধরেৎ প্রাজ্ঞঃ কার্য্যধ্বংসে চ মূর্খতা॥

সময়েতে ত্যাগ করি স্বীয় অভিমান,
মনে মনে শ্রেষ্ঠ মানি শত অপমান,
স্বকার্য্য সাধন করা, বিজ্ঞের বিজ্ঞতা,
কার্য্যনাশে প্রকাশিত কেবল মূর্খতা।

কৃতস্য করণং নাস্তি, মৃতস্য মরণং যথা।
গতস্য শোচনা নাস্তি ইতি বেদবিদাম্মতং ॥

কৃতের করণ নাস্তি, মৃতের মরণ,
গতের শোচনা নাস্তি, পণ্ডিত বচন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

——:০:০:——

১

দেব্যাঃ কেশচয়ো নিরীক্ষ্য পতিতান্ দেবান্ মুনীন্ পাদয়োঃ
সর্ব্বারাধ্যতয়া চ তত্র পরমোৎকর্ষং বিদিত্বাপতৎ।
তৎকালীচরণং গতস্য শরণৎ নোবন্ধনং সম্ভবে-
দিত্যাবেদয়িতুং ববন্ধ ন চ তং তম্মুক্তকেশী বভৌ॥

দেবতা মহর্ষিগণ, নিপতিত অনুক্ষণ,
নিরখিয়া দেবী পদতলে,
সর্ব্বারাধ্য মোক্ষধাম, ভাবিয়া কুন্তলদাম,
পড়িল সে চরণকমলে।
কালীর চরণতলে, একান্ত শরণ নিলে,
বন্ধন না সম্ভবে কাহার,
ইহা বুঝাবার তরে, দেবী না বাঁধে চিকুরে,
মুক্ত কেশ সে হেতু উমার।

২

গন্ধাঢ্যাসৌ ভুবন বিদিতা কেতকী স্বর্ণবর্ণা,
পদ্মভ্রান্ত্যা রসিকমধুপঃ পুষ্পমধ্যে পপাত।
অন্ধীভূতঃ কুসুমরজসা কণ্টকৈশ্ছিন্ন পক্ষঃ
স্থাতুং গন্তুং দ্বয়মপি চ সখে নৈব শক্তো দ্বিরেফঃ॥

স্বর্ণবর্ণা ভুবন বিদিতা কেতকীরে,
গন্ধে আমোদিত ভৃঙ্গ হেরি ধীরে ধীরে,

পদ্মভ্রমে তদুপরি হইয়া পতন,
পুষ্প রেণুকায় হ'ল অন্ধ দুনয়ন,
ছিন্ন পক্ষ হ'ল তার কণ্টকের ঘাতে,
থাকিতে বা যাইতে না পারে কোন মতে।

৩

গন্ধাঢ্যাং নবমল্লিকাং মধুকর স্ত্যক্ত্বা গতো যূথিকাং
দৈবাত্তাঞ্চ বিহায় চম্পকবনং পশ্চাৎ সরোজং গতঃ।
বদ্ধস্তত্র নিশাকরেণ বিধিনা ক্রন্দত্যসৌ মূঢ়ধিঃ
সন্তোষেণ বিনা পরাভবপদং প্রাপ্নোতি মূঢ়োজন ॥

গন্ধে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নব মল্লিকা ত্যজিয়া;
যূথিকাতে পড়ে ভৃঙ্গ মধুর লাগিয়া,
দৈবে তারে ত্যজি, গেলা চম্পকের বনে,
সর্ব্বশেষে উপনীত কমল কাননে,
নিশাগমে নিশাকরে করি নিরীক্ষণ,
মুদিল কমলবন কমল নয়ন।
বদ্ধ হয়ে মধুকর করিছে ক্রন্দন,
অসন্তোষে পরাভব পায় মূঢ় জন!

৪

নীতং জন্ম নবীন নীরজবনে পীতং মধু স্বেচ্ছয়া,
মালত্যাঃকুসুমেষু যেন সততং কেলীকৃতা হেলয়া।
তেনেয়ং মধুগন্ধ লুব্ধ মনসা গুঞ্জালতা সেব্যতে,
হা ধিক্ দৈববশঃ সএব মধুপঃ কাং কাং দশাং নোগতঃ ॥

নবীন পঙ্কজ বনে জনম যাহার,
ইচ্ছা মত মধুপানে করয়ে বিহার,

হেলায় যে খেলে সদা মালতীরফুলে,
মধু গন্ধে সে মধুপ সেবে গুঞ্জাফুলে।
হা ধিক্! দৈবের বশে দেখহ তাহার,
কি কি দশা ঘটনা না হয়েছিল আর!

৫

যেহমীতে মুকলোদ্গমাদনুদিনং ত্বামাশ্রিতাঃ ষট্‌পদা,
স্তে ভ্রাম্যন্তিফলাদ্‌বহির্হরহো দৃষ্টা ন সম্ভাষসে।
যে কীটা স্তব দৃকপথঞ্চ ন গতা স্তেত্বৎফলাভ্যন্তরে
ধিক্ ত্বাং চূততরো পরাপরপরিজ্ঞানে নাভিজ্ঞোভবান্॥

মুকুল উদ্‌গমাবধি, যে মধুপ নিরবধি,
তবাশ্রয়ে করিত বিহার,
এখন হইলে ফল, ভ্রমিছে সে অলিদল,
বাহিরে বাহিরে বার বার।
দেখিয়াও সম্ভাষণ, না করিছ কদাচন,
কিন্তু তুচ্ছ ভাব যে কীটেরে—
যে কীটে তুমি কখন, ভ্রমেতে ও দরশন—
নাহি কর, পশেছে অন্তরে!
অতএব ওহে চূত, ধিক! তব অদ্‌ভূত,
আচরণে ধিক্! শত বার,
কে আপন কে বা পর, না চিনিলে তরুবর,
তব সম অবিজ্ঞ কে আর!

৬

অলিরসৌ নলিনীবনবল্লভঃ
কুমুদিনীকুলকেলিষু লালসঃ।
বিধিবশাচ্চ বিদেশমুপাগতঃ
কুটজপুষ্প রসং বহুমন্যতে॥

নলিনী বনের প্রিয় ওই মধুকর,—
কুমুদিনীকুল কেলি-প্রিয় নিরন্তর,
বিধিবশে বিদেশেতে করিয়ে প্রয়াণ,
কুটজ কুসুমে এবে করে বহু জ্ঞান!

৭

দৃষ্ট্বাস্ফীতং ভবদলিরসৌ লেখ্যপদ্মং বিশালং
রম্যং রম্যং কিমিতি কিমিতি ব্যাহরন্ নিষ্পপাত।
নাসীৎ গন্ধং ন চ মধুকণা নাপি তৎ সৌকুমার্য্যং,
ঘূর্ণন্ মূর্দ্ধ্নি হ্যবনতমুখো ব্রীড়য়া নির্জ্জগাম।।

চিত্রিত বিশাল পদ্ম করি নিরীক্ষণ,
কি সুন্দর বলি অলি হইল পতন,
কিন্তু দেখে সে কুসুমে গন্ধ মাত্র নাই,
কোমলতা মধুকণা অভাব সবাই,
লজ্জায় বিনত মুখ হয়ে মধুকর
মস্তক ঘূর্ণিত করি পলায় সত্বর!

৮

পলাশকুসুমভ্রান্ত্যা শুকতুণ্ডে মধুব্রতঃ
পতত্যেষঃ শুকোঽপ্যেনং জম্বুভ্রান্ত্যা জিঘৎসতি॥

পলাশ কুসুম জ্ঞান করি মধুকর,
শুকপক্ষী মুখ মাঝে পাড়ল সত্বর,

পক্বজম্বুফল জ্ঞানে সেই শুকবরে,
আনন্দে করিল গ্রাস মুগ্ধ মধুকরে।

৯

রাত্রির্গমিষ্যতি ভবিষ্যতি সুপ্রভাতং
ভাস্বানুদিষ্যতি হসিষ্যতি পঙ্কজাতং।
ইত্থং বিচিন্তয়তি ক্রোশগতে দ্বিরেফে
আমূলতঃ কমলিনীং গজ উজ্জহার ॥*

নিশি গত হবে দিবা হবে পুনর্ব্বার,
উঠিবে তপন পদ্ম হাসিবে আবার ;—
এচিন্তা করিতে ক্রোশগামী মধুকর,
পদ্মিনীকে ছিন্নভিন্ন কৈলা করিবর।

১০

মাত্মানং কুরু ভৃঙ্গ খেদবিষয়ং মাক্ষেপনং চম্পকে
সর্ব্বদ্বারিকতা পরাভবকরী স্থানে ভবেৎ কুত্রচিৎ।
ফুল্লেন্দীবরমালতীকুরুবকাশোকেষু দৃষ্টা পুরা,
চেষ্টা তে মহতী পরস্য হৃদয়জ্ঞানং ফলং মাদৃশং ॥ †

হে ভৃঙ্গ! চম্পক যদি না আদরে,
তাহে তুমি ক্ষুণ্ণ হ'য়ো না অন্তরে,
যারা সর্ব্বদ্বারে নিয়তই যায়,
কোন স্থানে তারা পরাভব পায়;

* ২ হইতে ৯ সংখ্যক পর্য্যন্ত এই আটটী শ্লোককে ভৃঙ্গাষ্টক বলে। এবং মহাকবি কালিদাস বিরচিত বলিয়া, জন প্রবাদ প্রচলিত আছে।

† কোন নিরাশ ভ্রমরের প্রতি ভ্রমরীর উক্তি।

ফুল্ল ইন্দীবর অশোক মালতী,
ফুল্ল কুরুবক মল্লিকা প্রভৃতি,
এসকল পুষ্পে বিশেষ গৌরব,
আছে তব ভৃঙ্গ! জানে লোক সব,
অন্যত্র তোমারে কিরূপ আদরে,
হইয়াছি ব্যগ্র দেখিবার তরে,
কিন্তু এইকথা জেনেছি নিশ্চয়,
সকলে সর্ব্বত্র আদৃত না হয়।

১১

আস্তে বিধুঃ পরমনির্ব্বৃত এব মৌলৌ
শম্ভোরিতি ত্রিজগতীজন চিত্তবৃত্তিঃ।
অন্তর্নিগূঢ় নয়নানলচণ্ডদাহং
জানাতি কঃ স্বয়মৃতে বদ শীতরশ্মেঃ॥

চন্দ্রের আক্ষেপ।

চন্দ্রচূড়-চূড়ে সুখে করে বাস,
ত্রিলোকবাসীর ইহাই বিশ্বাস;
কিন্তু শিবনেত্র-সম্ভূত-দহন,
নিরন্তর চন্দ্রে করিছে দাহন,
বিধুভিন্ন এই মরম বেদনা—
ত্রিলোকের লোকে কিছুই বুঝে না!

১২

ভানুঃ শোষয়িতুং হ্যদেতি গগনে মজ্জীবনং জীবনং
তেনাভুন্নলিনং প্রসারিতদলং গোপ্তুং খরাংশোঃ করাৎ।
তৎক্লেশানপহর্ত্তুমস্তগমিতে ভানৌ সদা মুদ্রিতা
মিত্রে যা সখি মিত্রতা স্বয়মৃতে জানন্তি কেহন্যে জনাঃ ॥

নলিনীর আক্ষেপ।

আমার জীবন — স্বরূপ জীবন,
শোষিতে তপন উদিত হন,
সে হেতু কেবল, প্রকাশিয়ে দল,
কমলে রাখিতে করি যতন।
হলে অস্তগামী, দিবসের স্বামী,
বিশ্রাম লভিতে মুদিতা হই;
অহ্লাদে বিকাশ, দুঃখে অপ্রাকাশ,
জানিবে নিশ্চয় কখনো নই;
অতএব সখি, মনে ভাব দেখি,
সূর্য্যের সহিত মিত্রতা যত,
রবি যত মিত্র, আমি জানি মাত্র,
অপরে তাহার জানিবে কত!

১৩

স্বর্ণের আক্ষেপ

অগ্নিদাহে নমে দুঃখং ন দুঃখং লৌহতাড়নে
একমেব মহদ্দুঃখং গুঞ্জয়া সহ তুল্যতে ॥

অগ্নির দাহনে কিম্বা লোহের তাড়নে,
কিছুমাত্র দুঃখ বোধ নাহি করি মনে,
এই এক মহাদুঃখ রয়েছে অন্তরে,
গুঞ্জার সহিত তুল করিতেছে মোরে।

১৪

মৎস্যরঙ্গের আক্ষেপ।

সরলকুরলকঙ্কা কাককাদম্বহংসাঃ
অহিনকুলমনুষ্যাঃ কেন খাদন্তি মৎস্যান্।
অহমতিতনুজীবী ক্ষীণমীনোপভোগী
জগতি বিদিতমেতন্মৎস্যরঙ্গঃ কলঙ্কী ॥

সরল, কুরল, কঙ্ক, কাক, রাজহংস
মনুষ্য, নকুল, অহি সবে খায় মৎস্য।
আমি ক্ষুদ্র জীবী অতি ক্ষুদ্র মীন খাই
মৎস্যরঙ্গ বলে লোকে নিন্দা করে তাই!

১৫

পিকঞ্চ মূকীকুরু ধূমযোনে
ভেকঞ্চ সেকৈর্মুখরীকরোষি।
কিন্তু ত্বমিন্দোরপিধায় বিম্বং
খদ্যোতমুদ্যোতয়সীত্যসহ্যম ॥

হে মেঘ! পিকেরে নীরবকর,
বারি বর্ষি ভেকে কর মুখর,
কিন্তু ঢেকে রেখে বিধুবকায়,
দীপ্তিশালী কর খদ্যোতে হায়,
দেখিয়ে তোমার এরূপ রীতি—
অসহ্য আমার হইল অতি!

১৬

মুরহর রন্ধন সময়ে মারব মুরলীরব মধুরং
নীরস মেধোরসতনুতাং কৃশতনুতাং কৃশানুরেতি ॥

ওহে মুরহর হরি! নাহি বাজাও বাঁশরী,
রন্ধন সময় কোন ক্ষণ
সে মধুর বংশীস্বরে নীরসে রস সঞ্চরে
কৃশানু হইবে নির্ব্বাপণ।

১৭

মধুর মুরলীরবমাকর্ণ্যকুলবালিকাঃ।
গৃহেষু পরিঘূর্ণ্যন্তে পঞ্জরে সারিকাইব ॥

সুমধুর বংশী-গীত, শ্রবণে হইয়ে প্রীত,
যত সব কুলের বালিকা,
বাহিরিতে নারি লাজে, ঘুরিছে স্বগৃহ মাঝে
পিঞ্জরেতে যেমন সারিকা।

১৮ সমুন্মীলন্

তস্মিন্নীপতলে মুরারি-মুরলীক্বাণে ~~সমুন্মিলন্~~
ছন্দানাং পরিলঙ্ঘ্য লজ্জিত সুতা গোর্দোহ্যমানা যযৌ।
আধূতাধর সশ্রুদশ্রু পুলকৈর্মূর্দ্ধান্ মা ঘূর্ণয়ন
দুগ্ধং দোহবিধৌ তথাপি করয়োর্ভঙ্গির্নবিশ্রাম্যতে ॥

সেই কদম্বেরি তলে, মুরহর কুতূহলে;
যখন করিত বংশীধ্বনি,
দোহ্যমান গাভীতায়, লঙ্ঘি ছন্দতনয়ায়,
ধাবিত হইত রব শুনি।
দোহক সে গোপবর, রোমাঞ্চিত কলেবর,
অশ্রুবারি করে বিসর্জ্জন।
গাভী বৎস গেছে ছুটি, তবু ভঙ্গি কর দুটী,
পূর্ব্ববৎ করিছে তখন!

১৯

নিশম্যশ্রী গোপীরমণ মুরলী বিভ্রমরবং
সমস্তাদুদ্ভিন্নো লিখিত ইব তস্থৌ দিবি খগঃ।
মৃগোমুক্ত্বা সদ্যঃ কবলমবলেঢ়ি শ্রুতিপথং
ন সর্ব্বাঙ্গে শ্রোত্রং যদিতিমনুজো নিন্দতিবপুঃ ॥

মধুর বংশীররব শ্রীহরির শুনি,
উড়িল বিহঙ্গকুল রহিল অমনি।
বোধ হ'তে লাগিল, যেন সুনীলাম্বরে,
চিত্রিত করিয়া রাখিয়াছে চিত্রকরে।
মৃগকুল কবল ত্যজিয়া সেইক্ষণ,
আরম্ভিল লেহিবারে যুগল শ্রবণ।
সর্ব্ব অঙ্গে বিধি কেন শ্রবণ না দিল,
এ বলিয়া নরগণ স্বদেহ নিন্দিল!

২০

কবিতারস মাধুর্য্যংকবির্বেত্তি ন তৎ কবিঃ।
ভবানী ভ্রুকুটিভঙ্গীর্ভবোবেত্তি ন ভূধরঃ॥

কবিতার মধুরতা বুঝে কবিগণ,
কবিতা রচক তাহা বুঝে না কখন।
ভবানীর ভ্রুকুটীতে যে যে গুণ ধরে,
শঙ্কর বুঝেন কিন্তু হিমাদ্রি না পারে।

২১

কবিতা কমল বনিতা রসয়তি রসিকং রসেন মিলিতা।
যদিচেৎ দুর্জ্জন হস্তে পতিতা প্রতিপদ ভগ্না সংশয় লগ্না॥

কবিতা বনিতা আর কমল এ তিন,
রসিকের সঙ্গে মিলে রসের অধীন,
দুর্জ্জনের হাতে যদি পড়ে অকস্মাৎ,
প্রতিপদে ভগ্ন হয়ে মরে অচিরাৎ॥

২২

স্বয়া কবিতয়া কিম্বা কিম্বা বনিতয়া তয়া।
পদবিন্যাস মাত্রেণ যয়া নাপহৃতং মনঃ ॥

সে কবিতা, বনিতার করে কি সম্মান;
পদের বিন্যাস মাত্রে নাহি হরে প্রাণ?

২৩

নহিচ্ছায়া দানৈঃ পথিকজন সন্তাপহরণং
ফলৈর্বাপুষ্পৈর্বা ন সুরমনুজৈঃ প্রেরণ বিধে।
অহো রে মন্দারদ্রুম সহজদনুচিতং
বৃতিভূতঃ সপরমপরেষাং ফলমপি ॥

অহো রে মন্দার বৃক্ষ একি মহাপাপ!
ছায়াদানে নাহি হর পথিক সন্তাপ,
ফল কি কুসুম দানে তুমি ত কখন,
তুষ্ট নাহি কর নরসুরগণ মন
শুধু তব কণ্টক মণ্ডিত কলেবরে,
অপরের ফল লাভে আছ বাঁধা করে!

২৪

আকর্ণ্যেহ রঘুনাথ-রাজতাং
সর্ব্বে এব তুতুষুর্ম্মৃগা ন তু।
যোহি কোহি বসুধাধিপোভবেৎ
মাদৃশৈর্হি মৃগয়াক্ষাবিষ্যতি ॥

শ্রীরাম হইবে রাজা করিয়া শ্রবণ,
সকলেই তুষ্ট হ'ল বিনে মৃগগণ

যে হেতু যে কেহ কেন না হন ভূপতি,
মৃগ বিনাশিতে হবে সকলেই কৃতী।

২৫

যন্নাম স্মরণে নাথ ভব-বন্ধনমোচনং
তন্নাম স্মরণে নাথ ভবামো দৃঢ়বন্ধনং ॥

শুকপক্ষীর আক্ষেপ।

তব নাম স্মরণেতে, শুনিয়াছি পুরাণেতে,
ভবের বন্ধন মুক্ত হয়,
আমরা হে শুকপাখী সে নাম স্মরিয়া দেখি,—
দৃঢ় বদ্ধ হই দয়াময়!

২৬

সর্ব্বস্বদবলের্ম্মদং হরসি ছলেন
প্রণাধিকাং জনকজাং বিপিনে জহাসি।
উৎপাদ্য যাদবকুলং স্বয়মেব হংসি
কস্ত্বাং স্মরেদ্‌যদি কালভয়ং ন চাস্তি ॥

সর্ব্বস্ব করিল দান বলি দৈত্য পতি,
তাহারে ছলিয়া দিলা পাতালে বসতি;
প্রাণাধিকা প্রিয়া তব জনক দুহিতা,
বিনা দোষে তাহারে করিলা নির্ব্বাসিতা;
আপনি উৎপন্ন করি যাদবের কুল,
আপনিই পুনঃ তারে করিলা নির্ম্মূল;
অতএব কালভয় না থাকিত যদি,
কে তোমা স্মরিত হরি বলো দয়ানিধি!

২৭

অলভ্যং যদায়ুঃপলং স্বর্ণভারৈ
রহো যাতি দণ্ডং বৃথা যাতি যামঃ।
দিনঞ্চ ত্রিযামা প্রমাদান্নরাণাং
ইতীবানিশং ঘোষয়ন্তী ঘটীয়ং ॥

রাশি রাশি স্বর্ণ মুদ্রা কর বিতরণ,
পল মাত্র পরমায়ু পাবে না কখন।
দিবা রাত্রি দণ্ড আর পল অণুপল,
ভ্রম বশে করে ক্ষয় মানব সকল,
টিক্ টিক্ টিক্ তাসে করি মৃদুস্বর—
ঘটিকা একথাগুলি ঘোষে নিরন্তর!

২৮

একা ভার্য্যা প্রকৃতি মুখরা চঞ্চলা চ দ্বিতীয়া,
পুত্রোঽপ্যেকো ভুবন বিজয়ী মন্মথো দুর্নিবারঃ।
শেষঃ শয্যা বসতি জলধিঃ বাহনঃ পন্নগারিঃ
স্মারং স্মারং স্বগৃহচরিতং দারুভূতো মুরারিঃ ॥

এক ভার্য্যা সরস্বতী—প্রকৃতি মুখরা অতি,
দ্বিতীয়া চঞ্চলা পদ্মালয়া;
ত্রিভুবন জয়ী মার—পুত্র অতি দুর্নিবার,—
হৃদয়েতে নাহি কিছু দয়া;
শেষনাগ শয্যাস্থলে, বসতি সমুদ্র জলে,
বাহন পন্নগ-ভুখ্-পাখী;
স্বগৃহ চরিত যত, স্মরি স্মরি অবিরত,
দারুভূত হ'ল পদ্ম-আঁখি!

২৯

বাসঃ কাঞ্চনপিঞ্জরে নৃপকরাম্ভোজৈ স্তনুমার্জ্জিতং
ভক্ষ্যং পেয়ং রসালদাড়িমফলং পীযূষ তুল্যং পয়ঃ।
পাঠঃ সংসদি রাম নাম সততং ধীরস্য কীরস্য মে
হাহা হন্ত তথাপি জন্মবিটপিক্রোড়ে মনো ধাবতি॥

পিঞ্জররুদ্ধ বিহঙ্গের আক্ষেপ।

করি বাস মনোহর কাঞ্চনপিঞ্জরে,
শরীর মার্জ্জিত হয় নৃপতির করে,
রসাল দাড়িম আদি ফল মিষ্টতর,
পান করি সুধা তুল্য দুগ্ধ নিরন্তর,
রাম নাম পাঠে জ্ঞান লভি অনুক্ষণ,
তবু জনম বিটপি-কোটরে ধায় মন!

৩০

চণ্ডভানু করপাতপীড়নং
সেহিরে ন করিণোঽপি যৎক্ষণং
পদ্মিনী তৎসহতে চ সস্মিতং
প্রেমবস্তু কিমহো বিচিত্রতা।

প্রচণ্ড ভানুর তাপে যাতনা বিষম
হস্তিকুল ক্ষণকাল সহিতে অক্ষম;
সহাস্য বদনে তাহা সহয়ে পদ্মিনী
প্রেম কি অপূর্ব্ব বস্তু! জানে কমলিনী।

৩১

বিশ্বামিত্র পরাশর প্রভৃতয়ো যে চাম্বুপর্ণাশনা
স্তেঽপি স্ত্রীমুখপঙ্কজং সুললিতং দৃষ্ট্বৈব মোহং গতাঃ।
শাল্যন্নং সঘৃতং পয়োদধিযুতং যে ভুঞ্জতে মানবা
স্তেষামিন্দ্রিয়-নিগ্রহো যদি ভবেৎ পঙ্গুস্তরেৎ সাগরম্।

বিশ্বামিত্র, পরাশর আদি ঋষিগণ,
নিরন্তর জল পত্র করেন ভোজন।
নিরখিয়ে ললনার পঙ্কজ আনন,
তাহাদেরো হয়ে ছিল বিমোহিত মন।
যারা করে দধি, দুগ্ধ, ঘৃতান্ন ভোজন,
তাহাদেরো যদি হয় ইন্দ্রিয় দমন,
বিশাল তরঙ্গময় মহাপারাবার,
পঙ্গুলোক অনায়াসে হইবেক পার!

৩২

সিংহোবলী দ্বিরদশূকর মাংসভোজী
সম্বৎসরেণ কুরুতে রতিমেক বারম্।
পারাবতঃ খলু শালিকণমাত্র ভোজী
কামী ভবেদনুদিনং বদ কোঽত্র হেতুঃ॥ *

করি-মাংস ভোজী সিংহ অতি বলশালী,
বৎসরান্তে একবার করে কাম-কেলি,
শালিকণমাত্র ভোজী পারাবতগণ,
কামে মত্ত প্রতিদিন হয় কি কারণ?

---

* এই শ্লোকের তৃতীয় চরণে "শালিকণ মাত্র ভোজী" স্থলে "শিলাকণ মাত্র ভোজী" পাঠান্তর গ্রন্থান্তরে দৃষ্ট হইল।

৩৩

ফণিনো বহবঃ সন্তি ভেকভক্ষণদক্ষকাঃ
একএবহি শেষোয়ং ধরণী ধারণ ক্ষমঃ ।।

কত সর্প ভূমণ্ডলে, বাস করে দলে দলে
ভেক ভক্ষণেতে পটু অতি ;
কিন্তু ধরা ধরিবার, শেষ ভিন্ন আর কা'র, (৩)
কিছু মাত্র নাহিক শকতি ।

৩৪

চন্দ্রের আক্ষেপ ।

বাসঃ সমং নেত্র হুতাশনেন
জ্বালা ফণীন্দ্রাস্চ ততো বিশেষঃ
কিং পৃচ্ছসি মে বপুষঃ কৃশত্বং
ভাগীরথী জীবনং মে দদাতি ।।

শিব নেত্র অগ্নি পরি, সদাকাল বাস করি,
নাগের জ্বালায় জ্বালাতন,
দেহ কেন শীর্ণ হল, এপ্রশ্ন কি করা ভাল,
বল কেন না গেল জীবন ।
যদি বল কিসে তবে, জীবন বাঁচিল ভবে,
তদুত্তরে করি নিবেদন,
ভাগীরথী মাত্র মোরে, রাখিয়াছে সান্ত্ব করে
তাঁর গুণে রয়েছে জীবন ।

৩৫

স্বর্ণে ন গন্ধঃ ফলমিক্ষুদণ্ডে

নাকারি পুষ্পম্ খলু চন্দনে যৎ।

অহো বিধাতঃ কিমেতচ্চরিত্রং

দাতা দরিদ্রঃ কৃপণো ধনাঢ্যঃ॥ (১)

বিদ্যা বিনোদী ন চ বিত্তশালী

ধাতুঃ পুরে কোঽপি ন বুদ্ধিদাতা॥ (২)

স্বর্ণেতে না দিল গন্ধ, ইক্ষুদণ্ডে ফল,

চন্দনে না দিল বিধি কুসুম কোমল,

দাতার দারিদ্র্য বুদ্ধি, কৃপণের ধন,

বিদ্বানের বিত্ত নাহি একি বিড়ম্বন,

অতএব বিধাতার নাহি বিবেচনা,

বুদ্ধি দাতা পুনঃ তার নাহি এক জনা!

৩৬

শশিনি খলু কলঙ্কঃ কণ্টকঃপদ্মনালে

যুবতিকুচনিপাতঃ পক্কতা কেশজালে।

জলধিজলমপেয়ং পণ্ডিতে নির্ধনত্বং

বয়সি ধববিয়োগো নির্ব্বিবেকো বিধাতা॥

চন্দ্রের কলঙ্ক আর কণ্টক মৃণালে,

যুবতীর স্তনপাত পক্কতা কুন্তলে,

অপেয়তা করিয়াছে সাগরের জলে,

নির্ধনতা দোষে দোষী পণ্ডিত সকলে,

মিলনে যুবতীগণে করেছে বঞ্চনা,

অতএব বিধাতার নাহি বিবেচনা।

৩৭

লক্ষ্মীঃকেশববল্লভা বিধুরসৌ শম্ভোঃ শিরোভূষণং
ভ্রাতা কল্পতরুঃ প্রকৃষ্ট ফলদো ধন্বন্তরির্জীবিত:
এতাহ্যস্ত সহোদরা দুদধিয়ং শঙ্খং কথং ভিদ্যতে
মিথ্যা বন্ধুবলং স্বকর্ম্ম ঘটনং সত্যঞ্চ সংসারিণাং ॥

কেশবের প্রিয়া যার ভগ্নী লোকমাতা,
ভ্রাতা যার কল্পতরু শ্রেষ্ঠ ফলদাতা,
চন্দ্র-চূড়-শির-ভূষা-চন্দ্র, ধন্বন্তরি,
ইত্যাদি সোদর যার দেখহ বিচারি;
সেই শঙ্খে যখন ধরিয়া শঙ্খকারে,
করাতের প্রতিঘাতে ভিন্ন ভিন্ন করে,—
তখন বন্ধুর বল করা অকারণ,
স্বকর্ম্ম সূত্রের পাশ না যায় খণ্ডন!

৩৮

মাতুলো যস্যগোবিন্দঃ পিতা যস্য ধনঞ্জয়ঃ ॥
অভিমন্যু রণে শেতে নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে ॥

মাতুল গোবিন্দ যার পিতা ধনঞ্জয়
হেন অভিমন্যুরো সমরে মৃত্যু হয়;
অতএব এই সত্য জানিবে নিশ্চয়
কদাপিও নিয়তির খণ্ডন না হয়।

৩৯

চন্দ্রেণার্চ্চিতএষ শঙ্করবিভুঃ কল্পদ্রুমৈর্বাসবঃ
পীযূষেণ কৃতার্থিতো দিবিষদো লক্ষ্ম্যা হরিঃ প্রীণিতঃ।
আত্মানং পরিমথ্য তোয়নিধিনা কিং কিং ন কেষাং কৃতং
ত্বস্যাগস্ত্যকরোদরাপদি ন কৈরূর্দ্ধীকৃতাপ্যঙ্গুলিঃ ॥

সমুদ্র মহেশে চন্দ্র করিলেন দান,
ইন্দ্রকে করিলা কল্পপাদপ প্রদান,
সুধা দিয়া তোষিলেন স্বর্গস্থ অমরে,
লক্ষ্মী দিয়া অর্চ্চিলেন বৈকুণ্ঠ ঈশ্বরে,
এরূপ সাগর করি আত্ম-বিলোড়ন,
করেছিলা সকলের মানসরঞ্জন,
কিন্তু যবে অগস্ত্য সমুদ্রে করে পান,
কেহই না করিলেন অঙ্গুলী উত্থান!

৪০

সমীহিতে যন্ন লভামহেফলং
প্রভোর্নদোষো মম কর্ম্মণঃ ফলং।
দিবাপ্যুলূকো যদি নাবলোকতে
তদাপরাধঃ কথমংশুমালিনঃ॥

নিকটে এসে ও যদি না পাইনু ফল,
প্রভুকে দূষি না ইহা স্বীয় কর্ম্মফল।
দিনেও যে পেঁচকেরা করে না ঈক্ষণ
তাহাতে কি দোষী হতে পারে বিকর্ত্তন?

৪১

কিংশুক পরিহর গর্ব্বং
নিজ শিরসি ভ্রমরোপবেশনেন।
অমলকমলমালতীবিয়োগা—
দনলধিয়া ত্বয়ি মজ্জতি দ্বিরেফঃ॥

পড়েছে ভ্রমর এক পলাশের পরে,
দেখিয়া গর্ব্বিত পুষ্প হইল অন্তরে

অহঙ্কৃত হেরি তারে কহে মধুকর,—
"কি হেতু পলাশ তুমি গর্ব্বিত অন্তর?
পুষ্পভ্রমে তোমাতে না হয়েছি পতিত,
অগ্নি ভাবি মরিবারে আসিনু নিশ্চিত।
কমল মালতী আদি কুসুম বিরহে
প্রাণ দিতে এসেছিনু পড়ি তব দেহে!

৪২

সৌখ্যং শ্রীরঘুনন্দনেন কপিনা যেনাপি সম্পাদিতং
বদ্ধো যেন মহোদধিঃ পুনরহো যেনাপ্যসৌ লঙ্ঘিতঃ।
তদ্বংশোদ্ভবজাত ধিক্ কপিরসৌ নীচেন ভিক্ষার্থিনা
ভীতো নৃত্যতি রজ্জুভিঃ পরিবৃতো তস্মৈ নমঃ কর্ম্মণে।

রঘুনন্দনের সহ, সখ্য যার অহরহ,
মহোদধি বদ্ধ যার করে,
পুনঃ সেই সমুদ্রেরে. যে কপি লঙ্ঘন করে,
ত্রেতায় নাশিতে লঙ্কেশ্বরে,
তাহার বংশের হায়, যে দুর্দ্দশা কব কায়,
অতি নীচ ভিক্ষুকের ঠাঁই,
বদ্ধ হয়ে ভীতমনে, নৃত্য করে অনুক্ষণে
কর্ম্মফলে নমস্কার ভাই!

৪৩

বিখ্যাতাঃ কতি সন্তি ভূধরগণাঃ শ্লাঘ্যোঽসি ভূমণ্ডলে
যাতাশ্চন্দনতাং যতো বিটপিনঃ সর্ব্বে তবৈবাশ্রয়াৎ।
কিন্ত্বেকং মলয় ত্বদীয়মযশো লোকৈশ্চিরং গীয়তে
যৎ শাখোটরসালশালবকুলে নাসীদ্বিশেষগ্রহঃ॥

কত কত ভূধর বিখ্যাত ধরাতলে,
সকল হতে লোকে শ্লাঘ্য তোমা বলে,
যে হেতু আশ্রিত তব মহীরুহগণ,
সকলেই চন্দনতা করিছে ধারণ,
কিন্তু হে মলয়! এক নিন্দা তব ভাই,
শাখোটে রসাল শালে বিশেষত্ব নাই!

৪৪

দারিদ্র্যংবৃদ্ধতাতো বসতি মম গৃহে দুর্গতির্নাম মাতা
ক্ষুত্তৃষ্ণে দ্বেভগিন্যৌ পতিসুতরহিতে তেহবলম্বে মদীয়ং
পঙ্গ্বন্ধৌ চ শ্রবণরহিতৌ ভ্রাতরৌ শোকমোহৌ
চিন্তা ভার্য্যা ত্যজতি চ ন মাং কৌশলং কিং বদামি॥

দারিদ্র্য নামেতে পিতা, দুর্গতি নামেতে মাতা,
সদা বাস করে মম ঘরে;
ক্ষুধাতৃষ্ণা ভগ্নিদ্বয়ে, পতি পুত্র হীনা হয়ে,
আশ্রয় করিছে এসে মোর;
পঙ্গু অন্ধ লোভ মোহ, দুই ভ্রাতা অহরহ,
শ্রুতিহীনা আছে মমান্তরে;
চিন্তা নামে ভার্য্যা তায়, ছাড়ি মোরে নাহি যায়,
কৌশল কি কহিব তোমারে!

৪৫

লজ্জা মানসুতা মমাদ্যবনিতা চিন্তাপরা দৈন্যজা
তাত-সঙ্গতিবর্দ্ধিতা বলবতী চিন্তা প্রগল্ভা ভবেৎ।
সা লজ্জা নিহতা তয়েতি তনয়া শোকেন মানো হতঃ
সাধ্বীচাক্রমতে সা ভর্তৃহৃদয়ং নাদ্যাপি বিশ্রাম্যতি॥

মানের নন্দিনী লজ্জা, ছিল মোর পূর্ব্ব ভার্য্যা,
দৈন্যসুতা চিন্তা পর নারী,—
বাপের সম্মতি বৃদ্ধি, হেরি চিন্তা হল বৃদ্ধি,
অভিমানে হ'ল দেহ ভারি।
সপত্নীর বৃদ্ধি হেরি, প্রাণ ত্যজে লজ্জা নারী,
কন্যা শোকে মরিলেন মান
সাধ্বী চিন্তা পতিমন, আক্রমিয়ে অনুক্ষণ,
রহিয়াছে নাহি পাই ত্রাণ।

৪৬

সমুদ্র মন্থনে লেভে হরির্লক্ষ্মীং হরো বিষং।
ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র ন বিদ্যা ন চ পৌরুষং॥

সমুদ্র মন্থন করি, লক্ষ্মী লাভ করে হরি,
হর লাভ করে হলাহল;
বিদ্যা পৌরুষত্বে তবে, কিছুই না হয় ভবে,
ভাগ্যে ঘটে সুখ দুঃখ ফল।

৪৭

বদতু বদতু রামো লক্ষ্মণো বা সহস্রং
পরভুজবলবিজ্ঞো নাস্তি দুঃখং মমৈব।
নমুবিটপবিনোদী মর্কটো মাং বিলোক্য
বদতি হসতি কিঞ্চিত্তত্ত্ব দুঃখম্ ন সহ্যং॥

রাবণের আক্ষেপ।

ভুজবলাভিজ্ঞ রাম অনুজ লক্ষ্মণ,
করিলেও নিন্দা, দুঃখ নহে কদাচন,
বিটপ-বিহারী যত কপি পোড়া মুখ,
নিন্দিছে হাসিছে মোরে এই বড় দুখ!

৪৮

মান্ধাতা চ মহীপতিঃ কৃতযুগালঙ্কারভূতোগতঃ
সেতুর্যেন মহোদধৌ বিরচিতঃ ক্বাসৌ দশাস্যান্তকঃ।
অন্যে চাপি যুধিষ্ঠির প্রভৃতয়ঃ সর্ব্বে ধরাধীশ্বরাঃ
নো কেনাপি সমং গতা বসুমতী মন্যে ত্বয়া যাস্যতি॥

সত্যযুগ অলঙ্কার মান্ধাতা ভূপতি,
সমুদ্রবন্ধনকারী রাম দাশরথী,
যুধিষ্ঠির আদি করি যত নরপতি,
সঙ্গে করি বসুন্ধরা না করিল গতি।
সকলেই রাজ্য ত্যজি করেছে প্রস্থান,
তুমিই পারিবে নিতে, করি অনুমান!

৪৯

কবিতা বারবনিতা সদৈবার্থ বশংগতা।
লব্ধার্থাতনুতে সৌখ্যং অলব্ধার্থো ন তৎসুখম্।

কবিতা ও বারস্ত্রীকে অর্থাধীন কহে,
অর্থবানে সুখী করে, অর্থহীনে নহে।

৫০

রসনে ত্বং রসজ্ঞেতি বৃথৈব স্তূয়সে বুধৈঃ।
অপারমাধুরী-ধামরামনাম পরাঙ্মুখী॥

রসনে! রসজ্ঞ তোমা বলে বুধগণ,
কেমনে করিব তাহে বিশ্বাস স্থাপন,
যে রামের নাম চির মাধুরীর ধাম,
লইতে বিরত থাক সতত সে নাম!

---

*এক দরিদ্র কবি কোন ধনশালী লোকের নিকট কিঞ্চিৎ অর্থ প্রার্থনা করিয়া অকৃত কার্য্য হওয়াতে, এই কবিতাটী রচনা করিয়াছিলেন।

৫১

কাকাঃ কৃষ্ণ পিকঃকৃষ্ণ ন ভেদঃ পিককাকয়োঃ।
মধুমাস সমায়াতে কাকঃ কাকঃ পিকঃ পিকঃ ॥

কোকিল ও কাক উভয়েই কাল বটে,
কিছুমাত্র বর্ণভেদ নাহি তাহে ঘটে,
মধুর বসন্তনিশি হলে সমাগত,
কাক কাক, পিক পিক হয় বিঘোষিত।

৫২

ছায়াভিঃ প্রথমং ততশ্চ কুসুমৈঃ পশ্চাৎ ফলৈঃ স্বাদুভিঃ
প্রীণাত্যেষ তরুঃ সমস্ত পথিকান্ তেনাশ্রিতোঽসৌ ময়া।
কো জানাতি যদস্থ কোটরগতোঽপ্যত্যুগ্রহলাহল-
জ্বালাজালকরালকালকবলঃ কালঃ ফণী রাজতে ॥

প্রথমত তোষে বৃক্ষ ছায়া বিতরণে,
ক্রমে তোষে পথিকেরে পুষ্প ফল দানে,
ইহা জেনে আশ্রয় করিনু তরুবরে,
কে জানিত কাল সর্প বিটপি-কোটরে?

৫৩

ধরণ্যাং রক্তাব্জ স্তদুপরি চ রম্ভাতরুযুগং
তদূর্দ্ধে চেতোভুক কনকময়সিংহাসনমভূৎ।
ততোনাস্তে কিঞ্চিৎ তদুপরি চ মেরুশেখরযুগং
ততো রাকানাথ হরি হরি কিমাশ্চর্য্য মধুরং ॥ *

---

* কতিথ আছে,—পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে কোন রাজার একজন সংসার ত্যাগী দণ্ডী মন্ত্রী ছিলেন। দণ্ডী মন্ত্রী যেমন রাজনীতি বিশারদ তেমনি সুকবি বটে। রাজপুত্র (যুবরাজ)ও একজন সুকবি ছিলেন। একদা দণ্ডী মন্ত্রী যুবরাজ

ধবলীর পরে রক্ত পদ্ম মনোহর,
রাম রম্ভা তরু দুটী তাহার উপর,
তাহার উপরে স্বর্ণময় সিংহাসন,
তদুপরি কিছুমাত্র না করি ঈক্ষণ,
তদূর্দ্ধে সুমেরুশৃঙ্গযুগ শোভাকর,
কি আশ্চর্য্য তদুপরি পূর্ণশশধর !

৫৪

মদগৃহে মুষলীব মূষিকবধূর্মূষীবমার্জ্জারিকা
শুনীমার্জ্জারীব শুনীব গৃহিণী বর্ণ্যং কিমন্যৎ ক্বচিৎ।
মূর্চ্ছাপন্ন শিশুরসূন্ পরিহরন্ সংবীক্ষ্য ঝিল্লিরবৈ-
র্লূতাতন্তুবিতানসংবৃতমুখী চুল্লী চিরং রোদিতি ॥

মুষলী * সদৃশ হায় মূষিক রমণী,
মূষিকা আকৃতি ধরে মার্জ্জার-ঘরণী,

সমীপে উপস্থিত হইলে, যুবরাজ তাঁহাকে স্ত্রী বিষয়ে বর্ণনা করিতে বলেন। মন্ত্রী তৎক্ষণাৎ বক্ষ্যমাণ শ্লোক রচনা করেন। স্ত্রীসম্বন্ধে এইরূপ মনোহর বর্ণনা শ্রবণ করিয়া যুবরাজ মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, যিনি ভ্রমেও কখন স্ত্রীলোক দর্শন করেন না. তিনি কিরূপে এবংবিধি বর্ণনা করিলেন? বুঝিলাম ইহার চরিত্র বিশুদ্ধ নহে! এই সময় হইতে যুবরাজ মন্ত্রীর প্রতি অতিশ্রদ্ধ হইলেন। বিচক্ষণ মন্ত্রী যুবরাজের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া, কয়েক দিবস অন্তে,অন্যান্য সদালাপের পরে বলিলেন,যুবরাজ,"আপনি সুকবি, অনুগ্রহপূর্ব্বক একজন দরিদ্রের দরিদ্রতা বিষয়ে বর্ণনা করুন দেখি।" যুবরাজ তৎক্ষণাৎ পরবর্ত্তী শ্লোকটি রচনা করিলেন। তাহা শ্রবণ করিয়া মন্ত্রী বলিলেন, আপনি সর্ব্বপ্রকার ঐশ্বর্য্যে বিলাসিত থাকিয়া ও দরিদ্রতা সম্বন্ধে সুন্দর বর্ণনা করিতে সক্ষম হইয়াছেন! যুবরাজ তখন দণ্ডী মন্ত্রীর অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া নিরতিশয় লজ্জিত হইলেন। এবং নিজের পূর্ব্বোক্ত ভ্রম দূর করিয়া মন্ত্রীর প্রতি যথারীতি শ্রদ্ধাবান হইলেন।

* মুষলী—টিক্‌টিকী।

কুক্কুর বিড়ালাকৃতি ধরে মোর ঘরে,
গৃহিণী কুক্কুর তুল্য কৃশ দেহ ধরে,
অন্নাভাবে শিশুগণ হয়ে অচেতন,
সকলেই একেবারে ত্যজিছে জীবন,
লূতাতন্তুজলাবৃত চুল্লি অনুক্ষণ
ঝিল্লিরবছলে হায় করিছে রোদন!

৫৫

অসারে খলু সংসারে সারং শ্বশুরমন্দিরং।
হিমালয়ে হরঃ শেতে হরিঃ শেতে মহোদধৌ॥

অসার সংসারে সার শ্বশুরের ঘর
সমুদ্রে রয়েছে হরি, হিমালয়ে হর।

৫৬

অসারে খলু সংসারে সারং শ্বশুর কামিনী।
যস্যা গর্ভ-সমুদ্ভূতা মৃতেঽপি সহগামিনী॥

অসার সংসারে সার শ্বশুর কামিনী,
যাঁর গর্ভজাত বালা মরিলে সঙ্গিনী।

৫৭

নির্বীর্য্যা পৃথিবী নিরৌষধিরসাঃ নীচাঃ মহত্ত্বং গতাঃ
ভূপালাঃ নিজধর্ম্মকর্ম্মরহিতাঃ বিপ্রাঃকুমার্গে গতাঃ।
ভার্য্যা ভর্ত্তুবিরোধিনী পররতা পুত্র পিতুর্দ্বেষিণঃ
হা কষ্টং খলুজীবনং কলিযুগে ধন্যা জনা যে মৃতাঃ॥

বীর্য্যহীনা বসুমতী নিরসাঔষধি,
ভার্য্যা পররতা আর ভর্ত্তার বিরোধী,

নীচলোক উচ্চগত, পুত্র পিতা দ্বেষী,
ধর্ম্ম কর্ম্ম হীন রাজা, কুপথিক ঋষি,
হা কি কষ্ট এইরূপ কলি আগমনে,
শত শত ধন্যবাদ, সেই মৃত জনে!

৫৮

অগ্নি কোণ গতং সূর্য্যং দিনং সঙ্কোচতাং গতং।
নর ক্রোড়ে গতং বহ্নিঃ রাজন্ শীতস্যকাকথা॥

অগ্নিকোণগত হ'ল সহস্রকিরণ,
সঙ্কুচিত দেহ দিবা করেছে ধারণ,
নর ক্রোড়ে আশ্রয় লয়েছে হুতাশন,
শীতের কি কথা আর কহিব রাজন্!

৫৯

কো ভাতি ভালে বরবর্ণিনীনাং
কা রৌতি দীনা মধুযামিনীষু।
কস্মিন্ বিধত্তে শশিনং মহেশঃ
সিন্দুরবিন্দুর্বিধবাললাটে॥

কামিনীর কপালেতে কিবা শোভা ধরে?
মধু যামিনীতে দুঃখে কে রোদন করে?
কোথায় ধরেছে হর হিমরশ্মি-জালে?
সিন্দুরের বিন্দু শোভে পতিহীনা ভালে।

৬০

 কা দেহ শোভা কুলকামিনীনাং
কাবা বিরূপা বরনারী মধ্যে।
ষষ্ঠ্যাং বিধাত্রা লিখিতঞ্চ কুত্র
সিন্দুর বিন্দুর্বিধবা ললাটে॥

কুল কামিনীর দেহে কিবা শোভা করে?
কেবা বলরূপহীনা রমণী মাঝারে?
ষষ্ঠীতে বিধাতা বল লিখে কোন স্থলে?
সিন্দুরের বিন্দু শোভে পতিহীনা ভালে।

৬১

রবেঃ কবেঃ কিং সমরস্য সারং
কৃষের্ভয়ং কিং কিমদন্তি ভৃঙ্গাঃ।
সদা ভয়ঞ্চাপ্যভয়ঞ্চ কেষাং
ভাগীরথীতীর সমাশ্রিতানাং।

রবির কবির কিবা সমরের সার?
কৃষকের ভয় কিবা ভৃঙ্গের আহার?
সদা ভয় কাহার? অভয় কোন জন?
ভাগীরথীতীরসমাশ্রিত যেই জন। *

---

* এই শ্লোকে সাতটী প্রশ্ন আছে। যথাক্রমে উত্তরঃ—(১) রবিরসার-“ভা”—দীপ্তি; (২) কবির সার,—“গী”—গদ্য পদ্যময় বাক্য, (৩) সমরে সার, “রথী”; (৪) কৃষিকার্য্যের ভয় “ইতি”—অনাবৃষ্টি প্রভৃতি; (৫) ভৃঙ্গে আহার “রসম্” মধুপ্রভৃতি তরল পদার্থ; (৬)কোন ব্যক্তির সদা ভয়,“আশ্রি ব্যক্তির”; (৭) অভয় কোন জন, “ভাগীরথী তীর সমাশ্রিত” যেই জন।

৬২

মধোর্নিমিত্তে দূরতঃ ক আসীৎ
ঘনে শিখী কিং কুরুতে চ হর্ষঃ।
ঋষিগণঃ কুত্র জুহোতি যজ্ঞে,*
পিপীলিকা নৃত্যতি বহ্নিকুণ্ডে॥

দূরহতে কেবা আসে মধুর কারণ?
কিবা করে ময়ূর হেরিয়া নবঘন?
কোথায় আহুতি যজ্ঞে করে ঋষিগণ?
পিপীলিকা নৃত্যকরে মধ্য হুতাশন।

৬৩

জাতঃ সূর্য্যকুলে পিতাদশরথঃ ক্ষৌণীভূজামগ্রণীঃ
সীতাসত্যপরায়ণা প্রণয়িনী যস্যানুজো লক্ষ্মণঃ।
দোর্দ্দণ্ডেন সমং ন চাস্তিভুবনে প্রত্যক্ষ বিষ্ণুঃ স্বয়ং
রামোপ্যেষঃ বিড়ম্বিতোপি বিধিনা চান্যেপরে কাকথা॥

সূর্য্যকুলে জন্ম যাঁর দশরথ পিতা,
পত্নী যাঁর প্রণয়িনী ক্ষৌণী সুতা সীতা,
অনুজ লক্ষ্মণ যাঁর অতুল বিক্রম,
দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে যাঁর নাহি কেহ সম,
প্রত্যক্ষ আপনি যেই বিষ্ণু অবতার,
ত্রিভুবনে যাঁর তুল্য নাহি কেহ আর,
এমন রামেরে বিধি কৈল বিড়ম্বনা,
অন্যের কি কথা আর করিব গণনা!

---

* তৃতীয় চরণে পাঠান্তর যথা—পতিব্রতা সতী কুত্র তনু ত্যজেৎ

৬৪

গিরৌ কলাপী গগনে পয়োদাঃ
লক্ষান্তরে ভানু জলে চ পদ্মং।
ইন্দুর্দ্বিলক্ষে কুমুদস্য বন্ধুঃ
যো যস্য হৃদে নহি তস্য দূরং॥

পর্ব্বতে ময়ূর থাকে পয়োদ অম্বরে,
জলে কমলের স্থিতি, ভানু লক্ষান্তরে,
দ্বিলক্ষ যোজন উর্দ্ধে কুমুদের পতি.
কত নিম্নে কুমুদিনী করয়ে বসতি,
তবু প্রিয়জনে হেরি প্রমোদ প্রচুর,
যে যার হৃদয়ে তার নহে কিছু দুর।

৬৫

চাপল্যাদিগুবঃ সদাস্মিবিধুরা যাস্যামি তাতালয়ং
তাত স্তে জনয়িত্রি গিরিগণস্তেশো হি তাতোমম।
মাতস্ত্বং কিমহো গিরীশ দুহিতে ত্যাভাষমানে গুহে
প্রোন্মিল্যৎ স্মিতমুগ্ধনম্রবদনা গৌরীচিরং পাতুবঃ॥

চপলতা জন্য আছি সদাই কাতর,
থাকিব না হেথা আমি যাব বাপ ঘর।
গৌরীর এ কথা শুনি কহে ষড়ানন,
কে তব জনক মাতা? করিব শ্রবণ,
গৌরী বলে গিরির ঈশ্বর মম পিতা,
তবে কি জননি, তুমি গিরীশ দুহিতা?
কার্ত্তিকের বাক্যে মাতা হন স্মিত মুখ!
হেনরূপ ভবানী হরুন তব দুখ।

৬৬

।।কোসেন্দিবরাভং বরনয়নযুগং বিভ্রতিশুভ্রকান্তিং
ত্বারাজনমূচৈচেয়েৰ্দশরথ মবদৎ কেকয়ী সাধুমধ্যে।
াজন্ রামাভিষেকে বিরমতু জড়ধীঃ নিষ্কলঙ্কে কুলেস্মিন্
পুত্রী যস্যপত্নী সহিভবতি কথং ভূপতি রামচন্দ্রঃ॥

প্রস্ফুটিত ইন্দীবর, যিনি নেত্র মনোহর,
শুভ্র কান্তি কেকয় নন্দিনী,
প্রবেশিয়ে সভা মাঝে কহিলেন রঘুরাজে,
রামে রাজ্য না দাও কখনি,
ভূমি সুতা পত্নী যার, তারে দেহ রাজ্যভার,
ভূমি পতি হবে কি শ্রীরাম ?
অকলঙ্ক রঘুকুলে, কলঙ্ক করিলে হেলে,
না ঘুচিবে কখন দুর্ণাম !

৬৭

যাতঃ ক্ষ্মামখিলাং প্রাদায় হরয়ে পাতালমূলং বলিঃ
শক্তু প্রস্থবিসর্জ্জনাৎ স চ মুনিঃ স্বর্গং সমারোপিতঃ।
আবাল্যাদসতীসতী সুরপুরং কুন্তী সমারোহয়ৎ
হা সীতা পতিদেবতাগমদধো ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মাগতিঃ॥

বিষ্ণুকে করিয়া দান সমস্ত ভুবন,
নৃপতি বলির হ'ল পাতালে গমন !
কোন মুনি মুষ্টিমিত শক্তু করি দান
মহানন্দে স্বর্গপুরে পাইলেন স্থান।

বাল্যকাল হতে কুন্তী ছিলেন অসতী,
সতীর বাঞ্ছিতস্বর্গে হ'ল তার গতি।
পতিপ্রাণা সীতার হইল অধোগতি,
বুদ্ধির অগম্য হায় ধর্ম্ম-সূক্ষ্মগতি!

৬৮

কান্তং বক্তি কপোতিকা কুলতয়া নাথান্তকালোঽধুনা
ব্যাধোঽধো ধৃতচাপশাণিতশরঃ শ্যেনঃ পরিভ্রাম্যতি।
ইত্থং সত্যহিনা স দষ্ট ইষুণা শ্যেনোঽপি তেনাহত
স্তূর্ণং তৌতু যমালং পরিগতৌ দৈবীবিচিত্রা গতিঃ॥

অহে কান্ত উপস্থিত নিধন সময়,
তীক্ষ্ণ শর হস্তে আসে ব্যাধ দুরাশয়,
শূন্য পথে শ্যেন পক্ষী করিছে ভ্রমণ,
নিশ্চয় জানিবে নাথ আসন্ন মরণ!
সাহসা ব্যাধের বাণে শ্যেনের পতন,
ভুজঙ্গ করিল ব্যাধে নশ্বর দংশন,
সে দংশনে হইলেক ব্যাধের মরণ,
সংসার দৈবের গতি বিচিত্র এমন!

৬৯

কাকঃসর্পঃ যদাহন্যাৎ তদারোদিষী মণ্ডুকী।
ধন্নুষা পিড্যমানেন কথং কিঞ্চিন্নভাষসে॥ *

কাক সর্প যবে তোমা করয়ে নিধন,
তখন করহ ভেক, বড়ই রোদন;

* এই শ্লোকে রামচন্দ্র কর্ত্তৃক ভেকের প্রতি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা এবং পরবর্ত্তী শ্লোকে ভেকের প্রত্যুত্তর দান বুঝিতে হইবে।

ধনুর পীড়নে মম বল কি কারণ,
সেইরূপ একবারো করনা ক্রন্দন !

৭০

অসাধু তাড়নে নাথ কর্ত্তারং সতং স্মরেৎ।
সএব কর্ত্তাচেদ্ধংসি ন জানে কিং স্মরাম্যহং ॥

অসাধুরা যবে মোরে করয়ে তাড়ন,
কর্ত্তাকে স্মরণ করি রক্ষিতে জীবন,
সে (আপনি) কর্ত্তা হয়ে বধিলে জীবন,
কাহার স্মরণ লব জানিনা এখন !

৭১

তীর্থেধেনু পথে গাভী গ্রামে চ ষড় বুড়িকা।
মম গোত্রে চ বংশে চ ভ্রমেঽপি ন চ দিয়তে ॥

বিদেশে বিপদ মুক্ত হয়ে কোন জন,
সঙ্গীর শুশ্রূষা প্রাপ্তে করেছিল পণ,
তীর্থ হতে দেশে যবে করিব গমন,
সে সময়ে ধেনু তোমা করিব অর্পণ,
পথে এসে বলে তোমা গাভী এক দিব,
গ্রামে গিয়া বলে ছয়বুড়ি কড়ি দিব।
বাটী এসে বলে, মম বংশে বা গোত্রেতে
ভ্রমেও না দেয় কিছু কস্মিন্ কালেতে।

৭২

নলিনী মলিনী দিবসাত্যয়ে
শশিকলা বিকলা ক্ষণদাক্ষয়ে।
ইতি বিধির্ব্বিদধে রমণী মুখং
ভবতি বিজ্ঞতমঃ ক্রমশোজনঃ ।।

নলিনী মলিনী হয় সন্ধ্যা সমাগমে,
শশাঙ্ক মলিন হয় দিবস আগমে,
তা দেখে সৃজিল বিধি রমণী বদন,
ক্রমশ বিজ্ঞতা লাভ করে জনগণ।

৭৩

কবিতে দুর্জ্জন সমক্ষে লঘুতয়া তাপিনী মা ভূয়াঃ।
আনন্দয়তি কিমন্ধং মৃদুগতিরিন্দীবরাক্ষীণাং ।।

হে কবিতে! করিলে দুর্জ্জনে অপমান
তাহাতে হ'য়ো না তুমি কভু ম্রিয়মাণ;
ইন্দীবর নয়নার সুমন্দ গমন,
তোষিতে কি পারে কভু অন্ধের নয়ন?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

——:o:——

১

হারো নারোপিতঃ কণ্ঠে ময়া বিশ্লেষভীরুণা।
ইদানী মাবয়োর্মধ্যে সরিৎসাগর ভূধরাঃ ॥

বিচ্ছেদের ভয়ে হার, করিয়াছি পরিহার,
দেই নাই কণ্ঠদেশে স্থান,
এবে কোথা গুণনিধি, ভূধর সাগর নদী,
করিয়াছে কত ব্যবধান।

২

নবীন কমল যুগ্মে বস্ত্রমেতৎ কথং বা
তব হৃদি সমলগ্নং দৃশ্যতে কেন নেতুং।
ইতি বদতি চ মূঢ় সুন্দরী সদ্বিবেচে
রবিকিরণ ভয়েনাচ্ছাদিতং পদ্ম যুগ্মং ॥

নবীন কমল দুটী, দরশনে পরিপাটী,
বসনে আবৃত কেন করেছ তা ললনা?
তব হৃদে লগ্ন যাহা, দরশন করি তাহা,
হৃদি হতে নিয়ে যেতে কে পারে গো বলনা?
শুনিয়া সুন্দরী বলে, দর্শকেরে কুতুহলে,
ভাল তব বিবেচনা দেখ না হে ভাবিয়া,
রবির কিরণ পেয়ে, ফুটে যাবে এই ভয়ে—
রেখেছি কমলদ্বয়ে বসনেতে ঢাকিয়া!

৩

ইন্দীবরেণ নয়নং মুখমম্বুজেন
কুন্দেনদন্তমধরং নবপল্লবেন।
অঙ্গানি চম্পকদলৈঃ স বিধায় ধাতা
কান্তে কথং ঘটিতবানুপলেন চেতঃ ॥

নব ইন্দীবর দিয়া নয়ন যুগল,
মুখ নিরমিল দিয়া প্রফুল্ল কমল,
কুন্দপুষ্পে দন্ত, নব পল্লবে অধর,
কোমল চম্পকদলে অঙ্গ মনোহর,
কোমল পদার্থে কান্তে, সমস্ত সৃজিয়া,
পাষাণে নির্ম্মিল কেন বিধি, তব হিয়া?

৪

বিরহানল সন্তপ্তা তাপিতাঃ কাপি কামিনী।
লবঙ্গানি সমুৎসর্জ্যগ্রহণে রাহবে দদৌ ॥

বিরহ দহন তপ্ত নারী কোন জন—
লবঙ্গ উৎসর্গি, করে রাহুকে অর্পণ;
যে হেতু গ্রহণ কালে লঙ্গাহার করি,
জীর্ণ করি ফেলিবেক চাঁদে, না উগরি।

৫

যে যে খঞ্জন মেক মেব কমলে পশ্যন্তি দৈবাৎ ক্বচিৎ
তে সর্ব্বে কবয়োভবন্তি সুতরাং বিখ্যাত ভূমিণ্ডজঃ।
তদ্বক্ত্রাম্বুজ নেত্রখঞ্জনযুগং পশ্যন্তি যে যে জনা
[স্তে তে মন্মথবাণজালবিকলা মুগ্ধে কিমত্যদ্ভুতং ॥

কমলে খঞ্জন পাখী, দৈবাৎ দেখিলে নাকি
কবি আর ধরাপতি হয় সেই জন লো;
বদনকমল পরে, নয়ন-খঞ্জন হেরে,
কেন মুগ্ধে! স্মর-শরে-বিদ্ধ নরগণ লো?

৬

কিং কিং রক্তমুপেত্য চুম্বসি বলা ন্নির্লজ্জ লজ্জানতে
বস্ত্রান্তং শঠ মুঞ্চ মুঞ্চ সপথৈঃ কিং ধূর্ত্তনির্ব্বঞ্চসে।
খিন্নাহং তবরাত্রিজাগরবশাত্তামেব যাহি প্রিয়াং
নির্ম্মাল্যোজ্ঝিত পুষ্পদামনিকরে কা ষট্‌পদানাং রতিঃ॥

হে নিলাজ পুনঃ পুনঃ, কি জন্য মুখচুম্বন,
করিতেছ লজ্জা নাই মনে;—
ছাড় হে বসনাঞ্চল, কেন শঠ কর ছল,
শপথ ত্যজহ ক্ষণে ক্ষণে;
কাতরা তোমার তরে, রাত্রি জাগরণ করে,
চলে যাও নবীনার স্থানে,
নির্ম্মাল্য কুসুম পরে, চিত্ত বিনোদন তরে,
মধুকরে কে হেরে কখনে?

৭

কেয়ং ভবিষ্যতি বিনিদ্রসরোরুহাক্ষী
কামস্য কাপি দয়িতা তনুজানুজাবা।
এনাং বিলোকয়তি যস্তরুণস্তদানীং
কামস্তমস্তকরুণ স্ত্বরিতং নিহন্তি॥

কে এরূপবতী বামা পঙ্কজ নয়না ?
ভগিনী, দয়িতা কিম্বা কন্দর্পের কন্যা।
যখনই যুবকগণ করে বিলোকন,
নিষ্করুণ হয়ে কাম করে নিপীড়ন !

৮

কলঙ্কী নিঃশঙ্কং পরিতপতু শীতদ্যুতিরসৌ
ভুজঙ্গব্যাসঙ্গী বমতু গরলং চন্দনরসঃ।
স্বয়ং দগ্ধো দাহং জনয়তু মনোভূস্ত্বমপি ভো
জগৎপ্রাণ প্রণানপহরসি কিন্তে ব্যবসিতং॥

নিজেই কলঙ্কী শশী, অতএব প্রতিনিশি,
তাপে দগ্ধি করিতেছে মোরে জ্বালাতন হে ;
ভুজঙ্গ-সংসর্গগত, সুগন্ধিচন্দন যত,
নিরন্তর করিতেছে বিষ উদ্গারণ হে;
হর নেত্র-হুতাশনে, দগ্ধ দেহ যেই জনে,
সে জন দহিবে মোরে ইতে কি সংশয় হে;
কিন্তু হে জগৎ প্রাণ, তুমি যে হরিছ প্রাণ
ইহা কভু তব পক্ষে উচিত না হয় হে !

৯

ন যাতশ্চূর্ণত্বং কথমহহ পাথোধিমথনে
ন ভস্মীভূতোঽসি স্মরবিজয়িনো নেত্রশিখিনা।
শশাঙ্ক স্বর্ভানোরপি কবলনাজ্জীবসি যতো
দুরাত্মা দীর্ঘায়ুর্ভবতি যুগধর্ম্মস্য মহিমা।

সমুদ্র মন্থনে, না মরিলে প্রাণে
ওহে কুমুদিনী স্বামী!
হর নেত্রানলে, ভস্ম নাহি হলে
হে দশাশ্ব-রথ-গামী!
রাহু গ্রাসে হায়, পরাণ না যায়,
দহিতেছ মোর মর্ম্মে,
বুঝিনু নিশ্চয়, দীর্ঘ আয়ু হয়,
খল লোক কাল ধর্ম্মে!

১০

বক্ষসি বহসি গিরীন্দ্রৌ ত্রিভুবনজয়িনী কটাক্ষেণ।
সরলে ত্বং যদ্যবলা কম্বলবস্তুং বিজানীয়াম্॥

বক্ষেতে যুগল গিরি করেছে ধারণ
কটাক্ষে ও জয় করে থাক ত্রিভুবন;
ইহাতেও তুমি যদি হইবে অবলা,
ত্রিভুবনে বলবান কে হবে সরলা?

১১

নিশেয়ং বাসন্তী ক্বণতি বধুরং কোকিলযুবা
কলানাথঃ পূর্ণঃ পরিণতকলানায়কমুখী।
পদান্তে কান্তোঽয়ং তদপি তনুষে মানমধুনা
ন জানীমঃ কাবা সমজনি দশা পুষ্পধনুষঃ।

বাসন্তী যামিনী গায় পিকবর,
গগনে শোভিত চন্দ্রমা সুন্দর,

চরণ সকাশে কান্ত নিরন্তর,
তবু চন্দ্রাননা মানী ঘোরতর!
অতএব আমি না জানি কারণ,
কি দশা কামের হয়েছে ঘটন!

১২

স্নিগ্ধমালপসি রুক্ষমেব বা ত্বৎ কথা ভবতু মে রসায়নম্।
শীতলং সলিলমুষ্ণমেব বা পাবকং হি শময়েন্নসংশয়ঃ॥

মিষ্ট কিম্বা রুষ্ট বাক্যে কর সম্ভাষণ,
তাহাতেই প্রীতিপূর্ণ হবে মম মন।
উষ্ণ কিম্বা সুশীতল হয় যদি জল,
তাহাতেই নির্ব্বাপিত হইবে অনল।

১৩

নিন্দামি কিং মলয়চন্দন গন্ধবাহং
কিংবা সুধানিকরধাম তিরস্করোমি।
চূতঃ স্বহস্ত সলিলৈরপি পরিবর্দ্ধিতোঽয়ং
মাং তাপিনীং দহতি হন্ত নবাঙ্কুরেণ॥

কি বলিয়া নিন্দা করি মলয়পবনে?
কি বলিয়া নিন্দা করি কুমুদরঞ্জনে?
স্বহস্তে সিঞ্চিয়া বারি যেই চূতবরে
রক্ষিলাম, সেও দহে নবীন অঙ্কুরে!

১৪

অপূর্ব্বো দৃশ্যতে বহ্নিঃ, কামিন্যাঃ স্তনমণ্ডলে।
দূরতো দহতে গাত্রং, হৃদি লগ্নে চ শীতলঃ॥ *

* যমুনার জলে অবগাহনার্থ সমাগতা কোন কামিনীকে অবলোকন করিয়া, নায়কের উক্তি; পরবর্ত্তী শ্লোকে কামিনীর প্রত্যুত্তর এবং তৎপরবর্ত্তী শ্লোকে নায়কের পুনরুত্তর দান বুঝিতে হইবে।

কি অপূর্ব্ব হুতাশন, দৃষ্ট হয় অনুক্ষণ,
কামিনীর রমণীয় স্তনে;
দূর হ'তে দহে গাত্র, হৃদয়ে সংলগ্ন মাত্র
সুশীতল করে দেহ মনে।

১৫

পরস্ত্রী যৌবনং দৃষ্ট্বা, কামাগ্নৌ যদি পীড়িতঃ।
গলে চ কলসং বদ্ধা, নিমজ্জ যমুনা জলে॥

পরস্ত্রী যৌবন-ধন, করি তুমি বিলোকন
কামানলে মর যদি জ্বলে;
গলেতে কলসী বাঁধি, ডুব তবে রসনিধি,
সুগভীর যমুনার জলে!

১৬

কুচকুম্ভৌ গলে বদ্ধা, দ্বৌবাহূ রজ্জু মে বচ।
যৌবনং যমুনা দৃষ্ট্বা, তজ্জলে মজ্জেয়ং ময়া॥

কুচ দুটী কুম্ভোপম, বাহু দুটী রজ্জু সম,
গলে বাঁধি ওলো বিনোদিনি;
যৌবন-যমুনা-জলে, মগ্ন হয়ে কুতুহলে
চিরকাল থাকিব লো ধনি!

১৭

ইয়ং ব্যাধায়তে বালা ভ্রূরস্যাঃ কার্ম্মুকায়তে।
কটাক্ষাস্তু শরায়ন্তে মনোমে হরিণায়তে॥

ব্যাধরূপী এই ধনী, ভ্রূযুগ কার্ম্মুকমান
কুটিল-নয়ন-দৃষ্টি, শর সম তায় গো ;
মৃগরূপ মোর মনে, বধিবারে সযতনে
হানিছে কটাক্ষ বাণ, বুঝি প্রাণ যায় গো !

১৮

কুচদ্বয়ং পঙ্কজ কোরকোপমং
মৃগাদৃশীং পশ্যতি সাদরং মুহুঃ ।
ইনোদয়াদ্ভীতা বিকাশ শঙ্কয়া
মুখক্ষপানাথং মুহুঃ প্রদর্শয়েৎ ॥

পঙ্কজ কলিকাসম, কুচ দুটী মনোরম
মুহু বিলোকন ধনি, করিতেছ নয়নে ;
তপনের কর পেয়ে, ফুটে পাছে এই ভয়ে,
মুখরূপ নিশানাথে দেখাইছ সঘনে ।

১৯

পঞ্চত্বং তনুরেতি ভূতনিচয়াঃ স্বাংশে বিশন্তু ধ্রুবং
ধাতারং প্রণিপত্য নম্র শিরসা যাচেঽহমেকং বরম্ ।
তদ্বাপীষু পয়স্তদীয়মুকুরে জ্যোতিস্তদীয়াঙ্গনে
ব্যোম্নি ব্যোম ধরা চ বর্ত্মনি তথা তত্তালবৃন্তোঽনিলঃ ॥

আমার মরণ হলে, পঞ্চভূত পঞ্চস্থলে
অবশ্যই হইবে মিলন,
প্রণমি বিধির প্রতি, করি আমি এ মিনতি,
হেন বর করুন অর্পণ,—
কান্তের সরসী জলে, মিশে যেন দেহ জলে,
জ্যোতিঃ পড়ে নাথের মুকুরে,

তাহার প্রাঙ্গনাকাশ, হয় মম দেহাকাশ,
বায়ু যায় ব্যজন সমীরে,
যেই পথে কান্ত চলে, দেহ অংশ সেই স্থলে,
মাটী হয়ে মিশে ধরাসনে,
সমস্তই এ প্রকারে, যেন কান্তে সেবা করে
কান্ত ছাড়া না থাকে কখনে !

২০

শ্বশুরস্য গৃহে যাসি কথং রোদিসি সুন্দরি।
আনন্দো হৃদি মে মূঢ় হরি সংকীর্ত্তনে যথা ॥

শ্বশুরের ঘরে ধনি, করিছ গমন,
এসময়ে রোদন করহ কি কারণ?
ওহে মূঢ়, আনন্দেতে করিছি রোদন,
হরি সংকীর্ত্তনে যথা কাঁদে ভক্তজন !

২১

ঝটিতি প্রবহ গেহে মাবহিঃ তিষ্ঠকান্তে
গ্রহণ সময় বেলা বর্ত্ততে শীতরশ্মেঃ।
অতি সুবিমল কান্তিং বীক্ষ নূনং স রাহুঃ
গ্রসতি তব মুখেন্দুং পূর্ণচন্দ্রং বিহায় ॥

চন্দ্রের গ্রহণ বেলা, হয়েছে উদয় লো,
বাহিরে থেক না ধনি, তুমি এসময় লো,
হেরি তব সুবিমল মুখচন্দ্র ভাস লো,
পূর্ণচন্দ্র ত্যজি, রাহু করিবেক গ্রাস লো !

২২

অহে কৃশাঙ্গি জনকাত্মজার্থে
দশাননে আপি দশাননানি্।
ইদং ত্বদর্থে যদি পঙ্কজাক্ষি
শিরোমদীয়ং যদি যাতি যাতু॥

শুন হে কৃশাঙ্গি বালে, মোর নিবেদন,
সীতা হেতু দশ মাথা হারায় রাবণ;
তব জন্য যদি মম পঙ্কজনয়নে,
এক শির যায়, যা'ক, ভাবনা কি মনে!

২৩

যদি যাস্যসি নাথ নিশ্চিতং; যামি যামি বচনং হি মা বদ।
অশনেঃ পতনে ন কিং বেদনা, পতন জ্ঞানমতীব দুঃসহম্

যদ্যপি নিশ্চিত নাথ করিবে গমন,
"যাই যাই" এই বাক্য বল না কখন।
অশনি পতনে বড় ক্লেশ নাহি হয়,
পড়িবে বলিয়া ভয় হয় অতিশয়!

২৪

মা যাহি তদমঙ্গলং নিজপতে স্নেহেন শূন্যং বচঃ
তিষ্ঠেতি প্রভুতা যথারুচি কুরু প্রোক্তোপ্যুদাসীনতা।
ইত্যালোচ্য মৃগীদৃশা নিজপুটে নাচ্ছাদ্য কিঞ্চিন্মুখং
ব্রীড়া নম্রমুখী কদম্বমুকুলে দৃষ্টিঃ সমারোপিতা॥

"যেও না" বলিলে কান্ত, হবে শুভ নাশ,
"যাও" বাক্য স্নেহ শূন্য করয়ে প্রকাশ,

"থাক" যদি বলি হয় প্রভুতা জ্ঞাপন,
"যাহা ইচ্ছা কর" উদাসীনের বচন,
এত বলি নিজ করে আচ্ছাদি বদন,
লজ্জায় বিনম্রমুখী হইয়া তখন,
পতিরে যৌবনসুখ স্মরিবার তরে,
কদম্বমুকুলে বালা স্থির দৃষ্টি করে।

২৫

ইষন্মুদিতমম্বুজং কুমুদিনী কিঞ্চিৎ সমুল্লাসিনী
চক্রীচক্র বিয়োগিনী পতীভয়াদ্বালাবধূ স্ত্রাসিনী।
যূনীবেশ বিধায়নী বিরহিনী নেত্রাম্বুসংবাহিনী
ভানৌ যাতি নগেন্দ্রকেন্দ্রকুহরে দৃষ্টং হি চাত্যদ্ভুতং ॥

রবি অস্তমিত হলে, অদ্ভুত অবনীতলে,
দৃষ্ট হয়ে থাকে নিরন্তর;
কিঞ্চিৎ মুদয়ে পদ্ম, প্রকাশে কুমুদ সদ্যঃ,
চক্রী চক্রবাক স্থানান্তরে;
পতির ভয়েতে ভীতা, বালা বধূ কম্পান্বিতা,
যুবতী উল্লাসে বেশ ধরে;
বিরহিনী দুঃখ ভরে, নেত্র নীর গাত্রে ঝরে,
মর্ম্মদাহে দহি দহি মরে!

২৬

জয়দ্রথ বধে রাজন্ সুযোধন ধনঞ্জয়।
সবিতরাং প্রবীক্ষতঃ প্রৌঢ়াবালাবধূরিব ॥

জয়দ্রথ বধকালে পার্থ দুর্য্যোধন,
বার বার সূর্য্যদেবে করে নিরীক্ষণ।

বালা বধূসম সূর্য্যে দেখে ধনঞ্জয়,
মনে মনে বলে যেন অস্ত নাহি হয়!
প্রৌঢ়া বধূসম দৃষ্টি করে দুর্য্যোধন,
কতক্ষণে অস্তমিত হইবে তপন!

২৭

বাহুদ্বৌ চ মৃণালমাস্যকমলং লাবণ্যলীলাজলং।
শ্রোণিতীর্থশিলা চ নেত্রসফরং ধম্মিল্লশৈবালকং।
কান্তায়াঃ স্তনচক্রবাকযুগলং কন্দর্পবাণানলৈ-
র্দগ্ধানামবগাহনায় বিধিনা রম্যং সরো নির্ম্মিতং॥

বাহুদুটী মনোরম, নলিনী মৃণালোপম,
বদনকমলতুল্য অ.তি শোভা হয়েছে;
শ্রোণিতার্থশিলাসম, ধম্মিল্ল শৈবালোপম,
নয়নশফরী আহা সুচঞ্চল রয়েছে;
স্তন চক্রবাক মত, জোড়া বাঁধা অবিরত,
ললিতলাবণ্যলীলা জলসম হয়েছে;
কন্দর্পের বাণানলে, যে জন নিয়ত জ্বলে,
তারি স্নান তরে, বিধি রম্য সরঃ গড়েছে!

২৮

আয়াতা মধুযামিনী যদি পুনর্নায়াতি এব প্রভুঃ
প্রাণা যান্তু বিভাবসৌ যদি পুনর্জ্জন্মগ্রহং প্রার্থয়েৎ।
ব্যাধঃ কোকিলবন্ধনে বিধুপরিধ্বংসে চ রাহুগ্রহঃ
কন্দর্পে হরনেত্রদীধিতিরহং প্রাণেশ্বরে মন্মথঃ॥

আগত বসন্ত নিশি, সুবিমল দশ দিশি,
যদি সখি! না আসেন প্রভু লো;
প্রাণ যাবে হুতাশনে, পুনঃ জনম ধারণে—
প্রার্থনা করি বা যদি কভু লো;
কোকিল বন্ধন তরে, ব্যাধ হব বনান্তরে,
রাহু হব চন্দ্রে নাশিবারে লো;
বিনাশিতে মনোভব, হর-নেত্র-বহ্নি হব,
মন্মথ নাশিতে প্রাণেশ্বরে লো!

২৯

কস্মাদ্দূতি শ্বসসি বিষমং সত্বরাবর্ত্তনেন
অষ্টোরাগঃ কিমধরপুটে তৎকথা জল্পনেন।
ভ্রষ্টাচেয়ং কিমলকালতা তৎপাদালুণ্ঠনেন
বাসস্তস্য পরিধৃতা কথং প্রত্যয়ার্থং তবৈব॥

কি হেতু গো দূতি তব এবিষম শ্বাস?
সত্বর আসিতে এত শ্বাসের প্রকাশ!
অধরের বর্ণ তব কি জন্য মলিন?
তব কথা আন্দোলনে হল বর্ণহীন!
অলকা বিচ্যুত তব হল কি কারণ?
কত যে সেধেছি পদে করিয়া লুণ্ঠন!
বসন বদল কেন হইল তোমার?
বিশ্বাস না হয় যদি বাক্যেতে আমার!

৩০

অথ যদি তব চিত্তে সাপরাধোস্মি বালে
তব নিজ ভুজবল্যা বন্ধনং মে বিধেহি।
যদি পুনরহমন্যাং চেতসা চিন্তয়ামি
তব নিজ কুচযুগ্মং বিষ্ণুতুল্যং স্পৃশামি ॥

যদি আমি, বিধুমুখি, অপরাধী হয়ে থাকি,
বাহুলতিকায় মোরে করহ বন্ধন লো ;
পুনঃ যদি অন্যে স্মরি, বলিতেছি দিব্য করি,
বিষ্ণুসম কুচযুগ্ম করি পরশন লো !

৩১

অধুনৈব কুরঙ্গাক্ষি জহার জগতাং মনঃ।
ন জানে যৌবনারম্ভে জীবনস্য চ কা গতি ॥

এখনি কুরঙ্গ-আঁখি, জগতের মন দেখি,
অবহেলে করিছ হরণ ;
যৌবন আগত হলে, জানি না গো কোন ছলে,
কোন পথে চলিবে জীবন !

৩২

রে রে মারুদি মারুদি কং কং নহি ভ্রমত্যসৌ।
কটাক্ষ ক্ষেপ মাত্রেণ, করাকৃষ্টস্য কা কথা॥ *

কটাক্ষ নিক্ষেপ করি, কারে অয়ি কৃশোদরি,
ভ্রামিত না কর ধরা'পরে,
তুমিত আকৃষ্ট করে, ঘুরিতেছ কড়মড়ে,
রোদন ত্যজহ ইহা স্মরে।

---

* কোন যুবতী স্ত্রীর করাকৃষ্ট ঘূর্ণায়মান চড়কা যন্ত্রের কড়মড় শব্দ শ্রবণে কোন কবির উক্তি।

৩৩

তন্বীবালা কৃশতনুরিয়ং ত্যজ্যতামত্রশঙ্কা
দৃষ্টাকুত্র ভ্রমর ভরতো মঞ্জরী ভঞ্জনীয়া।
তস্মাদেতদ্ভ্রমণ সময়ে নির্দ্দয়ং পীড়নীয়া
মন্দাক্রান্তা ত্যজতি ন রসমিক্ষুবল্লী কদাপি ॥

কৃশতনু বালা আমি, ইহা দেখে ওহে স্বামি,
করনা অন্তরে কিছু ভয় ;
কোথায় দেখেছ কবে, ভ্রমরের ভার লভে,
কুসুমমঞ্জরী ভঙ্গ হয় ?
অতএব রসময়, সুরতের এ সময়,
ক্রীড়া কর হইয়ে নির্দ্দয় !
মন্দ মন্দ আক্রমিলে, কিছু মাত্র নাহি মিলে,
ইক্ষুদণ্ডে রস মধুময় !

৩৪

যা পাংশুপাণ্ডুরবপুর্ব্বিরসা পুরাসীৎ
শৈবালকাঙ্কুরলতামধুনা বিভর্ত্তি।
বক্রং প্রসর্পতি তনোর্ব্বিতনোতি ভঙ্গীং
প্রায়ঃ পয়োধরসমুন্নতিরত্র হেতুঃ ॥

যে বালা ও তটিনী আছিল পাংশুময়,
বিরসা সুক্ষীণদেহা পূর্ব্বে অতিশয়,
শৈবাল, অলকালতা করিয়ে ধারণ,
বক্র ভাবে ভঙ্গীক্রমে করিছে গমন !
অতএব মহাশয়, জানিলাম সার
পয়োধর সমুন্নতি,* কারণ ইহার !

---

* "পয়োধর সমুন্নতি" নদী পক্ষে মেঘ বাহুল্য এবং স্ত্রী পক্ষে স্তনোন্নতি।

৩৫

অচুচুরুচ্চারু চকোর লোচনা
শ্রিয়ং কিমিন্দোরথবাম্বুজন্মনঃ।
যতো জনঃ কশ্চন বীক্ষ্যতে যদা
পিধায় গোপায়তি স্বাননং তদা॥

বুঝি এই চকোর নয়না সুবদনী,
শশী বা কমল কান্তি হরিয়াছে ধনী!
যে কেহ যখন এরে করে বিলোকন,
বসনে চোরের মত ঢাকিছে বদন!

৩৬

বধূললাটোদিত বালভানুনা
মুখারবিন্দং স্ফুটিতং বিলোক্য।
স্ফুটেচ্চেদন্যৎ কলিকেতি শঙ্কয়া
বিধুর্বিধাত্রা গমিতো রবেরধঃ॥

ললাটে সিন্দুর বিন্দু বাল সূর্য্য সম,
সে কিরণে মুখ পদ্ম ফুটিল উত্তম।
পঙ্কজ কলিকা দু'টী পাছে ফুটে যায়,
রবির নিম্নেতে বিধি রাখে চন্দ্রমায়!

৩৭

দৃষ্টিং দেহি পুনর্ব্বালে কমলায়ত লোচনে।
শ্রূয়তেহি পুরালোকে বিষস্য বিষমৌষধম্॥

ওলো ধনি! সুবদনি ইন্দীবর নয়না,
কুটিল-কটাক্ষে কেন পুনঃ দৃষ্টি করনা?

"শুনিয়াছি পুরা কালে, লোকে এই ভাষে লো,
বিষের ঔষধ বিষ, বিষে বিষ নাশে লো!"

৩৮

রাধে ত্বং পরিমুঞ্চ্য নীলবসনম্ আরোহ নাবং মম
বায়ো র্বারিধরং ভ্রমাদ্ধে সুভগে মগ্নাভবেন্নৌরিয়ং।
সত্যং তদ্বসনান্তরং পরিদদম্যাদৌ তবেদং বপুঃ
শ্যাম শ্যাম নবীন নীরদনিভং তক্রেঃ সমাচ্ছাদ্যতাং॥

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

রাধে তুমি নীল বর্ণ বস্ত্র পরিহরি,
পরে আরোহণ কর আমার এ তরি,
মেঘ জ্ঞান করি নীল বসনে তোমার,
বাতাস বাড়িয়ে নৌকা ডুবাবে আমার।

রাধার উক্তি।

বসন অন্তর হরি অল্প কাজ মম,
এই যে শরীর তব নব-ঘন-শ্যাম,
আগে এস ঘোল ঢালি শরীরে তোমার,
শ্বেত বর্ণ করি তোমা লই এইবার!

৩৯

রাধে চৌর্য্যগুণাসি কেশব বদ কিন্তে ধনং কস্তুবা
হংসীজানু মৃগাক্ষিণী বিধুসুধা হস্তীন্দ্রকুম্ভদ্বয়ং।
মচ্চিত্তং হরিমধ্যকং বিধিকৃতং মমে নবন্যাদিবৎ
ইত্যেতৎ কেলিকলয়া রাধিকয়া মুগ্ধো হরিঃ পাতুবঃ

রাধে, তব চুরিগুণ দেখি বিলক্ষণ ?
কার কি করেছি চুরি, কহ নারায়ণ ?
"হংসীর হরেছ জানু, মৃগের নয়ন,
করীন্দ্রের কুম্ভদুটি করেছ স্মরণ,
বিধুর অমৃত, কেশরীর মধ্যদেশ,
আমার করেছ মন চুরি অবশেষ !„
রাধা বলে বিধিকৃত আমার এ সব,
"ননী চুরি" মত নহে জানিবে কেশব !
এইরূপে রাধা সহ কেলিলীলাপর—
শ্রীহরি করুন সবে রক্ষা নিরন্তর।

৪০

কস্তূরীবরপত্র ভঙ্গনিকর ভ্রষ্টং ন গণ্ডস্থলং
নো লুপ্তং সখি চন্দনং স্তনতটে ধৌতং ন নেত্রাঞ্জনং।
রাগো ন স্খলিতস্তবাধরপুটে তাম্বুল সম্বর্দ্ধিতঃ
কিং রুষ্টাসি গজেন্দ্রমন্দগমনে কিম্বা মৃতুস্তে পতিঃ॥ *

শুন ওলো সহচরি ! একি হেরি মরি মরি,
কপোলে কস্তূরী লেপ সমভাবে রয়েছে ;
স্তন তটে যে চন্দন, লুপ্ত নহে কি কারণ
নয়ন অঞ্জন ধৌত কিছুই না হয়েছে ;

---

* কোন প্রোষিতভর্তৃকা প্রভাতে সখী কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া, পরবর্তী শ্লোকে সখীর প্রতি প্রত্যুত্তর করিলেন। প্রোষিতভর্তৃকা যথাঃ—

পরবাসে আছে পতি মুদিতা বিরহে
প্রোষিতভর্তৃকা তারে কবিগণ কহে।
ভারতচন্দ্র (রসমঞ্জরী)

তাম্বূলের রাগাধরে, পূর্ব্ব মত শোভাকরে,
স্বামী গৃহে নিশি বঞ্চি হেন ভাব কেনে লো ;
সত্য কি তোমার পতি, রতি রসে মৃদু অতি ?
অথবা করেছ রাগ রাত্র তার সনে লো !

৪১

সমায়াতে কান্তে কথমপি চ কালেন বহুনা
কথাভির্দেশানাং সখি রজনীচার্দ্ধং গতবতী।
ততো যাবল্লীলা কলহ কুপিতাস্মি প্রিতমে
স পত্নীব প্রাচীদিশমগমত্তাবদরুণঃ ॥

বহুকাল পরে সখি! এলো প্রাণনাথ,
অর্দ্ধ রাত্র দেশ বার্ত্তা কহি তাঁর সাথ,
তার পরে কলহে কোপের লীলা খেলা,
করিতে করিতে রাত্রি প্রায় চলি গেলা,
হেন কালে পূর্ব্বদিকে সপত্নীর মত,
উদয় হইল ভানু, হেরি নিশি গত!

৪২

কালিন্দীসলিলং পয়োদপটলং ব্যাকোশমিন্দিবরং
সুস্নিগ্ধাঞ্জনসঞ্চয়ো মরকতস্তম্ভ স্তমোমণ্ডলং।
বিস্মৃতং যদি নির্দ্দয়ং নবঘনং শ্যামং সমীহে বলা
এতৈরেব নিষিধ্যতে কিমধুনা কর্ত্তব্যো মাং তদ্বদঃ ॥

কালিন্দী নদীর জল, জলধর দল,
প্রস্ফুটিত ইন্দীবর অঞ্জন সকল,
মরকতস্তম্ভ আর তমস মণ্ডল,
ইত্যাদি কালীয় বর্ণ দ্রব্য যে সকল,

নির্দ্দয় শ্যামেরে যদি চাহি ভুলিবারে,
এ সকল হেরি পুনঃ মনে পড়ে তারে !
ইহার উপায় চিন্তা করিয়া ত্বরায়,
অধুনা কি করি, সখি! বল না আমায় !

৪৩

শৃণু শৃণু সখি সর্ব্বে নন্দসূতস্থবৃত্তং
হরয়তি মমবস্ত্রং গর্গরিং ভূষণাঙ্গং।
বদতি বদতি সর্ব্বে ভাগিনেয়ং মমৈব
কচয়তি কুচযুগ্মং তৎপরে কিঞ্চকথ্যং ॥

শুন শুন সখিগণ ! নন্দ সুত বিবরণ
হরিছে বসন ভূষা ঘাগরী আমার লো ;
ভাগিনেয় সবে কয়, তবে কেন হেন হয়,
কুচ কচলয়ে, পরে কি কহিব আর লো !

৪৪

নন্নু দিবৈব বরং ন পুনর্নিশা
নন্নু নিশৈব বরং ন পুনর্দ্দিবা
উভয়মেব যাতু রসাতলং
প্রিয়জনেন ন যত্র সমাগমঃ ॥

দিবাই উত্তম পুন রাত্রি যেন হয় না,
নিশাই উত্তম সখি! দিবা যেন রয় না,
দিবা নিশা উভয়েই যা'ক রসাতলে লো,
প্রিয়জন সহ দেখা নহে যেই স্থলে লো !

৪৫

জাগর্ত্তিলোকো জ্বলতি প্রদীপঃ
সখিগণঃ পশ্যতি কৌতুকেন।
মুহূর্ত্তমাত্রং কুরুকান্ত ধৈর্য্যং
কুভুক্ষিতঃ কিং দ্বিকরেণ ভুংক্তে॥

জাগরিত সর্ব্বজন, জলিছে প্রদীপ পুনঃ,
কৌতুকে দেখিছে রঙ্গ সখীগণ তায় হে;
ওহে কান্ত নটবর! মুহূর্ত্ত ধৈরয ধর
ক্ষুধাতুর হলে বল দুহাতে কি খায় হে?

৪৬

যামিন্যেষা জলদপটলৈর্বহুভিরন্ধকারা
নিদ্রাং যাতি মম পতিরসৌ ক্লেশিতঃ কর্ম্মদুঃখী।
বালাচাহং মনসিজভয়প্রাপ্তগাঢ়প্রকম্পা
গ্রামশ্চৌরভয়ৈরুপহতঃ পান্থ নিদ্রাং জহিহি॥

জলদপটলে এই রাত্রি অন্ধকার,
কর্ম্মশ্রমে নিদ্রাগত বল্লভ আমার.
বালা আমি প্রকম্পিতা মনসিজ বাণে,
চোর ভয় বড় পান্থ জাগ সাবধানে

৪৭

দিনদ্বয়ং ধৈর্য্যকুরুস্ব কান্ত
পরাঙ্গনা সঙ্গমনং জহিহি।
মদেকবাক্যং শৃণু কান্তধীর,
দুর্ভিক্ষ মল্লং স্মরণং চিরায়ুঃ॥

ওহে কান্ত ! দু'টী দিন ধৈর্য্য ধর মনে,
পরাঙ্গনা সঙ্গ ত্যাগ করহ যতনে,
অতি অল্প থাকে বটে দুর্ভিক্ষ সময়,
কিন্তু তাহা চিরকাল স্মরণীয় হয় !

৪৮

যাং চিন্তয়ামি সততং ময়ি সা বিরক্তা
সা চান্যমিচ্ছতি জনং স জনোঽন্যরক্তঃ।
অস্মৎ কৃতেঽপি পরিতুষ্যতি কাচিদন্যা
ধিক্ তাঞ্চ তঞ্চ মদনঞ্চ ইমাঞ্চ মাঞ্চ ॥*

যার প্রতি মোর মতি, সে বিরক্তা মম প্রতি,
কিন্তু প্রীতি করে অন্য জনে ;
পুনঃ সেই জনে হায়, অন্যের প্রেমের দায়,
বদ্ধ হয়ে আছে অনুক্ষণে ;
সেই অন্যা তার প্রতি, কিছুই না করে প্রীতি,
মোরে ভাল বাসে কিন্তু অতি ;
অতএব তারে ধিক্! ইহার উহারে ধিক্ !
মোরে ধিক্, ধিক্ রতিপতি !

---

* কথিত আছে, কোন উদাসীন, রাজা ভর্ত্তৃহরিকে অকালে একটী চূত ফল প্রদান করিয়া বলেন, ইহা ভক্ষণ করিলে চিরযৌবনসম্পন্ন হইবেন ভোগ-বিশ্বাসপরায়ণ রাজা উহা স্বয়ং ভক্ষণ না করিয়া, প্রগাঢ় অনুরাগবশত স্বীয় প্রিয়তমা মহিষীকে প্রদান করিয়াছিলেন। মহিষী আবার রাজ অপেক্ষা অন্য পুরুষে বিশেষ অনুরক্তা ছিলেন ; সুতরাং তাহাকেই প্রদান করেন। সেই পুরুষ ও আবার মহিষী অপেক্ষা অন্য কামিনীতে অতিশ অনুরক্ত ছিল, সুতরাং তাহাকেই দান করে। সেই মহিলা আবার রাজ ভর্ত্তৃহরিকে ভাল বাসিত, সুতরাং তাঁহাকেই দান করিয়া চরিতার্থ হইল রাজা পুনরাগত চূতফল দর্শন করিয়া কারণ অনুসন্ধানপূর্ব্বক, আক্ষে করিয়া বক্ষ্যমাণ শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন। এবং সংসার-আশ্রমে ধিক্কা দিয়া অচিরে বানপ্রস্থ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

৪৯

মনাগপি ন শোচামি তব বন্ধো অদর্শনে।
অতি প্রিয়তমাঃ প্রাণাঃ কেষাং নয়ন গোচরাঃ ॥

তব অদর্শনে বন্ধু শোক নাহি করি,
অতি প্রিয় প্রাণ, কে দেখেছে নেত্র ভরি?

৫০

শ্লাঘ্যং নীরসকাষ্ঠতাড়নশতং শ্লাঘ্যঃ প্রচণ্ডাতপঃ
শ্লাঘ্যং পঙ্কবিলেপনং পুনরিহ শ্লাঘ্যোঽতিদাহানলঃ।
যৎ কান্তাকুচকুম্ভবাহুলতিকাহিল্লোললীলাসুখং
লব্ধং কুম্ভবর ত্বয়া নহি সুখং দুঃখৈর্বিনা লভ্যতে ॥

নীরস কাষ্ঠের শত তাড়নাদি যত,
পঙ্ক বিলেপন, রৌদ্র ভোগ অবিরত,
প্রচণ্ড অগ্নির দাহ আদি যত ক্লেশ,
শ্লাঘ্য বলি মান মনে নাহি দুঃখ লেশ,
যেহেতু কান্তার কুচকুম্ভবাহুলতা—
হিল্লোলের সুখলাভ করিছ সর্ব্বথা;
অতএব কুম্ভবর জেন এই সার,
দুঃখ বিনা সুখলাভ না ঘটে কাহার।

৫১

ব্রহ্মৈব সর্ব্বমপরং ন চ কিঞ্চিদস্তি
তস্মান্ন মে সখি পরাপর ভেদ বুদ্ধিঃ।
জারে যথা গৃহপতৌ চ তথা রতির্মে
মূঢ়াঃ কিমর্থমসতীতি কদর্থয়ন্তি ॥

ব্রহ্ম ছাড়া কিছু নাই, ব্রহ্মময় সব ঠাঁই,
আত্মপর জ্ঞান ভেদ নাহি সখি মোরে লো;
পতি আর উপপতি, উভয়েতে তুল্য রতি,
ইহা দেখি পোড়া লোকে কত নিন্দা করে লো!

৫২

ক্ষিতিতলবিনিহিতনয়না লঘু লঘু গমনা প্রয়াতি বৃদ্ধেয়ম্।
অন্বেষয়তি সযত্নং যৌবনরত্নং মহার্ঘত্বাৎ॥

ক্ষিতিতলে দৃষ্টি করি, লঘু গমনেতে মরি,
এ যে বৃদ্ধা করিছে গমন;
মহার্ঘ-যৌবন-রত্নে, হারাইয়া অতি যত্নে,
বুঝি ওই করে অন্বেষণ!

৫৩

একোহি খঞ্জনবরো নলিনীদলস্থো
দৃষ্টঃ করোতি চতুরঙ্গ বলাধিপত্যং
কিম্বা করিষ্যতি ভবদ্বদনারবিন্দে
জানামি নো নয়ন খঞ্জন যুগ্মমেৎ॥

যে জন কমল পরে, একটী খঞ্জন হেরে,
চতুরঙ্গ সেনাপতি হয় সেই জন লো;
তোমার মুখপঙ্কজে, দুইটী খঞ্জন এ যে,
দৃষ্টি করি কি করিব জানিনা এখন লো!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—:০০:—

১

কস্য মাতা কস্য পিতা কস্য ভ্রাতা সহোদরঃ।
কায়প্রাণে ন সম্বন্ধঃ কাকস্য পরিবেদনা॥

কেবা মাতা কেবা পিতা কেবা ভ্রাতা হন,
কায়া সহ প্রাণে নাহি সম্বন্ধ যখন।

২

একবৃক্ষ সমারূঢ়া নানা পক্ষি বিহঙ্গমাঃ।
প্রভাতে দশদিক্ যান্তি কাকস্য পরিবেদনা॥

রজনী আগত হলে, এক বৃক্ষে নানা ডালে,
নানা পক্ষী করে অবস্থিতি,
প্রাতে দশদিকে যায় কেবা কা'রে ফিরে চায়
অসার সংসারে এই নীতি।

৩

কেশঃকাশস্তবকবিকাশঃ
কায়ঃ প্রকটিতকরভবিলাসঃ।
চক্ষুর্দগ্ধবরাটককল্পং
ত্যজতি ন চেতঃ কাম মনল্পং॥

কাশের স্তবক সম হয়ে যায় কেশ,
করভের পৃষ্ঠসম হয় পৃষ্ঠদেশ,

দগ্ধ কপর্দ্দকসম হয় দু'নয়ন,
তথাপি কামনা ত্যাগ নাহি করে মন।

৪

কালঃ সৃজতি ভূতানি কালঃ সংহরতে প্রজাঃ।
কালঃ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কালো হি দুরতিক্রমঃ॥

কালই স্মজন করে জীব সমুদয়,
পুনঃ সেই কালি সব ক'রে থাকে লয়,
নিদ্রিত কালেও কাল থাকে জাগরিত,
কাল অতিক্রম করা কঠিন নিশ্চিত

৫

জীর্য্যন্তি জীর্জ্জিতাঃ কেশাঃ দন্তাঃ জীর্য্যন্তি জীর্জ্জিতাঃ
ধনাশা জীবিতাশা চ জির্য্যতোহপি ন জীর্জ্জিতঃ॥

শুক্লবর্ণ ধরিল কালিম কেশচয়,
দিন দিন ক্রমে ক্ষীণ দন্তপাঁতি হয়,
ধন লাভ আশা আর বাঁচিবার আশ,
ম্রিয়মাণ হইয়াও না হয় বিনাশ।

৬

মোহ মুদ্গর।

মূঢ় জহীহি ধনাগম তৃষ্ণাং,
কুরু তনুবুদ্ধে মনসি বিতৃষ্ণাম্।
যল্লভসে নিজ কর্ম্মোপাত্তং,
বিত্তং তেন বিনোদয় চিত্তম্॥ (১)

ওহে মূর্খ! ধনার্জ্জন তৃষ্ণা পরিহর,
মনেতে বিতৃষ্ণা বুদ্ধি সমাশ্রয় কর।
নিজ কর্ম্মে যে সকল কর উপার্জ্জন,
তাহাতেই চিত্ত তব কর বিনোদন।

৭

অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং,
নাস্তি ততঃ সুখলেশঃ সত্যম্
পুত্রাদপি ধনভাজাং ভীতিঃ,
সর্ব্বত্রৈষা কথিতা নীতিঃ॥ (২)

অনর্থ অর্থের চিন্তা কর অনুক্ষণ,
সত্য তাহে সুখ লেশ নাহিক কথন;
পুত্র হইতেও ধনী পেয়ে থাকে ভীতি
সর্ব্ব ঠাই প্রকাশিত আছে এই নীতি।

৮

কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ,
সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ।
কস্য ত্বং বা কুত আয়াত
স্তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ॥ (৩)

কেবা দারা কেবা পুত্র তব মহাশয়,
নিরন্তর এ সংসার বিচিত্রতাময়,
তুমি কার, কোথা হতে হয়েছ আগত,
দিবা নিশি এই তত্ত্ব চিন্তা কর ভ্রাতঃ!

৯

মা কুরু ধনজনযৌবনগর্ব্বং,
হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বম্।
মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা,
ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা ॥ (৪)

নাহি কর ধন জন যৌবনের গর্ব্ব,
নিমেষেতে দেখ কাল হরিতেছে সর্ব্ব,
বসুন্ধারা নিরন্তর হয় মায়াময়,
জ্ঞানযোগে ব্রহ্মপদে কর মন লয়।

১০

নলিনীদলগত জলমতিতরলং
তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলং।
বিদ্ধি ব্যাধি-ব্যালগ্রস্তং
লোকং শোকহতঞ্চ সমস্তম্ ॥ (৫)

নলিনীর দলগত যেমত জীবন,
সেইরূপ চঞ্চলিত মানব জীবন,
নিয়ত দংশিছে ব্যাধিরূপ বিষধর,
শোকজর্জ্জরিত হয়ে আছে নিরন্তর!

১১

তত্ত্বং চিন্তয় সততং চিত্তে,
পরিহর চিন্তাং নশ্বরবিত্তে।
ক্ষণমিহ সজ্জন-সঙ্গতি রেকা
ভবতি ভবার্ণব-তরণে নৌকা ॥ (৬)

চিত্ত মধ্যে তত্ত্ব চিন্তা কর নিরন্তর,
কর পরিহার চিন্তা বিষয় বিষধর,
সংসারেতে ক্ষণকাল সাধু-সমাগম,
ভবার্ণব-তরণে তরণী অনুপম।

১২

অষ্টকুলাচলসপ্তসমুদ্রা,
ব্রহ্মা পুরন্দরদিনকররুদ্রাঃ।
নত্বং নাহং নায়ং লোক
স্তদপি কিমর্থং ক্রিয়তে শোকঃ॥ (৭)

অষ্ট কুলাচল আর সপ্ত পারাবার,
ব্রহ্মা, পুরন্দর, রুদ্র, দিবাকর আর,
তুমি আমি এবং এই লোক সমুদয়,
সকলি কালের করে হইবেক লয়,
কিছুই যখন ভবে নাহি রয় স্থির
তবে কেন বৃথা শোকে হয়েছ অধীর?

১৩

যাবদ্বিত্তোপার্জ্জনশক্ত
স্তাবন্নিজপরিবারোরক্তঃ।
তদনুচ জরয়া জর্জ্জরদেহে
বার্ত্তাং কোঽপিন পৃচ্ছতি গেহে॥ (৮)

যত দিন সুস্থ চিত্তে ধন উপার্জ্জিবে,
তত দিন পরিবার স্ববশে থাকিবে,
জরা আসি আক্রমিবে যবে কলেবর
কেহ নাহি জিজ্ঞাসিবে বার্ত্তা একাক্ষর!

১৪

কামং ক্রোধং লোভং মোহং
ত্যক্ত্বাত্মানং পশ্যসি কোহং।
আত্মজ্ঞান বিহীনা মূঢ়া
স্তে পচ্যন্তে নরকে নিগূঢ়াঃ॥ (৯)

কাম, ক্রোধ, লোভ মোহ করি পরিহার,
আত্ম জ্ঞানে, আমি কেবা, চিন্ত অনিবার,
আত্ম জ্ঞান শূন্য যে সকল মূঢ় জন,
ঘোরতর নরকেতে করিবে গমন।

১৫

সুরবরমন্দিরতরুতলবাসঃ
শয্যা ভূতলমজিনং বাসঃ।
সর্ব্বপরিগ্রহভোগত্যাগঃ
কস্য সুখং ন করোতি বিরাগঃ॥ (১০)

দেবালয় বৃক্ষ মূল হয় বাসস্থল,
মৃগচর্ম্ম বস্ত্র হয় শয্যা ভূমিতল,
সর্ব্ব প্রতিগ্রহ আর সর্ব্ব ভোগ ত্যাগ,
কার সুখ নাহি করে এ হেন বিরাগ?

১৬

বালস্তাবৎ ক্রীড়াশক্ত,
স্তরুণ স্তাবৎ স্তরুণীরক্তঃ।
বৃদ্ধ স্তাবৎ চিন্তা মগ্নঃ,
পরমে ব্রহ্মণি কোপিনলগ্নঃ। (১১)

বাল্যামোদে বালকেরা রত নিরন্তর,
যুবতীর প্রেমে মত্ত যুবকনিকর,
বৃদ্ধ কাল কাটাইছে হয়ে চিন্তামগ্ন,
ব্রহ্মপদে কেহ মন নাহি করে লগ্ন!

১৭

শত্রৌ মিত্রে পুত্রে বন্ধৌ
মা কুরু যত্নং বিগ্রহ সন্ধৌ।
ভব শমচিত্তঃ সর্ব্বত্রত্বং
বাঞ্ছস্য চিরাৎ যদি বিষ্ণুত্বং ॥ (১২)

শত্রু, মিত্র, পুত্র, বন্ধু বিগ্রহ মিলনে,
কোন মতে যত্ন নাহি করিয়ে কখনে,
সমচিত্তে সর্ব্বত্র থাকহ নিরন্তর,
অচিরে বিষ্ণুত্ব লাভ যদি ইচ্ছা কর।

১৮

যাবজ্জননং তাবন্মরণং
তাবজ্জননী জঠরে শয়নং।
ইতি সংসারে স্ফুটতরো দোষঃ
কথমিহ মানব তব সন্তোষঃ ॥ (১৩)

যখন হয়েছে জন্ম হইবে মরণ,
পুনঃ হবে জননীর জঠরে শয়ন,
পরিষ্কার দেখিতেছ সংসারের দোষ,
হে মানব! কি প্রকারে লভিছ সন্তোষ?

১৯

দিন যামিন্যৌ সায়ং প্রাতঃ
শিশির-বসন্তৌ পুনরায়াতঃ।
কাল ক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ু
স্তদপি ন মুঞ্চত্যাশা বায়ুঃ। (১৪)

দিবা, রাত্রি, প্রাত, সন্ধ্যা, বসন্ত, শিশির,
আসে যায় পুনঃ পুনঃ দেখিতেছ ধীর,
কাল ক্রীড়া করিতেছে, গত পরমায়ু!
তথাপি না তাজিতেছ কেন আশা বায়ু?

২০

অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং
দন্তবিহীনং যাতং তুণ্ডং।
করধৃতকম্পিতশোভিতদণ্ডং
তদপি ন মুঞ্চত্যাশাভাণ্ডং॥ (১৫)

পলিত হয়েছে মুণ্ড অঙ্গ বিগলিত,
দন্তাবলী হইয়াছে বদন-স্খলিত,
বিকম্পিত সুশোভিত কর ধৃত দণ্ড,
তথাপি না ত্যজিতেছ আশারূপ ভাণ্ড?

২১

ত্বয়ি ময়ি চান্যত্রৈকো বিষ্ণু
র্ব্যর্থং কুপ্যসি ময্যসহিষ্ণুঃ।
সর্ব্বং পশ্যাত্মন্যাত্মানং
সর্ব্বত্রোৎসৃজ ভেদজ্ঞানং॥ (১৬)

তোমাতে আমাতে আর অন্য সর্ব্বস্থানে,
এক বিষ্ণু বিরাজ করিছে সর্ব্বক্ষণে,
বৃথা অসহিষ্ণু হয়ে কেন কোপ কর,
আপন আত্মাতে সব কেন নাহি হের।
সর্ব্বভূতে ভেদজ্ঞান কর বিসর্জ্জন,
বিষ্ণুময় হেরি এই নিখিল ভুবন!

মোহমুদ্গর সমাপ্ত।

২২

যতি পঞ্চক।

বেদান্ত বাক্যেষু সদা রমন্তো
ভিক্ষান্নমাত্রেণ চ তুষ্টিমন্তঃ।
বিশোক মন্তঃকরণে চরন্তঃ
কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥ (১

বেদান্তের বাক্য সদা করে আস্বাদন,
ভিক্ষা লব্ধ অন্নে সদা তুষ্ট রাখে মন,
শোক শূন্য হয়ে ধরা ভ্রমে নিরন্তর,
এ হেন কৌপীনধারী খলু ভাগ্যধর।

২৩

মূলং তরোঃ কেবল মাশ্রয়ন্তঃ
পাণিদ্বয়ং ভোক্তু মমন্ত্রয়ন্তঃ।
কন্থামিব শ্রীমপি কুৎসয়ন্তঃ
কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥ (২)

কেবল বৃক্ষের মূলে করে অবস্থান,
আহারার্থে হস্তকেও না করে আহ্বান,
লক্ষ্মীকে কাঁথার মত ভাবে তুচ্ছকর,
এ হেন কৌপীনধারী খলু ভাগ্যধর।

২৪

দেহাদি ভাবং পবিবর্ত্তয়ন্তঃ
স্বাত্মানমাত্মন্যবলোকয়ন্তঃ।
নান্তং ন মধ্যং ন বহিঃ স্মরন্তঃ
কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ ॥ (৩)

শরীরাদি ভাব সব করি বিবর্ত্তন,
অন্ত মধ্য বহিঃ কিছু না করি স্মরণ,
আত্মাতে আত্মাকে হেরি করে অবস্থান,
এ হেন কৌপীনধারী খলু ভাগ্যবান।

২৫

স্বানন্দভাবে পরিতুষ্টি মন্তঃ
সুশান্তসর্ব্বেন্দ্রিয়তুষ্টিমন্তঃ
অহর্নিশং ব্রহ্মসুখেরমন্তঃ
কৌপীনবন্তঃ খলুভাগ্যবন্তঃ। (৪)

আনন্দ ভাবেতে সদা তুষ্ট যার মন,
ইন্দ্রিয়ের সমতাতে তুষ্ট অনুক্ষণ,
ব্রহ্মানন্দ সুখ ভোগ করে নিরন্তর,
এ হেন কৌপীনধারী খলু ভাগ্যধর।

২৬

ব্রহ্মাক্ষরং পাবনমুচ্চরন্তঃ।।
পতিং পশুনাং হৃদি ভাবয়ন্তঃ।
ভিক্ষাশিনো দিক্ষু পরিভ্রমন্তঃ
কৌপীনবন্তঃ খলুভাগ্যবন্তঃ॥ (৫)

সুপবিত্র ব্রহ্ম নাম করে উচ্চারণ,
পশুপতি ধ্যানে মগ্ন সদা যার মন,
ভিক্ষা অন্বেষণে দিক ভ্রমে নিরন্তর,
এ হেন কৌপীনধারী খলু ভাগ্যধর। *

যতিপঞ্চক সমাপ্ত।

২৭

ধন্যানাং গিরি-কন্দরোদর-ভুবি জ্যোতিঃপরং ধ্যায়তা,
মানন্দাশ্রুজলং পিবন্তি শকুনা নিঃশঙ্ক মঙ্কেস্থিতাঃ॥
অস্মাকন্তু মনোরথোপরচিত-প্রাসাদ-বাপী-তট,
ক্রীড়া কানন-কেলি-মণ্ডপ জুষামায়ুঃ পরং ক্ষীয়তে॥

পর্ব্বত কন্দরে বসি ভাগ্যধরগণ,
পরম জ্যোতির ধ্যান করে অনুক্ষণ,
তাহাদের আনন্দাশ্রু হতেছে পতন,
ক্রোড়ে বসি সুখে পান করে পক্ষিগণ।

---

* মোহমুদ্গার ও যতিপঞ্চক ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য প্রণীত।—শঙ্করাচার্য্য খৃষ্টীয় ১০ দশম শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এইরূপ পণ্ডিতেরা অনুমান করেন। ইনি দাক্ষিণাত্যবাসী তামিলী ব্রাহ্মণ ছিলেন।

মনোরথে বিরচিয়া প্রাসাদ সুন্দর,
কানন, মণ্ডপ, মনোহর সরোবর,
মনে মনে মোরা ভোগ করিয়া নিয়ত,
দিবা নিশি পরমায়ু করিছি ক্ষয়িত!

২৮

ক্ষান্তং ন ক্ষময়া গৃহোচিতসুখং ত্যক্তং নসন্তোষতঃ,
সোঢ়া দুঃসহ-শীত-বাত-তপন-ক্লেশান্ ন তপ্তং তপঃ।
ধ্যাতং বিত্ত মহর্নিশং ন চ পুনর্বিষ্ণোঃ পদং শাশ্বতং
তত্তৎ কর্ম্মকৃতং যদেব মুনিভি স্তৈ স্তৈঃ ফলৈর্বঞ্চিতঃ॥

কার্য্য হতে ক্ষান্ত হইয়াছি বার বার,
ক্ষমার কারণে কিন্তু নহে একবার;
গৃহ সুখ অভিলাষ করেছি বর্জ্জন
কিন্তু তাহা ছাড়ি নাই সন্তোষ কারণ,
শীত-তাপ-ক্লেশ সহ্য করেছি বিস্তর,
তপ হেতু নহে, কিন্তু ভরিতে উদর;
দিবা নিশি ধন-ধ্যান করেছি অন্তরে,
কিন্তু বিষ্ণু পদ নহে ক্ষণেকের তরে;
মুনিদের কর্ম্ম সব কৈনু আচরণ,
কিন্তু তুল্য ফল লাভ না হল সাধন!

২৯

কুরঙ্গ, মাতঙ্গ, পতঙ্গ, ভৃঙ্গ,
মীনাঃ হতাঃ পঞ্চভিরেব পঞ্চ।
একঃ প্রমাদী সকথং ন হন্যতে
যঃ সেবতে পঞ্চভিরেব পঞ্চ॥

কুরঙ্গ, মাতঙ্গ, মীন, পতঙ্গ, ভ্রমর,
এক ইন্দ্রিয়ের বশে যায় যমঘর,
কিন্তু পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের বশ যেই জন,
সে কেন বিনাশ প্রাপ্ত না হবে কখন।

৩০

ভবারণ্যং ভীমং তনুগৃহমিদং ছিদ্রবহুলং
বলী কালশ্চৌরো নিয়তমসিতা মোহ-রজনী
গৃহীত্বা জ্ঞানাসি বিরতি-ফলকং শীলকবচং
সমাধানং কৃত্বা স্থিরতরদৃশো জাগৃত জনাঃ ॥

ভীমভবারণ্যে বহুছিদ্র দেহঘর,
মোহরূপী রাত্রি তাহে অন্ধকার বড়,
পশ্চাতে ফিরিছে কালস্বরূপ তস্কর,
শীলরূপ-বর্ম্মপরি জাগহ সত্বর,—
বিরতি ফলক আর জ্ঞান-অসি লয়ে,
দূর কর কালচোরে সাবধান হয়ে।

৩১

গৃহে পর্য্যন্তস্থে দ্রবিণকণমোষং শ্রুতবতা,
স্ববেশ্মন্যারক্ষা ক্রিয়ত ইতি মার্গোয়মুচিতঃ।
নরাস্‌ গেহাদ্দেহাৎ প্রতিদিবস মাকৃষ্য নিয়তঃ
কৃতান্তাৎ শঙ্কা কিং ন ভবতি হি রে জাগৃত জনাঃ ॥

এক ঘরে চুরি গেছে একথা শ্রবণে,
গ্রামের সমস্ত লোক থাকে সাবধানে,

দেহরূপ-গেহে পশি কালরূপ চোর,
নিয়ত করিছে চুরি প্রাণধন তোর,
তাহাতে ও শঙ্কা কিছু নাহি তব মনে,
জ্ঞান যোগে সাবধান নহ কি কারণে ?

৩২

মন্নিন্দয়া যদিজনঃ পরিতোষমেতি
মন্যেঽপ্রযত্ন সুলভোঽয়মনুগ্রহোমে।
শ্রেয়োঽর্থিনোহি পুরুষাঃ পরিতুষ্টি হেতো
র্দুঃখার্জ্জিতান্যপি ধনানি পরিত্যজন্তি॥

আমাকে নিন্দিয়া যদি সুখী হয় লোকে,
অযত্ন সুলভ দয়া জ্ঞান করি তাকে,
যেহেতু পরের চিত্ত পরিতোষ তরে,
দুঃখার্জ্জিত অর্থ ব্যয় করে কত নরে।

৩৩

কশ্চিৎ পুমান্ ক্ষিপতি মামতি রুক্ষবাক্যৈঃ
সোঽহং ক্ষমাভরণমেত্য মুদং প্রয়ামি।
শোকং ব্রজামি পুনরেষ যতস্তপস্বী
চারিত্র্যতঃ স্খলিতবানিতিমন্নিমিত্তং॥

রুক্ষ ভাষে কেহ যদি বলে কুবচন,
ক্ষমা গুণে হর্ষ তাহে লভি অনুক্ষণ,
কিন্তু এই জন্য পুনঃ শোক করি মনে,
তাপস চরিত্র নাশ হল মম জন্যে!

৩৪

সূক্তিং কর্ণ-সুধাং ব্যনক্তু সুজনস্তস্মিন্ন মোদামহে
ক্রূরাং বাচমসূয়কো বিষমুচং তস্মিন্ন খিদ্যামহে।
যা যস্য প্রকৃতিঃ স তাং বিতনুতাং কিন্নস্তয়া চিন্তয়া
কুর্ম্মস্তৎ খলু কর্ম্ম জন্ম-নিগড়-চ্ছেদায় যজ্জায়তে॥

সুজনের মধুমাখা অমিয় বচনে,
দুর্জ্জনের ঈর্ষামর বাক্য বরিষণে,
সুখ, দুঃখ কদাচও না ভাব অন্তরে,
স্বভাবানুরূপ লোকে ব্যবহার করে,
চিন্তা ত্যজি, কিসে হয় জন্মবন্ধ ক্ষয়,
সেই রূপ কার্য্য মন কর এসময়।

৩৫

দুঃখাঙ্গারক-তীব্রসংসারোয়ং মহানসো গহনঃ।
ইহি বিষয়ামিষ-লালস-মানস-মার্জ্জারো মা নিপতন্তি॥

বিষয়-আমিষ-লোভী মানস-মার্জ্জার!
সংসারে নাহিক কিছু সুখের তোমার,
দুঃখের-অঙ্গারপূর্ণ সংসার-গহনে,
পতিত হইলে তুমি মরিবে জীবনে!

৩৬

দৈবে সমর্প্য চিরসঞ্চিত মোহজালং
সুস্থাঃ সুখং বসত কিম্পর যাচনাভিঃ।
মেরুং প্রদক্ষিণবতোহপি দিবাকরস্য
তে তস্য সপ্ততুরগা ন কদাচিদষ্টৌ॥

চিরকাল মায়া-মোহ যা কৈলে অর্জ্জন,
দৈবেতে সমর্পি তাহা হও সুস্থমন,
বৃথা যাচনাতে রত হওনা কখন,
দৈব বিনা কোন কার্য্য হয় না সাধন,
চিরকাল মেরু ঘুরি দেখ দিন মণি,
সপ্তছাড়া অষ্ট ঘোঁড়া না পেল কখনি।

৩৭

আকাশ মুৎপততু গচ্ছতু বা দিগন্ত
মম্ভোনিধিং বিশতু তিষ্ঠতু বা যথেষ্টং।
জন্মান্তরার্জ্জিত-শুভাশুভ-কৃন্নরাণাং
ছায়েব ন ত্যজতি কর্ম্ম ফলানুবন্ধি ॥

আকাশেই লম্ফ দিয়া পড় বেগভরে,
অথবা চলিয়া যাও দিগদিগন্তরে,
কিম্বা যদি প্রবেশ করহ সিন্ধুজলে,
অথবা যথেচ্ছাকার্য্য কর ধরাতলে.
পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত শুভাশুভ কার্যাচয়,
ছায়াবৎ তবসঙ্গে ফিরিবে নিশ্চয়।

৩৮

বিদ্যা নাধিগতা কলঙ্ক-রহিতা বিত্তঞ্চ নোপার্জ্জিতং
শুশ্রূষাপি সমাহিতেন মনসা পিত্রোর্ন সম্পাদিত।
আলোলায়ত-লোচনা যুবতয়ঃ সপ্নেঽপি নালিঙ্গিতাঃ
কালোঽয়ং পর-পিণ্ড-লোলুপতয়া কাকৈরিব প্রেষিতঃ।

কলঙ্করহিত বিদ্যা নাহি হ'ল অর্জ্জন,
না হইল যথারীতি ধন উপার্জ্জন,
ভক্তির ভাজন পিতামাতার চরণ,
কভু নাহি করিলাম সেবিতে যতন,
বিলোল আয়ত নেত্রা যুবতী-রতন,
সপ্নেও না করিলাম কভু আলিঙ্গন,
পর পিণ্ড লোভে হায় কাকের মতন,
বৃথায় করিনু গত এ ছার জীবন।

৩৯

আদিত্যস্য গতাগতৈ রহবহঃ সংক্ষীয়তে জীবনং।
ব্যাপারৈর্ব্বহু-কার্য্য-কারণশতৈঃ কালোপি ন জ্ঞায়তে।
দৃষ্ট্বা জন্ম জরা-বিয়োগ-মরণং ত্রাসশ্চনোৎপদ্যতে
পীত্বা মোহময়ীং প্রমোদ-মদিরামুন্মত্তভূতং জগৎ॥

আদিত্যের যাতায়াতে নিত্য আয়ু যায়,
বহু কার্য্যকারণেতে জ্ঞান নাহি তায়,
জন্মজরা বিয়োগ মরণ আদি হেরে,
অনুমাত্র অন্তরেতে ত্রাস নাহি করে,
কি আশ্চর্য্য মোহময়ী-হর্ষ-মদপানে,
উন্মত্ত হইয়া জীব আছে সর্ব্ব স্থানে!

৪০

মহতা পুণ্যপুঞ্জেন ক্রীতেয়ং কায়-নৌস্ত্বয়া,
পারং দুঃখোদধের্গন্তুং তর যাবন্নভিদ্যতে॥

পুঞ্জ পুঞ্জ মহাপুণ্যে দেহরূপতরী,
করিয়াছ ক্রয় তুমি দেখহ বিচারি,

দুঃখপূর্ণ ভবসিন্ধু হইবারে পার,
যত্ন কর, না ভাঙ্গিতে তরণী তোমার!

৪১

গঙ্গা পাপং শশী তাপং, দৈন্যং কল্পতরু র্হরেৎ।
পাপং তাপং তথা দৈন্যং, হরেৎ সাধুসমাগমঃ॥

গঙ্গা করে পাপ দূর, শশী তাপ হরে,
কল্পবৃক্ষ ধন দানে দৈন্য নাশ করে,
কিন্তু যদি সাধু-সঙ্গ একবার হয়,
পাপ, তাপ, দৈন্য আদি যায় সমুদয়।

৪২

সপ্ত সিংহা জিতাঃ পূর্ব্বং, পঞ্চ ব্যাঘ্রা স্ত্রয়ো গজাঃ।
পশ্যন্তু দেবতাঃ সর্ব্বাঃ, অদ্য যুদ্ধং ত্বয়া ময়া॥*

সপ্তসিংহে, পঞ্চ ব্যাঘ্রে আর গজ তিনে,
বিপুল বিক্রমে আমি জিনিয়াছি রণে,
তোমাতে আমাতে অদ্য যুদ্ধ ঘোরতর,
দেখিয়া বিস্মিত হবে যতেক অমর!

৪৩

গচ্ছ শূকর ভদ্রন্তে ব্রূহি সিংহো জিতো ময়া।
পশ্যন্তি দেবতাঃ সর্ব্বাঃ সিংহ শূকরয়ো র্বলং॥

* কথিত আছে, কোন বনে একটি বৃহৎ শূকর নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছিল; সহসা সেস্থলে এক সিংহকে সমাগত দেখিয়া, শূকর নিরতিশয় ভীত হইল; এবং মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, অচিরেই সিংহকর্ত্তৃক আমার জীবনলীলার অবসান হইবে। কিন্তু নীতি শাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিতেরা বলেন, "বিপদে অবসন্ন হইবে না; পরন্তু প্রাণপণে বিপদ মুক্ত হইবার চেষ্টা করিবে।" শূকর তখন ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক সিংহের দিকে চাহিয়া যাহা বলিয়াছিল শ্লোক পাঠে জ্ঞাতব্য। শূকরের এবংবিধ উক্তি শ্রবণ করিয়া পশুরাজ সিংহ হাস্যপূর্ব্বক যে উত্তর দিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী শ্লোক পাঠে তাহা জ্ঞাত হইবেন।

হে শূকরপতি, কর স্বস্থানে গমন,
সিংহজয়ী বলে কর সর্ব্বত্র ঘোষণ,
তুমি আমি এ দু'য়ের কা'র কত বল,
সর্ব্বদা আছেন জ্ঞাত দেবতা সকল!

৪৪

দরিদ্রান্ ভরকৌন্তেয় মাপ্রযচ্ছে শ্বরেধনং।
ব্যধিতস্যৌষধং পথ্যং নিরুজস্য কিমৌষধৈঃ॥

দরিদ্রে পালন কর কুন্তীর নন্দন,
ধনশালী জনে দান না কর কখন,
ব্যাধিগ্রস্ত জনের ঔষধে উপকার,
নিরোগী ঔষধ পেলে কিবা ফল তার? *

৪৫

তপ্তধূলীর্যথা বৃষ্টিঃ ক্ষুধায়াং তেন ভোজনং।
দরিদ্রে দীয়তে দানং সফলং কুন্তিনন্দন॥

তপ্তবালুকায় বৃষ্টি হইলে পতন,
যেরূপ শীতল হ'য়ে যুড়ায় ভুবন,
সেরূপ ক্ষুধার কালে করিলে ভোজন,
জীবন যুড়ায়, করে ক্ষুধা নিবারণ।
অতএব শুন ওহে কুন্তির কুমার,
দরিদ্র দেখিয়া দান কর অনিবার।

---

* ৪৪ হইতে ৪৬ পর্য্যন্ত শ্লোক তিনটি মহাভারত হইতে গৃহীত হইয়াছে। মহাত্মা ভীষ্ম রাজা যুধিষ্ঠিরকে দানসম্বন্ধে এই উপদেশপূর্ণ বাক্যগুলি বলিয়াছিলেন।

৪৬

অন্নেন ধারয়েৎ সর্ব্বং অন্নেন স্থাপ্যতে জগৎ।
অন্নদানাৎ পরং দানং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি॥

অন্নেতে ধারণ করে নিখিল ভুবন,
অন্ন পেয়ে স্থির থাকে যত জীবগণ,
অতএব অন্নদান সমতুল্য দান,
হয় নাই, হবে নাই, ওহে মতিমান।

৪৭

ব্রহ্মহাপি নরঃপূজ্যো যস্যাস্তি বিপুলং ধনং।
শশিনস্তুল্য বংশেহপি নির্ধনঃ পরিভূয়তে॥

থাকিলে বিপুল ধন, ব্রহ্ম-হত্যাকারীজন,
অনায়াসে পূজনীয় হয় ;
চন্দ্র তুল্য বংশে জাত, নির্ধন হইলে খ্যাত,
তার মান্য কোথাওনা রয়।

৪৮

কর্ম্মনা বাধ্যতে বুদ্ধিঃ বুদ্ধ্যাকর্ম্ম ন বাধ্যতে।
সুবুদ্ধিরপি যদ্রামো হৈমং হরিণ মন্বগাৎ॥

কর্ম্মের অধীন বুদ্ধি চলে অনুক্ষণ,
বুদ্ধির অধীন কর্ম্ম না হয় কখন,
নতুবা সুবুদ্ধি রাম কমল লোচন,
স্বর্ণমৃগ ধরিবারে কেন যাবে বন!

৪৯

অসম্ভবং হেমমৃগস্য জন্ম,
তথাপি রামো লুলুভে মৃগায়।
প্রায়ঃ সমাসন্নবিপন্নকালে,
ধীয়োপি পুংসাং মলিনী ভবন্তি॥

স্বর্ণময় মৃগ থাকা সম্ভব না হয়,
তবু মৃগ লোভী হন রাম দয়াময়,
অতএব বিপদ নিকটবর্ত্তী হ'লে,
পুরুষের বুদ্ধি লোপ হয় কর্ম্ম ফলে!

৫০

শনৈঃ পন্থাঃ শনৈঃ কন্থাঃ শনৈঃ পর্ব্বত লঙ্ঘনং।
শনৈঃ কর্ম্ম চ ধর্ম্মশ্চ এতে পঞ্চ শনৈঃ শনৈঃ॥

ক্রমে পন্থা, ক্রমে কন্থা, ক্রমে সমুদয়,
দুর্লঙ্ঘ্য-পর্ব্বত ক্রমে লঙ্ঘনীয় হয়,
ক্রমে ধর্ম্ম ক্রমে কর্ম্ম জানিবে নিশ্চয়,
ক্রমে ভিন্ন পঞ্চ কার্য্য হঠাৎ না হয়।

সমাপ্ত।

শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মন্তব্য।

উদ্‌ভ্রান্তপ্রেম, সারস্বতকুঞ্জ প্রভৃতি প্রণেতা সাহিত্য সমাজে পরিচিত লেখকাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় এম এ মহাশয় লিখিয়াছেন ;—

আমি এই পুস্তকের অনেক অংশ পাঠ করিয়াছি। ইহা অনেকগুলি বহুপ্রচলিত উদ্ভট শ্লোকের মূল ও অনুবাদ। অনুবাদে প্রায়শঃই মূলের সৌন্দর্য্য রক্ষিত হয় না ; কিন্তু এই পদ্যানুবাদ আশাতীত সুন্দর হইয়াছে। আরও বিশেষ প্রশংসার কথা এই যে, ইহাতে বাক্যানুবাদ অপেক্ষা ভাবানুবাদের জন্য প্রয়াস সর্ব্বত্র বিদ্যমান। যাঁহারা সংস্কৃত জানেন না, তাঁহাদের নিকট যে ইহা উপাদেয় হইবে, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। যাঁহারা অল্প সংস্কৃত জানেন, অথচ সাহিত্য চর্চ্চা করেন, তাঁহাদের মধ্যে এমন কতকগুলি লোক দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহারা সংস্কৃত শ্লোক বা শ্লোকাংশ উদ্ধৃত করিতে বড় প্রয়াসী। তাঁহাদের কাছে যে ইহা উপাদেয় হইতেও উপাদেয়তর হইবে, ইহা নিশ্চয়। আমি যতখানি পড়িয়াছি, তাহাতে যে আমি প্রীত হইয়াছি, ইহা বলাই বাহুল্য। এই পুস্তক আদৃত হইতে দেখিলে আমি সন্তুষ্ট হইব। ইতি,

কলিকাতা।
১৫ই শ্রাবণ, ১৩০২ সাল। } শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়

শুদ্ধিপত্র।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।	পৃষ্ঠা।	শ্লোক সংখ্যা।
ও	(ও)	২	২ অনুবাদ।
সর্ব্বাপদমাম্পদম্	সর্ব্বাপদামাম্পদম্	৩	৪ মূল।
অঙ্কস্য	অঙ্কস্থ	৪	৬ নোট।
দোষ	দোষো	৪	ঐ
গুণসন্নিপাতো	গুণসন্নিপাতে	৪	ঐ
রিতু	রিতি	৪	ঐ
নুসং	নুনং	৪	ঐ
উংশাহী	উংসাহ্রৈ	১০	২২ অনুবাদ।
প্রধান্য	প্রাধান্য	১১	২৪ অনুবাদ।
সাত্যম্বু	স্বাত্যম্বু	১১	২৫ মূল।
বিদ্যানের	বিদ্বানের	১১	২৫ অনুবাদ।
মাতী	স্বাতী	১১	২৫ ঐ।
কয়ে	করে	১৫	৩৪ ঐ।
বংশ	যশং	১৫	৩৫ মূল।
সময়ত্যেব	শময়ত্যেব	১৬	৩৮ ঐ।
করেয়ে	কররে	১৯	৪৫ অনুবাদ।
বিকসিতো	বিকসতি	১৯	৪৭ মূল।
চিন্তা	চিন্তা	২১	৫১ মূল।
শব্দযোগে	শব্দযোগে	২৭	৫৬ অনুবাদ।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা।	শ্লোক সংখ্যা
সংসার্	সংসারে	[illegible]	৬২ ঐ।
বধন্তে	বধন্তে	২১	৬৩ অনুবাদ।
প্রণান্তেহপি	প্রাণান্তেহপি	২৯	৭০ মূল।
বিপ্রশ্চোরেণ	বিপ্রচোরেণ	৩০	৭২ ঐ।
দেব পিতৃগণ	দেব পিতৃগণে	৩১	৭৪ অনুবাদ।
কর্য়ে	করয়ে	৩৬	৮৫ ঐ।
নিররন্তর	নিরন্তর	৩৬	৮৬ ঐ।
ধার্য্যতে	ধার্য্যতে	৩৭	৮৮ মূল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা।	শ্লোক সংখ্যা
দরর্শন	দরশন	৪১	৫ অনুবাদ।
পাড়ল	পড়িল	৪২	৮ মূল।
ষযৌ	যযৌ	৪৭	১৮ মূল।
হস্তিকুল	হস্তিকুল	৫২	৩০ অনুবাদ।
মোর	মোরে	৫৯	৪৪ ঐ।
মধুমাস	মধুমাসে	৬২	৫১ মূল।
শিশুরস্নন পরিহরন	শিশূনস্থন্ বিজহতঃ	৬৩	৫৪ ঐ।
বৌতি	রৌতি	৬৫	৫৯ ঐ।
ষাঁর	যাঁর	৬৭	৬৩ অনুবাদ।
ষাঁর	যাঁর	৬৭	৬৩ ঐ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা।	শ্লোক সংখ্যা
কুতুহল	কুতূহল	৭৩	২ অনুবাদ।
স্বামী !	স্বামি !	৭৭	৯ অনুবাদ

অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।	পৃষ্ঠা।	শ্লো সংখ্যা।
গামী !	গাণি !	৭৭	৯ অনুবাদ।
কেন	কো	৭৮	১৪ নোট।
প্রবহ গেহে	প্রবশ গেহং	৮১	২১ মূল।
স্থানান্তরে	স্থানান্তর	৮৩	২৫ অনুবাদ।
শ্রোণিতার্থ	শ্রোণীতীর্থ	৮৪	২৭ অনুবাদ।
ধৈর্ঘ্য	ধৈর্য্যং	৯১	৪৫ মূল।
কুভুক্ষিতঃ	বুভুক্ষিতঃ	৯৩	৪৫ মূল।
জহিহি	জহীহি	৯৩	৪৬ মূল।
জহিহি	জহীহি	৯৩	৪৭ মূল।
ইহার	ইহারে	৯৪	৪৮ অনুবাদ।
বিশ্বাস পরায়ণ	বিলাস পরায়ণ	৯৪	৪৮ নোট।
ধিবকার	ধিক্কার	৯৪	৪৮ নোট।
ব্রাহ্মা	ব্রহ্ম	৯৬	৫১ অনুবাদ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বসস্ত	বসন্ত	১০৪	১৯ অনুবাদ।
বদন-স্খলিত	বদন-স্খলিত	১০৪	২০ অনুবাদ।
হহি	ইহহি	১১১	৩৫ মূল।
বংশেহপি	বংশোহপি	১১৬	৪৭ মূল।